সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

# অ-আ-ক-খ

জ. বেরবেশকিনা, দ. জেরকিন,
ল. ইয়াকভলেভা

# ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

জ. বেরবেশকিনা, দ. জেরেকিন,
ল. ইয়াকভলেভা

# ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ
গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী:
ফ. ভলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি
(প্রধান সহসম্পাদক), ফ. বুর্লাৎস্কি,
ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সবলেভ,
ফ. ইউর্‌লভ

АБС социально-политических знаний

**З. Бербешкина, Д. Зеркин, Л. Яковлева**
ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ?
*на языке бенгали*

ABC of Social and Political Knowledge

**Z. Berbeshkina, L. Yakovleva, D. Zerkin**
WHAT IS HISTORICAL MATERIALISM?

*In Bengali*

© Progress Publishers, 1985
বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৮

$\frac{0302020200-429}{014(01)-88}$ 296—88

ISBN 5-01-000811-4

## সূচি

ভূমিকা . . . . . . . . . . . . . . . ৭
প্রথম অধ্যায়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিজ্ঞান।
ইতিহাসের বস্তুবাদী বীক্ষার মর্মবস্তু . . ১০
ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিষয়বস্তু . . . . ১০
সমাজ বিষয়ক ধারণাবলীতে একটি বিপ্লব হিসাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উদ্ভব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সৃজনশীল প্রকৃতি ১৩
সমাজ ও প্রকৃতি . . . . . . . . . . ২৩
জনসংখ্যাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য ও প্রক্রিয়া এবং সমাজবিকাশে সেগুলির ভূমিকা . . . . ৩৬
সামাজিক সত্তা ও সামাজিক চেতনা . . ৪৪
সমাজ-জীবনের বৈষয়িক ভিত্তি হিসাবে উৎপাদনের ধরন . . . . . . . ৪৯
দ্বিতীয় অধ্যায়। সমাজ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ (ফর্মেসন) . . . . . . . ৫৬
সমাজ কী? . . . . . . . . . . ৫৬
সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ। সমাজের বনিয়াদ ও উপরিকাঠাম . . . . . . ৫৮
একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ দ্বারা অন্যটির ধারাবাহিক প্রতিস্থাপন হিসাবে

সমাজের ইতিহাস . . . . . . . . . ৬২
ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া উপলব্ধিতে 'সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ' প্রত্যয়ের তাৎপর্য ৭৭
তৃতীয় অধ্যায়। সমাজের কাঠাম ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ . . . . . . . . . ৮২
সামাজিক কাঠামোর প্রত্যয় . . . . . ৮২
কৌম, উপজাতি, অধিজাতি ও জাতি . . ৮৩
শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণীসম্পর্ক . . . . . ৯২
সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসমূহ . . . . . ১০৩
চতুর্থ অধ্যায়। সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন ১১২
রাজনীতি ও যুদ্ধ . . . . . . . . . ১১২
রাষ্ট্র . . . . . . . . . . . . . ১১৬
কেন প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রয়োজন? . ১২৩
পঞ্চম অধ্যায়। সমাজের মনোজীবন। সামাজিক চেতনার রূপসমূহ . . . . . . . . ১৩২
সমাজের মনোজীবন ও সামাজিক চেতনা . ১৩২
সামাজিক চেতনার কাঠাম . . . . . . ১৪২
সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও ভাবাদর্শ . . . . ১৪২
সামাজিক ও ব্যষ্টিগত চেতনার পারস্পর্য . ১৪৮
সামাজিক চেতনার রূপসমূহ . . . . ১৫১
রাজনৈতিক চেতনা . . . . . . . . ১৫১
আইনের চেতনা . . . . . . . . . ১৫৫
নৈতিক চেতনা ও নীতিশাস্ত্র . . . . . ১৫৮
নান্দনিক চেতনা ও শিল্পকলা . . . . . ১৬৩
দর্শন . . . . . . . . . . . . . ১৬৭
ধর্মীয় চেতনা ও ধর্ম . . . . . . . . ১৭০
ষষ্ঠ অধ্যায়। সামাজিক ঘটনা হিসাবে সংস্কৃতির রূপ . . . . . . . . . . . . ১৭৩
সংস্কৃতির প্রত্যয় . . . . . . . . . ১৭৩
বস্তুগত ও মননমূলক সংস্কৃতি . . . . ১৭৫

বুর্জোয়া সংস্কৃতি: বিকাশের পর্যায়সমূহ ১৭৯
সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি . . . . . . . ১৮৪

সপ্তম অধ্যায়। মানব ও সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের মার্কসীয়-লেনিনীয় প্রত্যয় . . . ১৯১
ব্যষ্টি সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রত্যয় . . . . . . . . . . . . . ১৯১
ব্যক্তিত্বের প্রত্যয় . . . . . . . . ১৯৫
ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক ধরনসমূহ . . . ১৯৭
ব্যক্তিত্বের সমাজতান্ত্রিক ধরন . . . . .১৯৮

অষ্টম অধ্যায়। সমাজে মানুষের কর্মকাণ্ড হিসাবে মানুষের ইতিহাস। ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মাবলী . . . . . . ২০৪
ইতিহাসের বিষয়গত যুক্তিপদ্ধতি ও জনগণের কার্যকলাপ . . . . . . ২০৪
ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মাবলী . . . ২০৭
বিষয়গত নিয়মাবলী এবং মানুষের সজ্ঞান কার্যকলাপ। চাহিদা, স্বাধীনতা ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব . . . . . . . . ২১০.
ইতিহাসে বিষয়গত শর্ত ও বিষয়ীগত উপাদান . .. . . . . . . . . . . ২১৬

নবম অধ্যায়। ঐতিহাসিক বিকাশের চালিকা শক্তি . . . . . . . . . . . ২২০
ঐতিহাসিক বিকাশের চালিকা শক্তিগুলি কী? . . . . . . . . . . . . ২২০
ইতিহাসে ব্যাপক জনগণের চূড়ান্ত ভূমিকা . . . . . . . . . . . . ২২৭
প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা . . . . . . ২৩২

দশম অধ্যায়। ঐতিহাসিক বিকাশের একটি রূপ হিসাবে সমাজ বিপ্লব . . . . . . ২৩৭

সমাজ বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার মর্মবস্তু . . . . . . . . . . . . . ২৩৮
বিপ্লবের ঐতিহাসিক ধরনসমূহ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যাবলী . . . . . . . . . . . ২৪৪
বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তাবলীর পারম্পর্য . . . . . . . . . . . . ২৪৭
সমাজ বিপ্লবে সামান্য ও বিশেষ . . . ২৫৩
সমাজ বিপ্লবের বুর্জোয়া ও শোধনবাদী বিচার . . . . . . . . . . . . ২৫৮
একাদশ অধ্যায়। সামাজিক প্রগতি . . . . ২৬৩
সামাজিক প্রগতির ধারণা . . . . . ২৬৩
প্রগতির বিষয়গত নির্ণায়ক . . . . ২৭২
সামাজিক প্রগতির ঐতিহাসিক ধরনসমূহ ২৭৫
একালের সামাজিক প্রগতি: বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের অভিমত . . . . . . . . ২৮০
পরিভাষা . . . . . . . . . . . . . . ২৮৬

# ভূমিকা

দুনিয়াব্যাপি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ ইদানীং অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের স্বকালের যে মার্কসবাদী মতবাদ ছিল বৈজ্ঞানিক পূর্বজ্ঞান, এখন তা কোটি কোটি মানুষের প্রায়োগিক কার্যকলাপের বনিয়াদ হয়ে উঠেছে।

মার্কসবাদের পতাকাতলে বর্তমান বিশ্বে যুগান্তকারী বহু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, যেমন: অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিকশিত সমাজতন্ত্র নির্মাণ, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন ও উন্নয়ন, সামাজিক ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতিদের অর্জিত বিজয়গুলি। দুনিয়াব্যাপি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ সাম্প্রতিক কালে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেনিন বলেছিলেন, 'মার্কসবাদী মতবাদ সর্বশক্তিমান, কেননা তা সত্য।'* মার্কসবাদ সমাজের শ্রেষ্ঠতম প্রগতিশীল শক্তিগুলির স্বার্থকে প্রকটিত করে, সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশে তার গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি পুরোপুরি মেটায়।

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস কর্তৃক শতাব্দীকাল আগে সৃষ্ট এই তত্ত্ব লেনিনের রচনাবলীতে আরও বিকশিত হয়েছে। মার্কস ও লেনিন এই নামদুটি অবিচ্ছেদ্য। লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগের, উপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের এবং পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে উত্তরণের যুগের, মার্কসবাদ। মার্কসবাদ আজ লেনিনবাদ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটি অখন্ড আন্তর্জাতিক তত্ত্ব। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সকল মানুষের কাছে এই মতবাদ একটি তাত্ত্বিক অস্ত্রবিশেষ, তাদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা সাধারণীকরণের একটি উপায়ও বটে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল দর্শন, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের একটি আঙ্গিক ঐক্যের মূর্তরূপ। সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের নিটোল ভিতটি মার্কসবাদ-

---

* V. I. Lenin, 'The Three Sources and Three Component Parts of Marxism', *Collected Works,* Vol. 19, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 23.

লেনিনবাদের দার্শনিক তত্ত্ব—দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দ্বারা গঠিত।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বিষয়গুলি জনবোধ্য ধরনে উপস্থাপনাই এই বইটির লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়

# ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিজ্ঞান ইতিহাসের বস্তুবাদী বীক্ষার মর্মবস্তু

## ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিষয়বস্তু

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের আঙ্গিক অংশবিশেষ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল ওই দর্শনের সেই অংশ যার বিচার্য — সমাজ-জীবন। সমাজ-জীবন বিশ্লেষণে অন্যান্য বিজ্ঞানও নিবিষ্ট, যেমন: রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি, শিক্ষাবিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী হিসাবে পৃথক? এই বিজ্ঞনসমূহের প্রত্যেকটি তার সবগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম ও বৈশিষ্ট্যের খুঁটিনাটির নিরিখে সমাজ-জীবনের বিশেষ বিশেষ দিক পর্যালোচনা করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির বিচার্য বিষয় হল জনগণের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং বৈষয়িক লাভালাভ, উৎপাদন ও

বণ্টনের নিয়মাবলী। শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় শিক্ষা ও জনগণের প্রশিক্ষণ। এইসব বিজ্ঞান থেকে পৃথক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সামগ্রিকভাবে সমাজবিকাশের সাধারণ দিকগুলি — সমাজকাঠাম, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যেকার মিথষ্ক্রিয়া, এবং সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়মাবলী ও চালিকাশক্তিগুলি — বিশ্লেষণ করে।

দর্শনের অবস্থান থেকে সমাজ-জীবনের বিচার ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এর আলোচ্য দার্শনিক দিকগুলি: সমাজ-জীবনের বৈষয়িক ও ভাবাদর্শগত দিকগুলির পারম্পর্য; ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত স্বতঃস্ফূর্ত ও সজ্ঞান, বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাত্তের পারম্পর্য; সমাজবিকাশের চালিকাশক্তি, মানুষের মূলসত্তা ও বিশ্বে তার অবস্থান, ইত্যাদি। তাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল সমাজ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের একাংশ।

বিশ্বসাহিত্যে অখণ্ড প্রণালী হিসাবে সমাজের তত্ত্ব এবং সমাজের কার্যকলাপ ও বিকাশের নিয়ন্তা নিয়মাবলীর তত্ত্বই সাধারণত **সমাজবিদ্যা** নামে সংজ্ঞায়িত। অখণ্ড প্রণালী হিসাবে সমাজের কার্যকলাপ ও বিকাশের সাধারণ নিয়মাবলীর পর্যালোচক বিধায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কার্যত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক একটি সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বও বটে। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজবিদ্যার পুরোটা নয়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজবিদ্যার কাঠামোয় তিনটি পরস্পরযুক্ত পর্যায় রয়েছে।

১। একক প্রয়োগজ (সুনির্দিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক) নিরীক্ষা: তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, বিশেষ বিশেষ বর্গের লোকদের মধ্যে জরিপ (সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার সাহায্যে) ইত্যাদি। সামাজিক ঘটনা ও প্রক্রিয়া নিরীক্ষার এই ধরনের পদ্ধতির উপর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সর্বদাই আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' ও 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' রচনায় যথাক্রমে এঙ্গেলস ও লেনিন এই ধরনের গবেষণারই আশ্রয় নিয়েছিলেন। বর্তমানে সুনির্দিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক নিরীক্ষা সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেই ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, শ্রমসঙ্ঘের মধ্যেকার সম্পর্ক, শ্রেণীসমূহ ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে জায়মান রূপান্তর, ইত্যাদি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষিত হয়ে থাকে।

২। একক প্রয়োগজ নিরীক্ষার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত, বৈজ্ঞানিক সাধারণীকরণ ও বিশেষ তত্ত্বাবলী গৃহীত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, সোভিয়েতরাজের আমলের এই কালপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে যৌথখামারের কৃষকদের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনগুলি পরীক্ষার মাধ্যমে মার্কসবাদী সমাজবিদরা এইসব সিদ্ধান্তে পৌঁছন: এই শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষাগত মান, দক্ষতা ও জ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে; মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে;

বহু দিক থেকে তারা শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতি বুদ্ধিজীবীদের ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে।

৩। প্রয়োগজ গবেষণা পরিচালনার সময় মার্কসবাদী সমাজবিদরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর, অর্থাৎ শ্রেণীসমূহ, সমাজকাঠাম, সামাজিক নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে সঞ্চিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন। পক্ষান্তরে, নির্দিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক নিরীক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে অর্জিত সাধারণীকৃত জ্ঞান ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শ্রীবৃদ্ধির উৎস হয়ে ওঠে, তাতে যোগ করে নতুন তত্ত্বীয় প্রস্তাব, যোগায় সৃজনশীল বিকাশের উৎস। তাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজবিদ্যার প্রণালীতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নির্দিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক নিরীক্ষার সাধারণ তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যা — দুটিরই প্রতিনিধিত্ব করে।

সামগ্রিকভাবে **ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সংজ্ঞার্থ: ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল সমাজবিকাশের সর্বাধিক সাধারণ নিয়মাবলী ও চালিকাশক্তিগুলি অনুশীলনকারী একটি দর্শনশাস্ত্রীয় ও সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞান।**

## সমাজ বিষয়ক ধারণাবলীতে একটি বিপ্লব হিসাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উদ্ভব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সৃজনশীল প্রকৃতি

উনিশ শতকের চল্লিশের বছরগুলিতেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের (ও গোটা মার্কসবাদের) অভ্যুদয় ঘটেছিল। তৎকালে এই তত্ত্বের উদ্ভব মোটেই আপতিক ছিল না।

শ্রমিক শ্রেণী তখন স্বাধীনভাবে একটি বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করেছিল এবং তাদের জন্য সমাজবিকাশের নিয়মাবলী ও সম্ভাবনাগুলি জানা, একটি খাঁটি সমাজবিজ্ঞান, অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতীদের জন্য এমনই একটি বিজ্ঞান সৃষ্টি করেন। শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী ও আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতাই শুধু নন, তাঁরা ছিলেন স্বকালের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতও।

একটি নতুন তত্ত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রগতিশীল সমাজচিন্তায় সর্বোত্তম অবদান সংযোজন করেন।

মার্কসের পূর্ববর্তী দার্শনিকরা সমাজবিকাশ সম্পর্কে অনেকগুলি বিচক্ষণ অভিমত দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাক-মার্কসীয় সমাজবিদ্যার সবগুলি তত্ত্বেরই একটি ত্রুটি ছিল: তত্ত্বগুলি ছিল ভাববাদী।

ভাববাদ একটি দার্শনিক বিশ্ববীক্ষা এবং তদনুযায়ী বিশ্বের মুখ্য সত্য হল আত্মিক, ভাবগত সত্য। বিবিধ ভাববাদী দার্শনিক বিষয়টি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন: ঈশ্বরেচ্ছা, পরম ভাব বা পৃথক পৃথক অহমের চৈতন্য, ইত্যাদি হিসাবে। তাঁরা বিদ্যমান বিশ্ব ও প্রকৃতিকে উদ্ভূত, ভাবনির্ভর হিসাবে দেখেন। দার্শনিক বস্তুবাদ হল ভাববাদবিরোধী একটি বিশ্ববীক্ষা।

প্রকৃতি সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ভারত, চীন, গ্রীস এবং অন্যান্য দেশেও ছিল। আঠার ও উনিশ শতকে বস্তুবাদী তত্ত্বের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বস্তুবাদী দার্শনিকরা বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির অস্তিত্ব আমাদের

চৈতন্য নিরপেক্ষ, প্রকৃতি চিরন্তন, কারও চেষ্টাকৃত নয়। তাঁরা হেতু ও মানুষী চৈতন্যকে প্রকৃতির বিবর্তনের ফলশ্রুতিই ভাবতেন এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম পরিচালনা করেন।

কিন্তু মার্কসের আগেকার সর্বাধিক খ্যাতিমান বস্তুবাদীরাও, যেমন জার্মানিতে লুড়ভিগ ফয়েরবাখ এবং রাশিয়ায় আলেক্সান্দার গের্ৎসেন ও নিকলাই চের্নিশেভস্কি, সমাজ সম্পর্কে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।

মানবসমাজের জীবনধারা অত্যন্ত জটিল। প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান প্রাকৃতিক ঘটনাবলী মোটামুটি নিয়মিত পুনরাবৃত্ত হয় এবং ওগুলির মর্মবস্তু উপলব্ধিতে সহায়তা যোগায়। কিন্তু সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে এমন পুনরাবৃত্তি উপলব্ধি কঠিনতর এবং এই জটিলতা সমাজবিকাশের নিয়মাবলীর অস্তিত্ব নির্ণয়ে বাধা সৃষ্টি করে।

মানুষ তদুপরি চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি সমৃদ্ধ সত্তা হিসাবে সমাজে সক্রিয়। নিজ কর্মকাণ্ডে তারা পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করে এবং কোন কোন প্রত্যয় দ্বারা পরিচালিত হয়। মার্কসের পূর্ববর্তী সকল দার্শনিকই বিশ্বাস করতেন যে সমাজে ঘটমান যাবতীয় পরিবর্তনের মূল কারণ হল মানুষের সজ্ঞান লক্ষ্য, প্রত্যয় ও দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ ওগুলিই সমাজবিকাশের ধারাগুলির নিয়ামক মুখ্য উপাত্ত।

ইতিহাসের স্রষ্টা হিসাবে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অস্বীকারের মধ্যেও সমাজ সম্পর্কিত এই ভাববাদী

দৃষ্টিভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করে। পুরো ইতিহাসকে ব্যক্তিবিশেষের — রাজা, সেনাপতি ও বীরদের কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। এই তত্ত্বে বলীয়ান হয়ে রুশ নারদনিকরা (১৯ শতকের বিপ্লবীগণ, যারা মার্কসবাদ জানতেন না) গণধিকৃত জার ও কর্মকর্তাদের হত্যা করে তৎকালে রাশিয়ায় বিদ্যমান প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থা বদলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব জীবন নারদনিকদের প্রয়োগ এবং 'বীর ও ইতরসাধারণের' বিজ্ঞানবিরোধী তত্ত্ব উভয়টিই খন্ডন করেছিল। উল্লেখ্য যে পূর্বোক্ত তত্ত্ব অনুসারে 'জনসাধারণ' হল পরোক্ষ দর্শক আর 'বীরেরাই' ইতিহাসের যথার্থ স্রষ্টা।

সহজবোধ্য যে, শাসক শ্রেণীই জনগণের ঐতিহাসিক ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে নির্বাচিত, এমন ধারণা সপ্রমাণ করা ছিল তাদের পক্ষে লাভজনক। সমাজে জায়মান প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলির যুক্তিসঙ্গত প্রকৃতি এবং যথার্থ কারণ অস্বীকারও তাদেরই স্বার্থানুকূল ছিল। আর শোষক সমাজে ধ্যানধারণা (আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম) সৃষ্টিতে যেহেতু সর্বদাই শোষক শ্রেণীগুলির একচেটিয়া অধিকার বর্তাত সেজন্য 'নিখিল বিশ্ব ভাব-শাসিত' এমন দাবিও তাদেরই সুবিধা সৃষ্টি করত। সতের ও আঠার শতকে যেহেতু বুর্জোয়া সমাজবিদরা প্রধানত নিজেদের শ্রেণীগত মানসিক সংকীর্ণতার দরুন সমাজকে ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, পরবর্তীকালে, ইতিহাসের বিকৃত ভাববাদী ব্যাখ্যা তাঁদের জন্য প্রায়ই একটি ইচ্ছাকৃত সামাজিক স্পৃহা হয়ে উঠত। সেজন্য

প্ৰজিতান্ত্রিক বিশ্বে সমাজ সম্পর্কিত ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি আজও বহুব্যাপ্ত।

সমাজেতিহাসে ধ্যানধারণা ও মানুষী যুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মার্কসবাদেও স্বীকৃত। কিন্তু মানুষ প্রায়োগিক কাজকর্মে যেসব ধ্যানধারণা ও তত্ত্বাদি দ্বারা পরিচালিত সেগুলি শেষ পর্যন্ত বস্তুগত অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত থাকে। সমাজ-জীবনের বাস্তব দিকই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মূল ও প্রাথমিক দিক — নীতিগতভাবে তার স্বীকৃতি হল ইতিহাসের বস্তুবাদী প্রত্যয়ের মর্মবস্তু।

মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম সমাজ বিশ্লেষণে বস্তুবাদ সম্প্রসারিত করেন এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রথম প্রবক্তা হন। সমাজের দার্শনিক ব্যাখ্যায় মার্কসবাদ যে মৌলিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল সর্বোপরি এটাই ছিল তার ভিত্তি। মানবজাতির জন্য এই পরম কল্যাণময় অবদানের উপর গুরুত্ব দিয়ে লেনিন লিখেছিলেন: 'মার্কস দার্শনিক বস্তুবাদের পরিপূর্ণ গভীরতা ও বিকাশ সাধন করেন এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত অবধারণাকে সম্প্রসারিত করে তাতে মানবসমাজ সম্পর্কিত অবধারণা অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তনের ক্ষেত্রে এক মহাসাফল্য। ইতিহাস ও রাজনীতিতে ইতিপূর্বে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রকোপকে অতঃপর প্রতিস্থাপিত করেছিল একটি উল্লেখ্য অখণ্ড ও সুসমন্বিত বৈজ্ঞানিত তত্ত্ব, যা দেখায় কীভাবে উৎপাদনী শক্তিগুলি বৃদ্ধির

ফলশ্রুতিতে সমাজ-জীবনের একটি প্রণালী থেকে অন্যতর, উন্নতর একটি প্রণালীর উদ্ভব ঘটে...'*

বৈষয়িক উৎপাদনকে জাতীয় পরিসরে কেন্দ্রীকরণে সমর্থ পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের পরেই কেবল সমাজ সম্পর্কিত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব সম্ভবপর হয়েছিল। বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশের উপর সমাজ-জীবনের বিবিধ ধরনের নির্ভরতা তখন প্রত্যক্ষতর হয়ে উঠেছিল। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে বিদ্যমান অসঙ্গতিগুলি — অতি-উৎপাদন, বেকারী ইত্যাদি সংকটের মধ্যে প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেই শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণীসংগ্রামের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলি প্রকাশ্য হয়ে পড়েছিল। এঙ্গেলসের ভাষায়: '...আমাদের বর্তমানকাল এই পরস্পরাবদ্ধ সংযোগগুলি এতটা সরল করে তুলেছে যে রহস্যটির সমাধান সম্ভবপর হতে পারে'।**

পুঁজিবাদের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে তার আবির্ভাব ঘটে। শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল সমাজবিকাশের একটি বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় ও একটি শুদ্ধ বৈপ্লবিক তত্ত্বের। অটল বৈপ্লবিক

---

* ভ. ই. লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫

** Frederick Engels, 'Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works,* in tree volumes, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow. 1976, p. 368.

স্বভাব ও সমাজপ্রগতির বিষয়গত চাহিদার সঙ্গে তার শ্রেণীস্বার্থের সন্নিপাত — এই তো শ্রমিক শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রমিক শ্রেণীর তত্ত্বীয় অস্ত্র হিসাবেই যে তাদের দর্শন রূপলাভ করেছে এই সত্যটি মার্কসবাদীরা কখনই লুকানোর চেষ্টা করেন নি। মার্কসবাদের পতাকাতলে শ্রমিক শ্রেণী ইতিমধ্যেই বহু ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারায় অন্যান্য সামাজিক স্তর ও শ্রেণী থেকে ক্রমেই অধিক সংখ্যক মানুষ মার্কসবাদের দীক্ষাগ্রহণ করছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী প্রত্যয় তাঁদের অনেকগুলি রচনায়, প্রধানত তাঁদের যৌথ রচনাবলী — 'পবিত্র পরিবার', 'জার্মান ভাবাদর্শ' ও 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' গ্রন্থাদিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। মার্কস 'পুঁজি' গ্রন্থেও, আর এঙ্গেলস 'অ্যাণ্টি-ড্যুরিঙ', 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' এবং অন্যান্য গ্রন্থেও সমাজ সম্পর্কিত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু শতাব্দীরও অধিককাল আগে সৃষ্ট একটি তত্ত্ব বিন্দুমাত্র প্রাসঙ্গিকতা না হারিয়ে আজও কেন নতুন নতুন বিজয় অর্জন করে চলেছে এর মূল কারণ — মার্কসবাদ একটি প্রাণবন্ত, সৃজনশীল ও নিরন্তর বিকাশমান তত্ত্ব। বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতা — মার্কসবাদের এই খোদ মর্ম হল বিদ্যমান জগতের চিরন্তন পরিবর্তন, বিকাশ ও নবায়ন সম্পর্কে একটি বৈপ্লবিক মতবাদ। প্রকৃতি নিরন্তর পরিবর্তনশীল এবং মানবসমাজ আরও

সক্রিয়ভাবে রূপান্তরশীল। অধিকন্তু সামাজ-জীবনে পরিবর্তনের গতিবেগ ক্রমবর্ধমান। গত কয়েক দশকে সমাজ-জীবনে কত বৃহৎ ঘটনাবলীই যে ঘটল! সেজন্য সমাজ-জীবন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও অবশ্যই বদলায়, বিকশিত হয়। বস্তুত, মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজবিকাশ সম্পর্কিত তাঁদের তত্ত্বের প্রতি ঠিক এই ধরনের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

পরবর্তী ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ তাঁদের উত্তরসূরীরা বিকশিত করেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ক্ষেত্রে লেনিনের অবদান ছিল বিরাট। তিনি মুক্তি ও নবজীবন গঠনের জন্য মেহনতিদের সংগ্রামে অর্জিত নতুন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সারমর্ম আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি শ্রেণী, বিপ্লব, রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্র নির্মাণ, যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য বহু বিষয়ে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশ ঘটান। লেনিন ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলসের বিশ্বস্ত অটল অনুসারী। মার্কসবাদ সম্পর্কে কেবল সৃজনশীল ধরনের কাজই নয়, মার্কসবাদের প্রতি সকল বিশ্বাসঘাতকের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম সংগ্রাম করেছেন। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবে আত্মসমর্পিত বা 'নতুন ধ্যানধারণার' ফেশনের টানে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক আপসহীন সংগ্রামী। আজও শোধনবাদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ মার্কসবাদের মূলনীতি থেকে বিচ্যুতির ও মার্কসবাদের ধ্যানধারণার বিকৃতিসাধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের যথার্থ অনুসারীদের একটি কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

নতুন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রক্রিয়া দ্বারা সমকালীন সমাজবিকাশ সুচিহ্নিত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বর্তমান পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ ও সমাজতন্ত্র উন্নয়ন কালে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সংহত করে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশের অন্তর্লীন নিয়মাবলী, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলন ও জাতিসমূহের মুক্তিসংগ্রামের সম্ভাবনাসমূহ পরীক্ষা, এযুগের পুঁজিতন্ত্র বিশ্লেষণ এবং দুটি বিরোধী সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব ও শান্তি মজবুতের একটি কর্মনীতি নির্ধারণ — এখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কর্তব্য।

মার্কসবাদী দার্শনিকরা তাঁদের রচনায় আজকের অন্যতম প্রধান ঘটনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের তাৎপর্য এবং পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অধীনে এই বিপ্লবের সামাজিক ফলাফল ব্যাখ্যা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বীয় দলিলগুলিতে ও মার্কসবাদী দার্শনিকদের রচনাবলীতে আজ মানবজাতির সামনের ও আশু মীমাংসেয় বৈশ্বিক সমস্যা, যেমন পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধের বিপদ, বস্তুসংস্থান, জনসংখ্যা, খাদ্য, কাঁচামাল সংক্রান্ত জরুরি সমস্যা ইত্যাদি, আলোচিত হয়। এগুলি সাধারণ মানবিক সমস্যা এই অর্থে যে এগুলির সঙ্গে পৃথিবীর সকল মানুষই জড়িত এবং কোন একটি দেশের পক্ষে ওগুলির সমাধান সম্ভবপর নয়, প্রয়োজন

সকল দেশ ও জাতির সমবেত প্রচেষ্টা। জায়মান বিশ্বসমস্যাগ্নলির মর্মবস্তু ও হেতুসমূহ এবং প্রতিযোগী সামাজিক শক্তিগ্নলির শ্রেণীস্বার্থের সংযোগ পরীক্ষা, সেগ্নলির বিকাশের সম্ভাবনা ও সমাধানের পন্থা উদ্ঘাটনই মার্কসবাদী সাহিত্যের লক্ষ্য।

বিকাশমান বাস্তবতার বিশ্লেষণ মার্কসবাদী সমাজবিদ্যায় নতুন বর্গ সৃষ্টি করছে: 'বিকশিত সমাজতন্ত্র', 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র', 'সোভিয়েত জনগণ'। 'সভ্যতা', 'জীবনধারা' ইত্যাদির মতো প্রত্যয়গ্নলিও নতুন আধেয় ও তাৎপর্যের অর্জন করেছে, এবং কেবল নতুন তথ্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমেই নয়, ইতিপূর্বে জ্ঞাত প্রক্রিয়া ও প্রতীত ঘটনার নতুন ব্যাখ্যার ফলশ্রুতি হিসাবেও।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটি অখন্ড আন্তর্জাতিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সকল জাতির বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতাকে সংহত করে। আন্তর্জাতিক পঃুজির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের আন্তর্জাতিক অবস্থান ও প্রকৃতির প্রতিফলন হিসাবে এই তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে, বিকশিত হচ্ছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের, তার বৈপ্লবিক কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের ঐক্যের ভিত্তি। কমিউনিস্টরা একটি দেশে বিদ্যমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনার পক্ষপাতী এবং এক দেশ থেকে অন্যদেশে যান্ত্রিকভাবে অভিজ্ঞতা স্থানান্তরের বিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মর্তব্য, মার্কসবাদের বিবিধ জাতীয় রকমফের — রুশী, চৈনিক, ইতালীয় ইত্যাদি, মার্কসবাদে সম্পূর্ণ

অসম্ভব। ব্যাপারটি সমাজবিকাশের দর্শনশাস্ত্রগত ও সমাজবিদ্যাগত তত্ত্ব — ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কেও সত্য। মার্কসবাদের মূল মতবাদ সকল দেশেই অভিন্ন।

বৈপ্লবিক সংগ্রামে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সকল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশ ঘটাতে পারে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি দ্বারা তাদের প্রায়োগিক ও তত্ত্বীয় কার্যকলাপে পরিচালিত হয়ে যৌথভাবে অখণ্ড সমন্বিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বটি বিকশিত ও উন্নততর করে।

## সমাজ ও প্রকৃতি

প্রকৃতির প্রকরণের বাইরে মানবসমাজের জীবনধারার সম্যক উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। সমাজ ও প্রকৃতির ঐক্যের স্বীকৃতি হল ইতিহাসের বস্তুবাদী প্রত্যয়ের একটি মুখ্য ও নিহিত নীতি।

সমাজ সর্বপ্রথম আপন উদ্ভবের মাধ্যমেই প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে সপ্রমাণ করেছে যে মানুষ বানরাকৃতি জন্তু থেকে উদ্ভূত। ওই প্রাণিকূল থেকে মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি ছিল একাধারে ক্রমান্বিত ও অতীব জটিল।

মানুষের উৎপত্তির দুটি প্রধান পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়, যখন সে নিজে শ্রমের হাতিয়ার তৈরি শুরু করেছে। এটাই যথার্থ মানুষ তৈরির পর্যায়। সম্প্রতি দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় ২৫ লক্ষ বছরের পুরনো

ভূতাত্ত্বিক স্তরে মানুষের প্রথম পর্যায়ের পূর্বপুরুষদের অস্থি-অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ওখানে ছিল মানুষের অস্থির সঙ্গে কাজের আদিম হাতিয়ারও। ১ লক্ষ থেকে ৪০ হাজার বছর আগে শুরু হওয়া দ্বিতীয় পর্যায়টি আধুনিক মানব, homo sapiens অর্থাৎ বুদ্ধিমান মানুষ উদ্ভবে চিহ্নিত। অতঃপর মানুষের মধ্যে যে আর কোন মৌলিক দৈহিক পরিবর্তন ঘটে নি তা সর্বস্বীকৃত।

মানব ও মানবসমাজের উৎপত্তি এঙ্গেলস 'বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এতে উল্লিখিত হয়েছে যে শ্রম, উৎপাদন ও কাজের হাতিয়ার ব্যবহারই আসলে মানবসমাজের উদ্ভবে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। এটাই মানুষের পূর্বপুরুষদের শক্তি যুগিয়েছে, পায়ের উপর দাঁড় করিয়েছে। শ্রমপ্রক্রিয়ার তাগিদেই যোগাযোগের চাহিদার উন্মেষ ঘটে, এবং ফলত ভাষার উৎপত্তি। শ্রমই মানুষকে প্রাণিজগৎ থেকে পৃথক করেছিল, তাকে মানবজাতির একক বিশেষ চারিত্র্য দিয়েছিল: শ্রমের হাতিয়ার উৎপাদন, অত্যন্ত সুসংগঠিত মস্তিষ্ক, চেতনা, আত্মজ্ঞতা ও সবাক ভাষা।

মানুষ প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা হয়ে গেল, সে আর কেবল জৈবিক সত্তা হয়েই থাকল না। আধুনিক মানবের ক্ষেত্রেও জৈবিক ধর্মগুলি (শারীরবৃত্তীয় চাহিদা, সহজাত গুণ ইত্যাদি) তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং নিজ জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এগুলি তার সারসত্তার নির্ধারক নয়, এখন আর তার প্রধান চারিত্র্যও নয়। মানুষ এখন বস্তুর গতিশীল

অবস্থার সর্বোচ্চ ধরনের, অর্থাৎ সমাজ-জীবনের অন্তর্গত। সমাজসম্পর্কই মানুষের সারসত্তাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, আর এই সমাজসম্পর্কে থাকে জীবনের সামাজিক শর্তাবলী এবং তার নিজের যাবতীয় সৃষ্টি, অর্থাৎ কোন বিশেষ কালপর্ব ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে, বিশেষ শ্রেণী, জাতি ইত্যাদির মধ্যে মানুষের অন্তর্ভুক্তি।

প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয়ে এবং তা থেকে কিছুটা আলাদা থাকলেও সমাজ আসলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নি। বিপরীতে, সমাজ নিরন্তর প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কশ্লিষ্ট এবং তা সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের এক অপরিহার্য শর্ত।

অবশ্য মানুষ গোটা অসীম প্রকৃতির সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হয় না, হয় মানুষী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত শুধু প্রকৃতির একটা অংশের সঙ্গেই। ইতিহাসের অগ্রপথে ক্রমেই অধিক সংখ্যক প্রাকৃতিক ঘটনা ও প্রাকৃতিক বলয় গুরুত্বপূর্ণ তথা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, মানবেতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে মানুষ প্রধানত টিকে থাকার অবলম্বন হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদের (বুনো গাছপালা ও প্রাণী, মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা ইত্যাদি) উপরই নির্ভর করত। কিন্তু কালক্রমে খনিজ ও শক্তির উৎসগুলির গুরুত্ব বাড়ল। আজ মানুষ নিজ স্বার্থে মহাশূন্যের ফলপ্রসূ ব্যবহারে হাত দিয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহগুলি এখন মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে, টিভি কর্মসূচি পুনঃসম্প্রচার করছে,

দূরদূরান্তরে খবরাখবর পাঠাচ্ছে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাচ্ছে, খনিজভাণ্ডারের অবস্থান আবিষ্কার, ইত্যাদি করছে।

সমাজ-জীবনের পক্ষে প্রকৃতির গুরুত্ব বহুবিধ।

প্রথম, উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজ প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী প্রাকৃতিক পদার্থগুলির রূপান্তর ঘটায়। ভূগর্ভ থেকে তুলে আনা খনিজ থেকে সে ধাতু প্রস্তুত করে, নদীর শক্তি কাজে লাগায়, ইত্যাদি। এমন কি এই আধুনিক যুগেও প্রসেসীংকরণের বস্তুগুলি প্রায়শই কৃত্রিম দ্রব্যাদি (অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে মানুষের সৃষ্টি) থেকে তৈরি হয়ে থাকলেও প্রাথমিক বস্তুগুলি অবশ্যই প্রকৃতিজাত। দৃষ্টান্ত হিসাবে, প্লাস্টিক আজ গৃহস্থালি সামগ্রী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বহুলব্যবহৃত। কিন্তু, এই প্লাস্টিক তৈরিতে লাগে তেলের মতো নানা খনিজ কাঁচামাল।

যে-প্রকৃতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এতটা গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব কম নয়। প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ মানুষের পক্ষে তার দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য অটুট রাখা ও পুনরুদ্ধারের সহায়ক। যেসব মানুষ যথানিয়মে গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে ও বেশি সময় ঘরের বাইরে কাটায় অন্যদের তুলনায় তাদের দীর্ঘায়ু লাভ মোটেই আপতিক নয়।

প্রকৃতি মানুষকে সৌন্দর্য (প্রকৃতির নান্দনিক তাৎপর্য) দেখতে ও বোঝতে শেখায়।

প্রকৃতির শিক্ষাগত তাৎপর্য সম্পর্কে বলাও উচিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে দয়ালু এবং দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি করুণাশীল করে তোলে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশ ও জাতির অগ্রগতিকে তা ত্বরিত বা প্রহত করতে পারে, কখনো-বা শিল্পোন্নতিতে চূড়ান্ত প্রভাব ফেলে থাকে। তাই, কোন দেশের অনুকূল পরিস্থিতি, খনিজসম্পদ, ইত্যাদি সমাজবিকাশে সহায়তা যোগায়। পক্ষান্তরে, কঠোর প্রাকৃতিক পরিস্থিতি (যেমন ইউরোপ ও এশিয়ার প্রত্যন্ত উত্তরে) বা পৃথিবীর অবশিষ্ট এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নতা (মধ্য আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কোন কোন অঞ্চল) সেখানকার সমাজবিকাশকে প্রহত করেছে।

তবু প্রাকৃতিক পরিস্থিতিই সমাজবিকাশের পথনির্ধারক এমন কথা নিরর্থক বটে। সমাজ বিপ্লবের মতো বহু মৌলিক পরিবর্তনই তো সমাজে ঘটছে এবং সেগুলি প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কোন পরিবর্তনের ফলশ্রুতি নয়। এগুলি ঘটছে খোদ সমাজের প্রয়োজনে, তার অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির দরুন।

সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্কগুলি আসলে এক ধরনের পারস্পরিক বিক্রিয়া, যার অর্থ — কেবল প্রকৃতিই সমাজবিকাশকে প্রভাবিত করে না, সমাজও যথাক্রমে প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে।

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার মিথষ্ক্রিয়া বস্তুত প্রকৃতি ও প্রাণীদের মধ্যেকার মিথষ্ক্রিয়া থেকে মূলগতভাবেই আলাদা। শেষোক্তরা যথানিয়মে প্রকৃতির সঙ্গে

অভিযোজনায় বাধ্য হয় বা কখনো কেবল নিজ অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রকৃতিকে অতিসামান্যই প্রভাবিত করতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষ প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করে, পরিবর্তিত করে, নিজ প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়ায়।

প্রকৃতির উপর সমাজের প্রভাবের পরিসর বস্তুত উৎপাদনী শক্তির অর্জিত স্তর, সমাজের সম্ভাব্য শক্তিভান্ডার, তার কৃৎকৌশলগত সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। মানবসভ্যতার প্রত্যুষে এই উপাদানগুলি নগণ্য ছিল, কিন্তু আজ সেগুলির বিপুল বিকাশ ঘটেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব প্রকৃতির উপর সমাজের প্রভাবের মাত্রাকে সবিশেষ বিবর্ধিত করেছে। এখন প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব প্রবল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, জমিচাষের সময় মানুষ বার্ষিক যে-পরিমাণ মাটি ওঠায় তা এই সময়ে সবগুলি আগ্নেয়গিরির উদগীর্ণ মোট লাভার তিনগুণ।

সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যেকার মিথষ্ক্রিয়ার বর্তমান পর্যায়ে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এই যে আজ সারা ভূপৃষ্ঠই মানুষের কার্যকলাপের আওতাভুক্ত। ভূপৃষ্ঠ গঠনকারী প্রায় সবগুলি পদার্থ এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রায় সবগুলি উৎসই সে ব্যবহার করছে। মানুষ পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে আজ এমনকি বহুদূর মহাশূন্যেও পৌঁছেছে।

অনেকগুলি ক্ষেত্রেই প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব স্বতঃস্ফূর্ত, অনিয়ন্ত্রিত। কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি, নি-

র্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণকালে মানুষ কখন কখন প্রকৃতির উপর তার হস্তক্ষেপের সম্ভাব্য অবাঞ্ছিত ফলাফলগুলি সম্পর্কে পূর্বানুমানে ব্যর্থ হয়।

বর্তমানকালে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাবের বর্ধমান পরিসর ও তার নেতিবাচক ফলাফল অনেকগুলি অত্যন্ত জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

এই সমস্যাবলীর একটি হল পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সীমিত অবস্থা, এবং এসবের অনেকগুলির পুনর্স্থাপন ও মানুষের দরকারী দ্রব্যসম্ভার কৃত্রিমভাবে উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা। আজ বিশেষজ্ঞরা অভিন্নমত যে সঞ্চিত জ্বালানি (তেল, কয়লা ও গ্যাস) নিঃশেষিত হয়ে আসছে, যদিও পৃথিবীর মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ও সেগুলি ফুরানোর মেয়াদের হিসাব সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কয়েকটি দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের দারুণ অভাব, যেমন পানীয় জল, বিশুদ্ধ বায়ু আর বিশেষত মাটি, যার উপর মানবজীবন সরাসর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ জনগণকে ও শিল্পোৎপাদনে পানীয় জল সরবরাহের জন্য খুবই ব্যয়বহুল ও কৃতকৌশলগতভাবে জটিল প্রকল্পের কথা ভাবছে, তাতে রয়েছে কুমেরু থেকে জলপথে হিমশৈল টেনে আনাও। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ (এগুলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে না আনলে) ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর আয়তনের মতো এগুলিও সীমিত।

বর্ধমান জনসংখ্যা, ও প্রতিবেশ ধ্বংস আজ সমাজের প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম। শিল্পবর্জ্য

ও মোটরগাড়ির নল-নির্গত গ্যাসের বিষাক্ত দ্রব্যাদি বাতাসকে দূষিত করে, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ায়, অক্সিজেন হ্রাস পায়। পৃথিবীর ভূমিস্তর এবং মহাসমুদ্রের জলও বিষাক্ত ও বিনষ্ট হচ্ছে। ফলত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনেকগুলি প্রজাতি সমূলে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কোটি কোটি বছরে গড়ে ওঠা প্রকৃতির ভারসাম্য নানা ধরনের দূষণে আজ ভেঙ্গে পড়ছে, বিবিধ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গতি বিনষ্ট হচ্ছে, খোদ মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাস্তুসংস্থানিক সংকট এখন প্রকট।*

প্রকৃতির উপর মানুষের কার্যকলাপের যাবতীয় সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াগুলি পরীক্ষা ও পূর্বাভাস দানের সমস্যা এবং এইসব প্রতিক্রিয়ার নেতিবাচক ফলাফল পরিহারের জন্য মৌলিক ব্যবস্থাদি বিশদকরণ ও বাস্তবায়নের দায় এখন বিজ্ঞানের উপর বর্তেছে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান ও তার বিষয়গত নিয়মের প্রয়োগভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতির প্রতি সতর্ক আচরণ মানুষের জন্য অপরিহার্য। প্রকৃতির নিয়মাবলীর যথাসম্ভব অনুপুঙ্খ পরীক্ষা ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ মানুষের কর্তব্য। মার্কসবাদীরা

---

* বাস্তুসংস্থানবিদ্যা বা ইকোলজি একটি বিজ্ঞান (বা বিজ্ঞানপুঞ্জ), মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক বিক্রিয়া এর আলোচ্য বিষয়। বাস্তুসংস্থানিক সংকটের অর্থ হল সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যেকার ভারসাম্যের মারাত্মক বিঘ্ন, দু'য়ের মিথষ্ক্রিয়ার সংকট।

মনে করে যে এই আদর্শের ভিত্তিতে মানুষকে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষাদান প্রয়োজন।

প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাবের মাত্রা উৎপাদনী শক্তির স্তরের উপর নির্ভরশীল বিধায় এই প্রভাবের বৈশিষ্ট্য মূলত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। আসন্ন বাস্তুসংস্থানিক এই সংকটের জন্য মূলত পুঁজিতন্ত্রই দায়ী। পুঁজিতন্ত্র তার এই জীবদ্দশায় মুনাফার জন্য উৎপাদন, অর্থনীতির সামরিকীকরণে এবং অহমিকা ও অর্জনে প্রকৃতির ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছে।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশের সামনে আশংকা হিসাবে প্রকটিত প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সংকটটি আসলে প্রাকৃতিক সম্পদের বিশৃংখল ব্যবহারের দরুন বহু দশক থেকেই গড়ে উঠছিল। সংকটটি পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর্থ ও শক্তি সংকট সহ অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে তা পুঁজিতন্ত্রের অবিরাম ও গভীরতর অবক্ষয়ের সাক্ষ্যকেই প্রকটিত করছে।

কেবল শ্রমসম্পদের প্রতিই নয়, সামগ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি লুণ্ঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি হল একচেটিয়াদের একটি মৌল চারিত্র্য। অধিকন্তু কঠোর প্রতিযোগিতার দরুন বৃহৎ পুঁজি অতঃপর উৎপাদনের ব্যাপারে এবং ফলত প্রতিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও খরচ কমায়।

শক্তিশালী কর্পোরেশনগুলি উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদন শুরু করে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি বা অন্যান্য উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের মতো

যেখানে প্রতিবেশের সমস্যা এখনো প্রকট হয়ে ওঠে নি, যেখানে একচেটিয়াদের পক্ষে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রতিবেশ সংরক্ষণের নিয়মকানুনে ততটা কড়াকড়ি নেই। এভাবে নতুন নতুন ভৌগোলিক এলাকা সর্বদাই বাস্তুসংস্থানিক সংকটের আওতায় আসছে।

একচেটিয়ারা প্রতিবেশ দূষণের মূল উৎস ও সমস্যাটি সমাধানের প্রধান প্রতিবন্ধ বিধায় প্রতিবেশ সংরক্ষণের সংগ্রাম এখন বুর্জোয়া সমাজের প্রাগ্রসরতম ও সুসংগঠিত সামাজিক শক্তি, শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত ব্যাপক একচেটিয়াবিরোধী আন্দোলনের একটি অংশ হয়ে উঠেছে।

অস্ত্রপ্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দরুন প্রাকৃতিক প্রতিবেশের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।

ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ থেকে দেখা গেছে যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কেবল শান্তিকামী বেসামরিক জনসাধারণের জন্যই দুঃখ-যন্ত্রণা সৃষ্টি করে না, প্রকৃতির শত শত বছরের সৃষ্টিগুলি, নিজ সুবিধার্থে মানুষের বহু প্রজন্মের সৃষ্টিগুলিও ধ্বংস করে। সর্বজনজ্ঞাত যে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বিশাল অরণ্যানী ধ্বংস সহ হ্রদ ও ধানক্ষেত-গুলিকে দূষিত করে প্রকৃতির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল।

অস্ত্রপ্রতিযোগিতা ও গণধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ প্রাকৃতিক প্রতিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয়তার ছাট বায়ুমণ্ডলকে এবং গণধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণস্থলের

রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্যাদি খালাস বিশ্বসমুদ্রের জলরাশিকে দূষিত করে। এইসব অস্ত্রশস্ত্র মহাশূন্যে প্রেরণ এবং পারমাণবিক যুদ্ধচালনার প্রস্তুতির জন্য পৃথিবীর অদূর-মহাশূন্য ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক। পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে সমগ্র মানবজাতিই শুধু ধ্বংস হবে না, যাবতীয় জীবের অস্তিত্বের জন্য আমাদের গ্রহটি অনুপযোগী হয়ে উঠবে।

অস্ত্রপ্রতিযোগিতায় নিরর্থক ব্যয়িত কোটি কোটি ডলারের একাংশও প্রকৃতি সংরক্ষণে কাজে লাগালে আনুষঙ্গিক প্রধান সমস্যার অধিকাংশেরই সফল সমাধান সম্ভব হত।

এমন কি, সমাজতন্ত্রের অধীনেও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের সমস্যা খুবই গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু, সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও তা সমাধানের সুযোগ এক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের আওতাধীন পরিস্থিতি থেকে মূলগতভাবে আলাদা।

উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিক মালিকানা ও পরিকল্পিত অর্থনীতি সহ সমাজতন্ত্র সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যেকার গোটা মিথষ্ক্রিয়া নিশ্চিত করে এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে সম্ভব করে তোলে।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদের সুচিন্তিত ব্যবহার ও সেগুলির প্রতিস্থাপন সম্পর্কে সর্বদাই মনোযোগ দেখিয়েছে যাতে তা কেবল সোভিয়েত জনগণের বর্তমান প্রজন্মের জন্যই নয়, ভাবী প্রজন্মগুলির জন্যও পর্যাপ্ত হতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম দেশ যে প্রকৃতি সংরক্ষণ ও রূপান্তরের ব্যাপক সরকারী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছিল। বিপ্লবের একেবারে গোড়ার দিকের বছরগুলিতে গৃহযুদ্ধের মধ্যেও লেনিনের উদ্যোগে প্রতিবেশ সংরক্ষণের কয়েকটি আইন গৃহীত হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন প্রতিবেশ সংরক্ষণের বিশেষ বিধানের একটি প্রণালী গৃহীত হয়েছে। অর্থনীতি যত বিকশিত হয়, শহর ও শিল্পকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ে, সোভিয়েত সরকার এই খাতে ততই অর্থবরাদ্দ বাড়ায়। প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার সম্পর্কে দেশের নীতি এবং সাধারণভাবে প্রতিবেশের প্রতি সযত্ন দৃষ্টিভঙ্গি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসগুলির দলিলে, সোভিয়েত সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ১৮ ও ৬৭) এবং পার্টি ও সরকারের প্রস্তাবগুলিতে রূপায়িত হয়েছে। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে উৎপাদনী শক্তির বর্তমান মাত্রা ও বিকাশের হারে প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। কর্মকান্ডটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য বিপুল, কেননা তাতে শেষ পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য এবং জাতীয় সম্পদের সতর্ক ও মিতব্যয়ী ব্যবহার জড়িত থাকে। তদুপরি ভবিষ্যৎও। ভাবী প্রজন্মগুলির বসবাসের পরিস্থিতিটি কেমন হবে তা এইসব সমস্যা সমাধানের উপরই নির্ভর করছে।

ক্ষয় ও ধ্বংস থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা করার সমস্যাটি এখন বৈশ্বিক পরিসর লাভ করেছে। সারা দুনিয়ার প্রত্যেকেই, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ, পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশ নির্বিশেষে সকলেই এতে বিজড়িত। প্রতিবেশ দূষণ এখন আর কোন একক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, কেননা রাষ্ট্রীয় সীমানা অগ্রাহ্য করে বায়ু ও জল বিষাক্ত পদার্থগুলি বিশ্বময় ছড়ায়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর শিল্পবর্জ্যের প্রায় অর্ধেক বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়ী।

কলকারখানার অবস্থানস্থলে বর্জ্যপাত বন্ধের জন্য অনেকগুলি শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ ধুঁয়া ছাড়ার অত্যুচ্চ চোঙা তৈরি করেছে। দৃষ্টান্তটি গ্রেট ব্রিটেনের ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখ্য। এতে অবশ্য শিল্পাঞ্চলের বাতাস অনেকটা স্বচ্ছ থাকছে, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী বায়ুস্রোতে ধুঁয়া স্কান্ডিনেভীয়ায় পৌঁছয়। সেখানকার শত শত নদী ও হ্রদের মাছগুলি মারা গেছে, বনাঞ্চলের বৃদ্ধি প্রহত হয়েছে এবং সেখানকার চিরকালের স্বল্প-উর্বর জমি অনুর্বরতর হয়ে উঠেছে।

নিজের উন্নত শিল্প না থাকলেও আজ কোন দেশই দূষণের আশংকামুক্ত নয়।

তাই, সারা দুনিয়ায় প্রকৃতি সংরক্ষণ ও ভাবী প্রজন্মগুলির জীবন নিশ্চিতকরণের জন্য সকল জাতি ও সকল দেশের যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য সোভিয়েত সরকারই প্রথম সকল দেশকে আহবান জানিয়েছিল। পারস্পরিক অর্থনৈতিক

সহযোগিতা পরিষদের আওতায় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির মধ্যে এমন সহযোগিতা রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ জাতিসঙ্ঘের কাঠামোর মধ্যে প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ে নানা ধরনের আন্তঃসরকারী কর্মসূচিতে শরিক হয়ে থাকে। ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে বিবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

## জনসংখ্যাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য ও প্রক্রিয়া এবং সমাজবিকাশে সেগুলির ভূমিকা

সমাজের স্বাভাবিক কার্যকলাপ পরিচালনা ও বিকাশ জনসমষ্টির আয়তন, ঘনত্ব, বণ্টন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যাতত্ত্ব নামের একটি বিশেষ বিজ্ঞান জনসমষ্টি পর্যালোচনা করে। সমস্যাটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনেরও আলোচ্য বিষয়, কেননা জনসংখ্যাগত প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য সকল সমাজব্যবস্থায়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দর্শন থেকে উদ্ভূত কোন কোন তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই সমাজের বিবর্তন নিয়ন্তা মুখ্য হেতু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য তত্ত্বে আবার সমাজবিকাশে জনসংখ্যাগত প্রক্রিয়াসমূহের ভূমিকা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত, কেননা ওইসব তত্ত্বানুসারে ওগুলি হল শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলমাত্র।

জনসংখ্যাগত কোন কোন বৈশিষ্ট্য, যেমন ঘনত্ব (একক এলাকার মানুষের সংখ্যা)*, কাঠাম ও বৃদ্ধিহার উৎপাদনের বিকাশ ও সমাজ-জীবনের অন্যান্য দিকের উপর অবশ্য কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, মানুষ তার বিকাশের প্রথমতম পর্যায়গুলিতে আপন চেষ্টায় প্রকৃতির কঠোর শক্তিগুলি মোকাবিলায় সমর্থ হত না। উৎপাদনের স্বাভাবিক কার্যকরতার জন্য নিম্নতম একটা জনসংখ্যা অত্যাবশ্যকীয়। খনিজসমৃদ্ধ নতুন এলাকা উন্নয়নের জন্য জনসম্পদ থাকা প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাইবেরিয়া, দূরপ্রাচ্য ও প্রত্যন্ত উত্তরে এমন খনিজ ও অরণ্য সমৃদ্ধ এলাকা রয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রাকৃতিক পরিস্থিতি সাধারণত খুবই কঠোর এবং সেজন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অঞ্চলের তুলনায় জনঘনত্ব কম। ফলত তা এই অঞ্চলগুলিতে উৎপাদনী শক্তির বিকাশ প্রহত করে। মানুষকে সেখানে আকর্ষণ করার জন্য সোভিয়েত সরকার বাসিন্দাদের নানা সুবিধা দেয়: বেশি বেতন, উন্নততর আবাসান, ইত্যাদি।

সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার সংস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিটি দেশেই অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়, অর্থাৎ কর্মরত মানুষ ছাড়াও থাকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু, কিশোর-কিশোরী, ছাত্রছাত্রী, কর্মসন্ধানী ও

---

* প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে জনসংখ্যা: সোভিয়েত ইউনিয়ন ১২, চীন ১০৩, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৪, মঙ্গোলিয়া ১, ভারত ২০২।

গৃহবধূরা। পরজীবী শ্রেণী, সামাজিক স্তর ও দলগুলি শোষণমূলক সমাজে তাদের প্রাধান্যের দৌলতে কেবল পরিভোগেই শরিক হয়, যথানিয়মে উৎপাদনে যোগ দেয় না।

নানা বর্গের মানুষের পারস্পরিক হার এবং উৎপাদনের শরিক জনগণের অনুপাত উৎপাদন বৃদ্ধি, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সুবিধাদি পরিভোগের উপর উল্লেখ্য প্রভাব বিস্তার করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের মতো ইউরোপীয় দেশে আত্যন্তিক নিম্ন-জন্মহারের দরুন সেখানে শিশু ও যুবক-যুবতীর সংখ্যা কম। সেজন্য ওইসব দেশের গোটা জনসংখ্যা বয়স্ক হয়ে উঠছে, অর্থাৎ জনসংখ্যায় বয়স্ক মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়ছে। এইসব দেশে ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া শ্রমিক ঘাটতি ঘটাবে।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের উপস্থাপিত তত্ত্বাবলী অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই সমাজের পুরো বিবর্তনের মূল উপাদান হিসাবে চিহ্নিত। আসলে কিন্তু সমাজবিকাশে জনসংখ্যার ভূমিকা থাকলেও তা মোটেই নির্ধারক নয়। সমাজবিকাশের স্তরও জনঘনত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্যটির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার ঘটনা ব্যাখ্যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোটেই ব্যবহার্য নয়।

খোদ জনসংখ্যা বৃদ্ধিই প্রধানত সমাজব্যবস্থার ধরনের উপর নির্ভরশীল। বিষয়টি মানুষী প্রজননের জৈবিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচ্য নয়। কেবল প্রকৃতি নয়, সমাজও জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভাবিত করে। সেজন্যই মা যত সংখ্যক

সন্তানের জন্মদানে সমর্থ একটি পরিবারে সর্বদা ততটি শিশু থাকে না। অধিকন্তু, সবগুলি শিশু বাঁচেও না। এটা কেবল জৈবিক কারণঘটিতই নয়, এর অনেকটা সমাজব্যবস্থা এবং বিদ্যমান সমাজ-সম্পর্কের ধরনের উপরও নির্ভরশীল বটে।

কার্ল মার্কস বলেছিলেন যে সমাজে জনসংখ্যা সংক্রান্ত এমন কোন বিমূর্ত নিয়ম নেই যা সকল ঐতিহাসিক যুগেই অপরিবর্তিত থাকে। তিনি নিজে পুঁজিতন্ত্রের আওতায় কর্মক্ষম জনসংখ্যার নিয়ম সূত্রবদ্ধ করেন এবং দেখান যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিতন্ত্র বেকার বাহিনীর আকারে অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত একটি জনসংখ্যা সৃষ্টি করে, ফলত তাদের জীবিকার কোন অবলম্বন থাকে না। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে উৎপাদনে প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় প্রণালী ব্যবহার এই নিয়মের কার্যকরতার নেতিবাচক ফলাফলকে প্রকটতর করে তোলে।

সমাজতন্ত্রের অধীনে জনসংখ্যার নিয়মটি মেহনতি জনতার পূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত নিয়োগ এবং জনসংখ্যার ধারাবাহিক বণ্টন ও বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, কেননা এখানকার উৎপাদন ও সমাজের উন্নতি জনস্বার্থপোষক এবং জনকল্যাণের উন্নতি সম্পর্কে আগ্রহ সরকারী নীতির একটি মৌলিক দিক।

অবশ্য সমাজতন্ত্রের অধীনেও জনসংখ্যা প্রক্রিয়ার নানা সমস্যা দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে জন্মহার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার কমে গেছে। দেশের বিভিন্ন

এলাকা ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে জনাগমনের সঙ্গে সর্বদা অর্থনীতি ও সমাজের স্বার্থের সন্নিপাত ঘটে না।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ সদুদ্দেশ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধিপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সেজন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা প্রয়োগ করে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও অন্যত্র বহুসন্তানধন্য পরিবারগুলি বিশেষ অনুদান সহ মায়েরা প্রসবের আগে ও পরে দীর্ঘ ছুটি ও অন্যান্য সুবিধা পায়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য কর্মীদের বিবিধ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ সর্বতোভাবে সেইসব শর্ত নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পায় যেগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের বসতি স্থাপন, স্থানান্তর গমন, জন্মহার পরিবর্তন, পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক এলাকার জনগণের শিক্ষা ও যোগ্যতার কাঠাম, সামাজিক উৎপাদনে নিয়োগ ইত্যাদি নির্ধারণ করে।

বর্তমানে মানুষ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে জনসংখ্যাগত সমস্যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিশ্বজনসংখ্যার বিস্ময়কর দ্রুত বৃদ্ধি জনবিস্ফোরণ নামে অভিহিত হয়। মানুষের অস্তিত্বের প্রথম লক্ষ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক লক্ষ। দীর্ঘকাল মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে খুবই ধীরে। সতেরো শতকে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৬০ কোটি। তারপরই আকস্মিক বৃদ্ধি। গত সাড়ে-তিন শতকে পৃথিবীর জনসংখ্যা

পাঁচগুণ বেড়েছে। ১৯৫০ সালে যেখানে পৃথিবীতে ২৫০ কোটি মানুষ ছিল সেখানে আজ সংখ্যাটি ৪৬০ কোটি অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ, বিগত ত্রিশ বৎসরাধিক সময়ে বিশ্বজনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। জনসংখ্যার এই দ্রুত বৃদ্ধিহার মূলত এভাবেই ব্যাখ্যেয়: উন্নয়নশীল দেশে মৃত্যুহার, বিশেষত শিশুমৃত্যুর হার মোটামুটি হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু জন্মহার কমে আসার বদলে প্রায়শই সর্বোচ্চ জৈবিক স্তরে পৌঁছেছে।

জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতো ২০০০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬২০ কোটিতে দাঁড়াবে। জনসংখ্যার তখনকার সম্ভাব্য পরিসংখ্যানটি এরূপ: চীন ১৩০ কোটি, ভারত ৯৫ কোটি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩৫ কোটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩২ কোটি, পাকিস্তান ২৫ কোটি, নাইজেরিয়া ১৬ কোটি।

বর্তমানে পৃথিবীর গড়পড়তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৯০ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশগুলির অবদান। ওইসব দেশে জনসংখ্যার আত্যন্তিক বৃদ্ধি ও সেজন্য একদিকে চাহিদার পরিমাণের মধ্যে এবং অন্যদিকে উৎপাদনের স্তরের মধ্যে একটি বড় আকারের ফারক বিদ্যমান থাকে। এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট খাদ্য, জ্বালানি ও কর্মসংস্থানের সমস্যা ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছে। প্রায়ই বিরাট অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীতে বিদ্যমান ব্যাপক দুর্ভিক্ষ কেবল দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিরই ফল — এমন চিন্তা মোটেই শুদ্ধ নয়। এ হল ঔপনিবেশিকতার নিষ্ঠুর জের এবং সাম্রাজ্যবাদী

দেশগুলির কর্মনীতির কুফল, যারা অস্ত্রপ্রতিযোগিতায় বিপুল অর্থব্যয় করছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ভারতে খাদ্যঘাটতির কারণ হিসাবে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী কর্তৃক সেখানে বহু দশক পর্যন্ত উৎপাদনী শক্তির বিকাশরোধ এবং কৃষিযন্ত্রপাতি নির্মাণ, খনিজ সারশিল্প ও কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি উল্লেখ্য। মধ্য-আমেরিকার কয়েকটি দেশের ঘন ঘন খাদ্যসংকটের মূলে রয়েছে কলা-উৎপাদনের একমুখী বিশেষীকরণ, যে-পরিস্থিতি থেকে মার্কিন একচেটিয়ারাই কেবল লাভবান হচ্ছে আর তাতে খাদ্য-আমদানির উপর 'কলা প্রজাতন্ত্রগুলির' নির্ভরতা চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে।

ঔপনিবেশিকতার যাবতীয় পরিণতি দূরীকরণই আসলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির খাদ্যপরিস্থিতি উন্নয়নের মূল শর্ত। ওইসব দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে, সমর্থ জনসংখ্যার কর্মসংস্থান ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে এই সমস্যাবলীর মৌলিক সমাধান সম্ভব।

এইসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলি ইতিমধ্যেই যেসব সমস্যার মুখোমুখি সেগুলির তাগিদ মনে রাখলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যাপক কর্মনীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা অবশ্যই ভুল হবে। জনসংখ্যার বৃদ্ধিহ্রাস ও আয়তন সুস্থিরকরণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা অনেকগুলি দেশেরই আশু কর্তব্য। জনসংখ্যাগত প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ আইন

প্রণয়ন ও সরকারী ব্যবস্থা প্রযুক্ত হতে পারে। এই ধরনের সরকারী কর্মনীতি ভারত, চীন, পাকিস্তান, টিউনিসিয়া, তুরস্ক ও অন্যত্র অনুসৃত হচ্ছে।

অনেকগুলি বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব জনসংখ্যাগত প্রক্রিয়ার মর্মবস্তু ও লক্ষ্যকে বিকৃত করে। এগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী মোকাবিলার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ উপস্থাপন মার্কসবাদের একটি কর্তব্য বৈকি।

জনসংখ্যাগত সমস্যার বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ম্যালথাসবাদ ও নব্য-ম্যালথাসবাদের মতো বুর্জোয়া সমাজবিদ্যার সর্বাধিক আতঙ্ককর প্রবণতাগুলির উদ্ভব। বুর্জোয়া ইংরেজ অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাস (১৭৬৬—১৮৩৪) এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাটি উপস্থাপন করেন: ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুর্ভাগ্যের জন্য মেহনতিরাই দায়ী, কেননা তাদের জন্মহার অত্যুচ্চ। পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ বা উপনিবেশবাদ এগুলির কোনটিই যেন এজন্য দায়ী নয়। মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে অসঙ্গতিদুষ্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল এই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন এবং লেনিন 'শ্রমিক শ্রেণী ও নব্য-ম্যালথাসবাদ' প্রবন্ধে এই তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। এঙ্গেলসের ভাষায় ম্যালথাসবাদ একটি 'ঘৃণ্য অসৎ তত্ত্ব... প্রকৃতি ও মানবজাতির বিরুদ্ধে কুৎসিত নিন্দাবাদ।'*

ম্যালথাসের ধারণাগুলি আধুনিক বুর্জোয়া

* Frederick Engels, 'Outlines of a Critique of Political Economy', in: Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works,* Vol. 3, 1976, p. 441.

সমাজবিদ্যায় বহুলপ্রযুক্ত, অবশ্য কিছুটা আধুনিকীকৃত ধরনে। তাঁর অনুসারীদের লেখা কয়েকটি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে: 'রোড টু সারভাইভেল' — উইলিয়ম ফগ্‌ট, 'পপুল্যেসন বোম' — পল রাল্‌ফ এরলিখ। লেখকদের বক্তব্য: এমন কি এখনই পৃথিবীতে প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য নেই, একটি মহাদুর্ভিক্ষ আসন্ন এবং ফলত কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু অবধারিত। এখনকার ম্যালথাসবাদীরা মনে করেন যে কেবল বাধ্যতামূলক ব্যাপক গণবন্ধ্যাকরণ, মৃত্যুহার বৃদ্ধির জন্য চিকিৎসা-সাহায্য প্রত্যাহার, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান বন্ধ, ইত্যাদির মাধ্যমেই মানবজাতিকে অনাহারমৃত্যু থেকে বাঁচান যেতে পারে, এমন কি এজন্য পারমাণবিক যুদ্ধও অনুমোদনীয়। মার্কসবাদীরা স্বভাবতই এসব তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁরা সামাজিক প্রগতির জন্য, পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য, সকল মানুষের শান্তি ও সুখের জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান।

আন্তরিকভাবে কাজ শুরু করলে জনগণ অবশ্যই একদিন জন্মনিয়ন্ত্রণ শিখতে পারবে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, নিগূঢ় সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমেই শুধু জনসংখ্যাগত সমস্যাবলীর মৌলিক সমাধান সম্ভব।

### সামাজিক সত্তা ও সামাজিক চেতনা

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলনীতি — যাতে সংক্ষেপে ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মর্মবস্তু প্রকাশিত —

তদনুযায়ী জনগণের সামাজিক সত্তাই তাদের সামাজিক চেতনার নির্ধারক। এই সূত্রের মধ্যেই সমাজ-বিষয়ক দর্শনের মূল প্রশ্নের উত্তরটি নিহিত। সুপরিজ্ঞাত যে, সত্তা ও চিন্তার মধ্যেকার সম্পর্ক যেকোন দর্শনেরই প্রধান মৌলিক প্রশ্ন। বিশ্বের ভিত্তি হিসাবে কোনটি প্রাথমিক হিসাবে গ্রহণীয়: আত্মা না বস্তু, সত্তা না চেতনা? এই প্রশ্নের উত্তর সর্বকালে দার্শনিকদের দুটি বৃহৎ বিরোধী দলে বিভক্ত করে: বস্তুবাদী ও ভাববাদী। 'যেহেতু বস্তুবাদ সাধারণভাবে চেতনাকে অস্তিত্বের ফলশ্রুতি হিসাবেই দেখে ও বিপরীতটি অস্বীকার করে, সেজন্য মানবজাতির সমাজ-জীবনে প্রযুক্ত বস্তুবাদ অনুযায়ী **সামাজিক** চেতনা **সামাজিক** সত্তার ফলশ্রুতি হিসাবেই ব্যাখ্যেয়।'*

**সামাজিক সত্তা** হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষয়িক সম্পর্কসমূহ, যেগুলি মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ভূত হয়, চেতনা-নিরপেক্ষভাবে টিকে থাকে। 'আপনার বসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, সনান্তসন্ততির জন্মদান, পণ্যোৎপাদন ও সেগুলি বিনিময়ের বাস্তবতা বিষয়গতভাবে প্রয়োজনীয় একটি ঘটনা-শৃংখল, একটি বিকাশ-পরম্পরা সৃষ্টি করে, যা আপনার **সামাজিক** চেতনার অনধীন এবং তদ্দ্বারা কখনই সম্পূর্ণত আবদ্ধ নয়।'**

---

* V. I. Lenin, 'Karl Marx', *Collected Works*, Vol. 21, 1980, p. 55.

** V. I. Lenin, 'Materialism and Empirio-Criticism', *Collected Works*, Vol. 14, 1977, p. 325.

**সামাজিক চেতনা** হল শ্রেণী, জাতি ও ঐতিহাসিকভাবে গঠিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণা, তত্ত্বাবলী (রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব।

সামাজিক সত্তা জনগণের সামাজিক চেতনার নির্ধারক। অর্থাৎ, নতুন সামাজিক ধ্যানধারণা কোন সমাজে আপতিকভাবে উদ্ভূত হয় না। এগুলি হল সেইসব পরিবর্তনেরই প্রতিচ্ছবি যেগুলি সমাজের বৈষয়িক জীবনে ঘটে: সামাজিক-অর্থনৈতিক অসঙ্গতি বৃদ্ধি, চূড়ান্ত বৈষয়িক প্রয়োজন, ইত্যাদি। তাই ইতিহাসের খোদ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মার্কস ও এঙ্গেলস জন্মেছিলেন বলেই উদ্ভূত হয় নি, হয়েছে পুঁজিতন্ত্রের অসঙ্গতি ক্রমাগত তীব্র হয়ে ওঠার, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে একটি বৈপ্লবিক তত্ত্বের জরুরি চাহিদার ফলশ্রুতি হিসাবে। সামাজিক সত্তায় পরিবর্তন, জনগণের বৈষয়িক জীবনের মৌলিক পরিবর্তন, তাদের সামাজিক চেতনায়ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তন আনে। তাই, সমাজতান্ত্রিক দেশে ক্ষুদ্রায়ত কৃষি-অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সমবায়ী নীতির ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। উৎপাদন সমবায়ে কর্মরত (ইতিপূর্বে প্রত্যেকেই নিজ নিজ খামারে কাজ করত) কৃষকদের জীবন ও কাজকর্ম তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তত্ত্বে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়, তারা যৌথবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী হয়ে ওঠে।

সামাজিক সত্তা ও সামাজিক চেতনার সম্পর্ক একটি নিয়মকে প্রকটিত করে।

সমাজবিকাশের নিয়মাধীনতার স্বীকৃতি হল ইতিহাসের বস্তুবাদী প্রত্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মার্কসের পূর্ববর্তী দার্শনিকরা মনে করতেন যে বিষয়গত নিয়মগুলি কেবল প্রকৃতিতেই কার্যকর, তাঁদের মতে সমাজের কোন নিয়ম নেই এবং তা বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচার শাসিত। ঈশ্বর বা সম্রাট ও সেনাপতিদের মতো মহামানবদের ইচ্ছায়ই সব কিছু চলে। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমাণ করেন যে সমাজবিকাশ একটি স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি কোন কোন বিষয়গত নিয়মানুযায়ী পরিচালিত।

সমাজবিকাশের নিয়মগুলি হল সমাজ-জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যেকার বিদ্যমান, প্রয়োজনীয়, স্থায়ী ও আবৃত্তিশীল সংযোগ। এই নিয়মাবলীরই একটি: সামাজিক সত্তার উপর সামাজিক চেতনার নির্ভরতা। অন্যান্য সামাজিক নিয়মও রয়েছে: সমাজ-জীবনে বৈষয়িক সুবিধার উৎপাদনী ধরনের নির্ধারক ভূমিকার নিয়ম, বৈরগর্ভ সমাজগুলিতে সমাজবিকাশের চালিকা শক্তি হিসাবে উৎপাদনী শক্তির স্তর ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের ঐক্যের নিয়ম, শ্রেণী-সংগ্রামের নিয়ম, ইত্যাদি।

সমাজবিকাশের নিয়মাবলীর বিষয়গত প্রকৃতির ভিত্তি এই যে এই নিয়মগুলি জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা নিরপেক্ষভাবে, এগুলি সম্পর্কে জনগণের অবগতি, অনবগতি নির্বিশেষে কার্যকর থাকে।

কিন্তু ইতিহাসের নিয়মগুলি প্রকৃতির নিয়ম থেকে, সর্বোপরি কার্যকরতার ধরনের দিক থেকে পৃথক। অন্ধ,

স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির ক্রিয়ার মধ্যেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি প্রকটিত হয়। কিন্তু, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই শক্তি হল মুখর জনগণ, যাদের আছে ইচ্ছাশক্তি ও চেতনা, যারা নিজেদের জন্য সচেতনভাবে একটি অটল লক্ষ্য নির্ধারণ করে। তাই ইতিহাসের নিয়ম — মানুষী কার্যকলাপের নিয়ম। মানুষ নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করে, কিন্তু তা স্বেচ্ছামত বা নিজস্ব খেয়ালবশে নয়। তাদের কার্যকলাপ নির্দিষ্ট শর্ত ও সুবিধা দ্বারা সীমিত। প্রতিটি নতুন প্রজন্মের উপর উৎপাদন বিকাশের অর্জিত স্তর ও বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের উত্তরাধিকার অর্সায়। সমাজবিকাশের বিষয়গত ধারা জনগণের জন্য যে-কর্মকান্ড নির্ধারণ করে নিজেদের সহায়-সম্বলের ভিত্তিতে তা অবশ্যই তাদের পূরণ করতে হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কোন কোন দেশের জনগণ ঔপনিবেশিক শোষণ উৎখাত করে নতুন জীবন গঠন শুরু করেছে, কিন্তু তারা অতীতের উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া উৎপাদনের বিকাশের বিষয়গত স্তর (প্রায়ই অত্যন্ত নিচু), আরও অনেকগুলি উপাদান ও নির্দিষ্ট শর্ত অস্বীকার করতে পারে না, যেগুলি তাদের উপর নির্ভরশীল নয়। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, অটলতা, বৈপ্লবিক উদ্দীপনা ইতিহাসে বৃহৎ ভূমিকা পালন করে। তথাপি, শেষ বিচারে বিষয়গত উপাদান, অর্থাৎ সমাজ-জীবনের বিষয়গত শর্তগুলিই হল সমাজবিকাশের ধারার নির্ধারক।

## সমাজ-জীবনের বৈষয়িক ভিত্তি হিসাবে উৎপাদনের ধরন

ইতিহাসের বস্তুবাদী প্রত্যয়টি সূত্রবদ্ধকরণ হল সমাজ-জীবনে বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের ভূমিকা ব্যাখ্যার পূর্বশর্তাধীন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের সমাজ বিষয়ক তত্ত্বের শুরু এই সরল ও স্বচ্ছ সত্য থেকে যে রাজনীতি, দর্শন, শিল্পকলা, ইত্যাদিতে বিজড়িত হওয়ার আগে মানুষের প্রয়োজন অন্নবস্ত্র ও বাসস্থান, অর্থাৎ তাদের অপরিহার্য চাহিদাগুলি পরিপূরণ। জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি পাওয়ার জন্য ওগুলির উৎপাদন আবশ্যকীয়। সেজন্য, বৈষয়িক সুবিধাদির উৎপাদন ও অবিরাম পুনরুৎপাদন সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের একটি অপরিহার্য শর্ত।

বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ লাঙ্গল, কুড়াল, লেদ, মেশিন, জলশক্তি, বাত্যাশক্তি, বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, পরমাণু-শক্তির মতো শ্রমের বিভিন্ন হাতিয়ার এবং কাঠ, পাথর, ধাতু, প্লাস্টিক্‌স্‌ ইত্যাদির মতো নানা বস্তু ব্যবহার করে। বৈষয়িক উৎপাদনে মানুষের ব্যবহার্য সবকিছু, হোক তা কাজের হাতিয়ার (মেশিন, যন্ত্রকৌশল, সাজসরঞ্জাম), সহায়ক উপায়সমূহ (কারখানার জায়গা, রাস্তা, খাল, শক্তি, জ্বালানি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি), বা শ্রমের সামগ্রী (আকরিক, কাঠ, প্লাস্টিক্‌স্‌) — এসব নিয়েই উৎপাদনের উপায়গুলি গঠিত।

কোন যন্ত্র, বস্তু বা শক্তি আপন সামর্থ্যে কোন কিছুই

উৎপাদন করতে পারে না। মানুষের শ্রমক্রিয়ার মাধ্যমেই তা ব্যবহৃত হয়। শ্রমের উপায়গুলি ও মানুষ যে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সাহায্যে এগুলি চালায়, তাদেরই সমাজের উৎপাদনী শক্তি বলা হয়। লেনিনের ভাষায় মেহনতিরাই সমাজের মুখ্য উৎপাদনী শক্তি।*

উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় মানুষ অনিবার্যভাবেই কতকগুলি সম্পর্কের মধ্যে, উৎপাদন-সম্পর্কে, প্রবেশ করে। উৎপাদনী শক্তিগুলি প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্ত করে ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে মানুষের ব্যবহার্য সম্পদগুলি সনাক্ত করে। উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও পরিভোগ প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে গড়ে-ওঠা সম্পর্কগুলিই আসলে উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানাই উৎপাদন সম্পর্কের মূল উপাদান। মালিকানার দুটি মুখ্য ধরন: ব্যক্তিগত মালিকানা ও সামাজিক মালিকানা। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কলকারখানা, পরিবহণ ইত্যাদিতে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানাই মূলত পুঁজিতন্ত্রের চারিত্র্য। উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা সমাজতন্ত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক একযোগে বৈষয়িক সুবিধাদির উৎপাদনের ধরন গঠন করে। উৎপাদনের ধরনের নিরিখেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগ পরস্পর থেকে পৃথকীকৃত। বৈষয়িক সুবিধাদি

---

* দ্রষ্টব্য, V. I. Lenin, 'First All-Russia Congress on Adult Education, May 6-19, 1919', *Collected Works,* Vol. 29, 1977, p. 364.

উৎপাদনের ধারাবাহিক পাঁচটি ধরন: আদিম গোষ্ঠীতান্ত্রিক, দাসপ্রথাধীন, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট (শেষোক্তটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত — সমাজতন্ত্র ও যথার্থ কমিউনিজম)।

মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজ-জীবনে বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের ধরনের নির্ধারক ভূমিকার নিয়মের আবিষ্কারক। তাঁরা প্রমাণ করেন যে প্রতিটি উৎপাদনী ধরন একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক প্রকরণ দ্বারা চিহ্নিত থাকে। কোন কোন সামাজিক কাঠাম বিদ্যমান উৎপাদনী ধরন অনুযায়ীই গঠিত হয়। জনগণের জীবনযাত্রাও তার উপরই নির্ভর করে। এমনকি সামাজিক চেতনা, অর্থাৎ সমাজে কোন কোন ধারণার ব্যাপকতা বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের ধরন দ্বারা যথার্থই নির্ধারিত হয়। তাই, শোষক শ্রেণীর সমাজের পক্ষে স্বকীয় পরজীবী ধরনের জীবনযাত্রা উৎপাদনের আদিম-গোষ্ঠীতান্ত্রিক ধরনে প্রশ্নাতীত ছিল: উৎপাদনী শক্তির বিকাশের স্তর অত্যন্ত নিচু থাকার দরুন টিকে থাকার জন্য হাতে হাত মিলিয়ে সকলেই কাজ করতে বাধ্য ছিল। আরেকটি দৃষ্টান্ত: পুঁজিতন্ত্রের বা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনের ধরনের আওতায় শ্রেণীগত পার্থক্য উৎখাত সম্ভবপর নয়। প্রক্রিয়াটি কেবল কমিউনিস্ট সমাজেই ঘটতে পারে, কেননা সেখানে এর আগে বাস্তব অর্থেই উৎপাদনের উপায়গুলিতে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের ধরন ইতিহাসের বিকাশের ধারা ও লক্ষ্যমুখ নির্ধারণ করে। উৎপাদনের

ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে। সেজন্য সমাজবিবর্তনের ইতিহাস সর্বোপরি উৎপাদনের ধারাবাহিক ধরনগুলির ইতিহাসও বটে।

তাহলে কীভাবে খোদ উৎপাদন বিকশিত হয় এবং বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের ধরন একটি অন্যটিকে হটিয়ে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়?

উৎপাদনের ধরনের পরিবর্তন ও বিকাশের মূলগুলি খোদ উৎপাদনের মধ্যে খুঁজে দেখা প্রয়োজন, উৎপাদনের বাইরে নয়।

উৎপাদনের ধরনের দু'টি দিক — উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক — দু'য়ের মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত নির্ভরতা বিদ্যমান এবং পূর্বতন মুখ্য ভূমিকাসীন। উৎপাদন সম্পর্কগুলি আপাতিকভাবে বা খেয়ালবশে গড়ে ওঠে না, উৎপাদনী শক্তির বিকাশের চারিত্র্য ও স্তরের উপর নির্ভরশীল থাকে। সেজন্য আদিম গোষ্ঠীসমাজে শ্রমের আদিম হাতিয়ার ও উৎপাদনী শক্তির নিচু স্তর মানুষকে বন্যজন্তু শিকার, চাষের জমিপ্রস্তুত, ইত্যাদিতে সমবেত উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য করেছিল। লক্ষণীয়, অন্যথা তৎকালে মানুষের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভবপর হত না।

উৎপাদনের একটি ধরনের কাঠামোর মধ্যে উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের একত্ব ওগুলির মধ্যেকার অসঙ্গতিকে প্রত্যাখ্যান করে না। উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হওয়ার দরুনই এমনটি ঘটে।

উৎপাদন স্থবির নয়, নিরন্তর বিকাশমান ও

উন্নতিশীল। উৎপাদনী শক্তি অধিকতর গতিশীল উপাদান। অধিকতর উৎপাদন ও কাজ সহজতর করার জন্য মানুষ শ্রমের উন্নততর হাতিয়ার বানায়, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সঞ্চয় করে। এমনকি উৎপাদনের একটি ধরনের মধ্যেও এই ধরনের পর্যাপ্ত পরিবর্তন ঘটে।

উৎপাদন সম্পর্কগুলি অধিকতর স্থিতিশীল। এগুলিরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনী ধরনের মধ্যে মূলগতভাবে অভিন্নই থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ধরনের অস্তিত্বকালে উৎপাদনী শক্তির যথেষ্ট পরিবর্তন ও বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের মর্মবস্তু অটুটই রয়েছে। আগেকার মতোই এগুলি ব্যক্তিগত মালিকানা ও শোষণ ভিত্তিক। বুর্জোয়ারা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য সাধ্যমতো সব কিছুই করে।

নতুন উৎপাদনী শক্তি ও পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয়। এগুলি তীব্র হয়ে ওঠে ও সংঘাত ঘটায়, ফলত সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রে ও সর্বোপরি শ্রেণীসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসঙ্গতিগুলি গেঁজে ওঠে। নতুন উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা পুরনোগুলি বদলান সমাজবিকাশের এক অপরিহার্য চাহিদা হিসাবে দেখা দেয়। কোন একদিন শুধু একটি সম্ভাব্য পথেই সংঘাতটির নিষ্পত্তি হয়: সমাজবিপ্লবের পথে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক পুরনোটিকে স্থানচ্যুত করে।

ইদানীং পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক (উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত

পুঁজিতান্ত্রিক আত্মসাৎ) উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বলিপ্ত হয়েছে এবং শেষোক্তের বিকাশ প্রহত করছে। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোটি কোটি বেকারের উপস্থিতির ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে সমাজের মূল উৎপাদনী শক্তি, অর্থাৎ মেহনতিরা সদ্ব্যবহৃত হচ্ছে না, অধিকন্তু তা ক্রমাগত অবক্ষয়িত ও অবমূল্যায়িত হচ্ছে। কারণটি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে, মূলত উৎপাদন উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানার গভীরে নিহিত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলেছে।

সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব শুরু হয়েছিল মধ্য-বিশশতকে। এ হল সমাজের উৎপাদনী শক্তির ও মানবজাতির গোটা সংস্কৃতির একটি মৌলিক গুণগত পরিবর্তন, যার উদ্ভব ঘটেছে বিজ্ঞানের বিপ্লব ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের সমন্বয় থেকে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমাজের প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শক্তিতে পরিণত হওয়া থেকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য: স্বয়ংক্রিয়তা ও ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের ব্যাপক প্রসার এবং মানুষের প্রায়োগিক ও জ্ঞানগত ক্রিয়াকর্মে এগুলির প্রয়োগের মতো প্রক্রিয়াগুলি; বিদ্যুৎশিল্পের মৌলিক পরিবর্তন — পারমাণবিক ও অন্যান্য সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তি ব্যবহার; বাঞ্ছনীয় গুণের কৃত্রিম সামগ্রী উৎপাদন; মহাশূন্যে ব্যাপক অনুসন্ধান, ইত্যাদি।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব পুঁজিতন্ত্রের মজ্জাগত অসঙ্গতিগুলিকে বাড়িয়ে তোলে, নতুন অসঙ্গতি জন্মায়, তাতে প্রকটতর হয়ে ওঠে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের দেউলেপনা। বেকারি বৃদ্ধি, ক্রমাগত প্রতিবেশ ধ্বংস, সামরিকীকরণের জন্য উৎপাদনী শক্তির একপেশে বিকাশ — এই হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সহগামী কয়েকটি নেতিবাচক ঘটনা আর এগুলির মূলে রয়েছে উৎপাদন উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিবাদী একচেটিয়াদের চরম স্বার্থপরতা।

অস্ত্রপ্রতিযোগিতা ও বিশ্বে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে উৎসাহী সামরিক একচেটিয়ারা মানবজাতিকে তাপপারমাণবিক ধ্বংসের কিনারে নিয়ে এসেছে, সমাজের উৎপাদনী শক্তির সর্বৈব বিনাশ ও পৃথিবী থেকে প্রাণের অস্তিত্ব মুছে ফেলার আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

উৎপাদনের উপায়গুলিতে সমাজের মালিকানাভিত্তিক সম্পর্ক দ্বারা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক বদলান সমাজবিকাশের পক্ষে আজ জরুরি হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্র কোন খেয়াল নয়, গোষ্ঠীবিশেষের একটি ধারণামাত্র নয়। এখন সমাজতন্ত্র সামগ্রিক সমাজবিকাশের একটি জরুরি দাবি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

# সমাজ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ (ফর্মেসন)

## সমাজ কী?

মানবসমাজের পুরো অস্তিত্বকাল জুড়ে সমাজ গুণগতভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে — সমাজ সংক্রান্ত আগেকার এইসব বিমূর্ত ধারণাকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী হিসাবে মার্কস ও এঙ্গেলস সমালোচনা করেছিলেন। তাঁরা সমাজ বিষয়ক গবেষণার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির, অর্থাৎ সমাজবিকাশের ধারাবাহিক, গুণগতভাবে সুস্পষ্ট পর্যায়গুলি বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু, মার্কসবাদ খোদ সমাজের ধারণাকে বাতিল করে না।

মানবসমাজ হল বস্তুজগতের বিবর্তনের সর্বোচ্চ পর্যায়, বস্তুর গতির সর্বোচ্চ ধরন। এঙ্গেলস কৃত বস্তুর গতির ধরনগুলির শ্রেণীবিভাগ:

১) যান্ত্রিক, ২) ভৌত, ৩) রাসায়নিক, ৪) জৈব, ৫) সামাজিক। তাই, সমাজ-জীবন বস্তুর গতির সর্বোচ্চ সামাজিক ধরন এবং পূর্বেকার যাবতীয় ধরনের ভিত্তিতে গঠিত।

**সমাজ** বস্তুজগতেরই একাংশ, প্রকৃতি থেকে শাখা হিসাবে উদ্ভূত ও মানবজীবনের ঐতিহাসিকভাবে বিকাশমান একটি ধরন।

**সমাজ** হল একটি ব্যবস্থা এবং জনগণ তার মূল উপাদান। মানুষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু। মানুষ ছাড়া সমাজ অস্তিত্বহীন। সমাজের উদ্ভব সর্বোপরি মানুষেরই উদ্ভব। কিন্তু সমাজ মানুষের শুধু একটি সমাহার হিসাবে বিবেচ্য নয়। সমাজ-জীবনের অন্তর্গত বিবিধ প্রক্রিয়া — বৈষয়িক উৎপাদন, শ্রেণী-সংগ্রাম, ইত্যাদি — যাতে মানুষের কার্যকলাপ মূর্ত হয়ে ওঠে, সেগুলিও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আপন কার্যকলাপের ধারায় মানুষ যেসব বিবিধ সামাজিক সম্পর্কে (বৈষয়িক ও ভাবাদর্শগত) বিজড়িত, সেগুলিও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পরিশেষে, ইতিহাসের ধারায় মানবসৃষ্ট বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মূল্যাদি, যেমন প্রযুক্তিবিদ্যা, শিল্পকলা ইত্যাদিও, সমাজ-জীবনের মুখ্য উপাদান।

একটি ব্যবস্থা হিসাবে সমাজকে বিশ্লেষণের সময় সমাজের মূল ক্ষেত্রগুলি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন সাংগঠনিক সংস্থিতি হিসাবে প্রকটিত হয়: ১) অর্থনৈতিক, ২) সামাজিক, ৩) রাজনৈতিক, ৪) মানসসৃষ্ট। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র (বৈষয়িক উৎপাদন প্রক্রিয়া,

অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রণালী, ইত্যাদি) ইতিমধ্যেই পূর্বতন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসসৃষ্ট ক্ষেত্রগুলিই এখনকার আলোচ্য বিষয়।

**সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ। সমাজের বনিয়াদ ও উপরিকাঠাম**

মার্কস একজন বস্তুবাদী ও দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক হিসাবে সমাজ বিশ্লেষণের প্রয়াস পান। তিনি লক্ষ্য করেন যে সমাজ-জীবনের সকল ঘটনা একটি অবিচ্ছেদ্য প্রণালীতে সমন্বিত, এবং সমাজ হল বিকাশমান ও গুণগতভাবে পরিবর্তমান। মার্কস সমাজ বিবর্তনের প্রধান ঐতিহাসিক কালপর্বগুলি বেছে নেন, যেগুলি গুণভাবে স্থায়ী অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সম্পর্কের প্রণালী তথা একটি কালপর্বের স্বকীয় সুনির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা সুচিহ্নিত। তিনি এগুলিকে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ বলেছিলেন এবং এভাবে এই শব্দ ও প্রত্যয় সমাজবিদ্যায় প্রবর্তিত হয়। যেখানে 'সমাজ' এই বর্গটি প্রকৃতির সঙ্গে তুলনাক্রমে সমাজ-জীবনের নির্দিষ্ট চারিত্র্য বোঝায় সেখানে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকটিত করে। মার্কস ও এঙ্গেলসের ভাষায় সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ হল '**ঐতিহাসিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে**

অবস্থিত একটি সমাজ, বিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট চারিত্রচিহ্নিত একটি সমাজ'।*

মার্কস 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি', 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে', 'পুঁজি' ইত্যাদি গ্রন্থে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। "'জনগণবন্ধুরা' কী আর কীভাবে তারা লড়ে সোশ্যাল-ডেমক্রাটদের বিরুদ্ধে' গ্রন্থে লেনিন লিখেছিলেন যে মার্কস 'পুঁজি' গ্রন্থে পাঠকদের সামনে 'গোটা পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক গঠনরূপকে তার প্রাত্যহিক দিকগুলি সহ, উৎপাদন সম্পর্কের মজ্জাগত শ্রেণীদ্বন্দ্বের সত্যিকার সামাজিক অভিব্যক্তি সহ, পুঁজিপতি শ্রেণীর শাসনরক্ষক বুর্জোয়া রাজনৈতিক কাঠাম সহ, স্বাধীনতা, মুক্তি ও সাম্য ইত্যাকার বুর্জোয়া ধারণাগুলি সহ, বুর্জোয়ার পারিবারিক সম্পর্ক সহ একটি জীবন্ত সত্তা হিসাবে উপস্থাপিত করেছিলেন।'**

প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থিতির কাঠামোয় মূল গঠনমূলক উপাদান, সর্বোপরি সমাজের বনিয়াদ ও উপরিকাঠাম থাকে।

---

* Karl Marx, 'Wage Labour and Capital', in: Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works,* Vol. 9, 1977, p. 212.

** V. I. Lenin, 'What the 'Friends of the People' Are and How They Fight the Social-Democrats', *Collected Works,* Vol. 1, 1977, pp. 141-142.

এই বনিয়াদ হল উৎপাদন সম্পর্কের প্রণালী।

উপরিকাঠাম হল রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, নৈতিক, নান্দনিক প্রণালী, অনুরূপ ভাবাদর্শগত সম্পর্কগুলি ও প্রতিষঙ্গী প্রতিষ্ঠানসমূহ। রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দলগুলি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি নিয়ে উপরিকাঠাম গঠিত।

প্রতিটি সমাজের স্বকীয় নির্দিষ্ট বনিয়াদ ও প্রতিষঙ্গী উপরিকাঠাম থাকে।

বনিয়াদ ও উপরিকাঠামোর মধ্যেকার সম্পর্কগুলি নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বনিয়াদ এক্ষেত্রে উপরিকাঠামোর চারিত্র্যের নির্ধারক। বনিয়াদের যেকোন পরিবর্তনে উপরিকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বনিয়াদের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও উপরিকাঠামো বনিয়াদকেও প্রভাবিত করে। সমাজ-জীবনে ধ্যানধারণা, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য উপরিকাঠামগত ঘটনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈপ্লবিক তত্ত্বাবলী এবং ওইসব তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলি ঐতিহাসিক প্রগতিকে ত্বরিত করে।

উপরিকাঠামো সম্পর্কে বনিয়াদের প্রাধান্যের স্বীকৃতি সমাজ সম্পর্কে দর্শনের মূল প্রশ্নের বস্তুবাদী সমাধানকে সহজতর করে। উৎপাদনের ধরন কীভাবে মুখ্যত সমাজ-জীবনের সবগুলি দিককে প্রভাবিত করে এই স্বীকৃতি তা ব্যাখ্যা করে, সমাজে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্কগুলি কীভাবে পরস্পরলগ্ন, তাও দেখায়।

বনিয়াদ ও উপরিকাঠাম হল সংস্থিতির মূল সাংগঠনিক উপাদান। এগুলি প্রতিটি সংস্থিতিতে

সুনির্দিষ্ট এবং এগুলির জন্যই সমাজবিবর্তনের পর্যায়গুলি পরস্পর থেকে পৃথক।

পূর্বোক্ত ছাড়াও আরো বহু ঘটনা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন: কোন ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠী (কৌম, উপজাতি, জাতিসত্তা, জাতি), শ্রেণী ও অন্যান্য সামাজিক দল, পরিবার, দৈনন্দিন জীবন, ইত্যাদি। বনিয়াদ বা উপরিকাঠামোয় এগুলির অন্তর্ভুক্তি ভ্রান্তিকর হলেও এগুলি অবশ্যই সংস্থিতির অন্তর্ভুক্ত এবং এক সংস্থিতি থেকে অন্যটিতে গুণগতভাবে পৃথক। দৃষ্টান্ত হিসাবে, আদিম কৌমসংস্থিতিতে মানুষ কৌম ও গোষ্ঠীতে বসবাস করত। প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থিতিতে অধিজাতির অস্তিত্ব ছিল। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে অধিজাতিসমূহ দ্বারা জাতি গঠিত হয়। উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে (সোভিয়েত ইউনিয়নে) একটি নতুন ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠী, সোভিয়েত মানুষের উদ্ভব ঘটেছে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ দুর্ঘটনাক্রমে একীভূত অসমসত্ত্ব সামাজিক ঘটনাবলীর কোন যান্ত্রিক সমাহার নয়। মার্কসবাদে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ একটি অবিচ্ছেদ্য সত্তা হিসাবে বিবেচিত যাতে সকল ঘটনাই আঙ্গিকভাবে পরস্পরযুক্ত এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বিক্রিয়ালিপ্ত। এগুলিকে একটি অখন্ড সমগ্রে আবদ্ধকারী মুখ্য ঐক্যসাধক উপাদান হল বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের ধরন।

## একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ দ্বারা অন্যটির ধারাবাহিক প্রতিস্থাপন হিসাবে সমাজের ইতিহাস

পাঁচটি ধারাবাহিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ রয়েছে: আদিম কৌম, দাসপ্রথাধীন, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট। মার্কস প্রাচ্যের কয়েকটি দেশে প্রথম শ্রেণী-সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে এশীয় উৎপাদন ধরনের (ও প্রতিষঙ্গী গঠনরূপ) কথাও বলেছেন।

**আদিম কৌম-ব্যবস্থা** ছিল প্রথমতম সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ। প্রাণিজগৎ থেকে মানুষের পৃথকীভবন ও স্বকীয় মানুষী চারিত্র্য অর্জনের মধ্য দিয়েই মানুষের ইতিহাসের যাত্রারম্ভ।

তৎকালীন হাতিয়ারগুলি ছিল খুবই সরল ও অসম্পূর্ণ — লাঠি, পাথরের কুঠার, ধনুক, ও তীর, ইত্যাদি। মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল এবং তা ছিল মানুষের বিবর্তনের পক্ষে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। সেকালে একটিই আকর্ষশক্তি ব্যবহৃত হত — মানুষের পেশীশক্তি (পরবর্তীকালে পশুপালন)। শ্রমদক্ষতা, বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছিল খুবই আদিম।

মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কও ছিল উৎপাদনী শক্তির আত্যন্তিক নিম্ন পর্যায়ের সঙ্গে মানানসই। এগুলির ভিত্তি ছিল উৎপাদনের উপায়গুলির গোষ্ঠীমালিকানা এবং তা থেকে উদ্ভূত সমবায়ী সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহায়তা। উৎপাদনী শক্তির বিকাশের নিম্ন স্তরের জন্য

একমাত্র সমবেতভাবেই মানুষের পক্ষে আদিম শক্তির মোকাবিলা সম্ভবপর ছিল। অর্জিত সব কিছুই সমভাবে বণ্টিত হত। বেঁচে থাকার মতো সম্বলটুকুই শুধু তাদের থাকত। অন্যের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার মতো কোন বাড়তি উৎপাদ তাদের ছিল না। সেজন্য আদিম সমাজ ছিল শোষণহীন, অর্থনৈতিক অসাম্যমুক্ত।

রক্তসম্পর্কে গঠিত গোষ্ঠীতে মানুষ বসবাস করত। প্রথা ও রীতি অনুযায়ী শাসনকার্য চলত। স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসে তাদের অবিচল আস্থা ছিল।

**আদিম কৌম-গঠনরূপ** অত্যন্ত ধীরগতিতে পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। গঠনরূপটি টিকে ছিল হাজার হাজার বছর এবং সমাজের উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ফলেই বিধ্বস্ত হয়েছিল। পাথর ও কাঠের হাতিয়ার থেকে মানুষ ধাতুনির্মিত সামগ্রীতে পেঁছেছিল। সঞ্চিত হয়েছিল শ্রমের অভিজ্ঞতা। শ্রমের সামাজিক বিভাগ দেখা দিয়েছিল: প্রথমে পশুপালন আলাদা হয় জমিচাষ থেকে, অতঃপর হস্তশিল্প উৎপাদনের একটি স্বাধীন শাখা (শ্রমের হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্র, পাদুকা, ইত্যাদি) হয়ে ওঠে। শ্রমের উৎপাদ বিনিময় বিকশিত হয়। যৌথ অর্থনীতি অতঃপর অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ফলত, কৌমগুলি পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্রতিটি পরিবার হয় এক-একটি অর্থনৈতিক একক। এবং দেখা দেয় উদ্বৃত্ত উৎপাদ: একজন মেহনতি টিকে থাকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কিছুটা বেশি উৎপাদন করতে পারত। ফলত আসে শোষণের সম্ভাবনা।

অর্থনৈতিক অসাম্যের উদ্ভব ঘটে। দরিদ্র হয়ে-ওঠা আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীলরা দাসে পরিণত হয়। যুদ্ধবন্দীরা দাসসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি উৎস হয়ে ওঠে। কৌম ও গোষ্ঠীর উচ্চাসীনরা — সামরিক নেতা, কৌমপ্রধান ও গোষ্ঠীপতি, পুরোহিত বর্গ — এরাই হয় প্রথম দাসমালিক।

**দাসপ্রথাধীন গঠনরূপ।** এই ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক দাসমালিকের কেবল উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানাভিত্তিকই নয়, শ্রমিকের, খোদ দাসের মালিকানাভিত্তিকও ছিল। উৎপাদন সম্পর্কের এই প্রকৃতি ছিল উৎপাদনী শক্তির বিকাশের স্তর দ্বারা নির্ধারিত, যা উদ্বৃত্ত উৎপাদ ও শোষণ আরম্ভের মতো যথেষ্ট উঁচু পর্যায়ের হলেও তখনো এতটা নিচু ছিল যে মেহনতিদের পরিভোগ নিম্নতম পর্যায়ে কমানোর মাধ্যমেই কেবল তাদের শোষণ সম্ভবপর হত।

আদিম সমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য — সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক — সেগুলির বিনিময়ে দাসপ্রথাধীন গঠনরূপে শোষণের সম্পর্ক, অর্থাৎ সমাজের একাংশের উপর অন্যাংশের প্রাধান্য মূলবিস্তার করেছিল।

উৎপাদন সম্পর্কের এই বদল সমাজ-জীবনের অন্যান্য পরিমণ্ডলেও বিপ্লব ঘটিয়েছিল। বৈরী শ্রেণীসমূহের — দাস ও দাসমালিক — উদ্ভব ঘটল (আদিম কৌমসমাজে কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না)।

শোষিত জনগণকে (সংখ্যাগুরু জনগণকে) বাধ্য রাখা

এবং ব্যক্তিগত মালিকানা ও শোষণ টিকানোর জন্য আসে রাষ্ট্র ও আইনী অবদমনের নানা প্রতিষ্ঠান: সৈন্যবাহিনী, আইনের আদালত, প্রশাসনিক সংস্থা, ইত্যাদি।

সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রেও উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটে। কায়িক শ্রমের প্রতি শোষকদের মধ্যে ঘৃণাবোধ বিস্তারলাভ করে, যারা একে নিম্নশ্রেণীর মানুষের ভাগ্য মনে করত। সেকালের দার্শনিকরা সামাজিক অসাম্য, ইত্যাদিকে তত্ত্বীয়ভাবে সত্যাখ্যানের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

দাসপ্রথাধীন সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তির বিকাশে কিছুটা সহায়তা যুগিয়েছিল। বিপুল দাসবাহিনীর শ্রমপ্রয়োগের ফলে জলসেচপ্রণালী, বিশাল দালানকোঠা ও রাজপথের মতো বৃহৎ প্রকল্প নির্মাণ সম্ভবপর হয়েছিল। নতুন ধরনের শ্রমবিভাগ দেখা দিয়েছিল — কায়িক শ্রম থেকে মানসিক শ্রমের পৃথকীভবন ঘটেছিল। তৎকালীন প্রেক্ষিতে তা ছিল প্রগতিশীল। উৎপাদনে সরাসর শরিকানা থেকে কিছু মানুষের মুক্তিলাভ তখন বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদির দ্রুত বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে দাসপ্রথাধীন উৎপাদন সম্পর্কসমূহের সৃষ্ট সম্ভাবনাগুলি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সেগুলি উৎপাদনী শক্তির আরও বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। দাসদের সস্তা শ্রমের সুবিধাভোগী দাসমালিকরা উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম উন্নয়নের চেষ্টা করে নি। এক্ষেত্রে দাসদেরও উৎসাহ ছিল না। বস্তুত সমাজের

মুখ্য উৎপাদনী শক্তি হিসাবে খোদ দাসেরা অমানুষী শোষণে অধঃপতিত হয়েছিল।

উৎপাদনী শক্তির আরও বিকাশের জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা দ্বারা দাসপ্রথাধীন সম্পর্ক বদলান অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

দাস ও জনসাধারণের দরিদ্রতম স্তরগুলির অভ্যুত্থান এবং প্রতিবেশী উপজাতিগুলির আক্রমণের ফলে দাসপ্রথাধীন সমাজব্যবস্থার পতন ঘটে। বদলি হিসাবে অতঃপর দেখা দেয় একটি নতুন গঠনরূপ — সামন্ততন্ত্র।

**সামন্ততান্ত্রিক গঠনরূপ।** সামন্ততন্ত্রের অধীনে উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সামন্তপ্রভুদের উৎপাদনের উপায়ের (সর্বোপরি জমির) উপর মালিকানা ও মেহনতিদের, ভূমিদাসদের উপর আংশিক মালিকানা। সামন্ত প্রভুরা ছিল কৃষকের শ্রমের দাবিদার এবং কৃষকরা নিজেদের প্রভুবর্গের জন্য নানা দায়িত্বপালনের বাধ্য থাকত। এইসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষক ও কারিগরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি — নিজেদের খামার ও কর্মশালা — থাকত। কৃষকরা সামন্তপ্রভুর কাজশেষে নিজেদের খামারে খাটত, খামারের যন্ত্রপাতি ও চাষপ্রণালী উন্নয়নে উৎসাহ দেখাত।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক (সর্বোপরি নিজ শ্রমফলে প্রত্যক্ষ উৎপাদকের বৈষয়িক স্বার্থ) উৎপাদনী শক্তি বিকাশের নতুন সুবিধাদি সৃষ্টি করেছিল। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। বাণিজ্য ও কারিগরির উন্নতি

ঘটেছিল, শহর বেড়েছিল এবং সেগুলি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

উৎপাদনের সামন্ততান্ত্রিক ধরন সমাজ-জীবনের অন্যান্য সকল দিকের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করত।

সামন্ততান্ত্রিক গঠনরূপের মুখ্য শ্রেণীসমূহ: সামন্তবর্গ ও কৃষককুল। এদের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল বৈরগর্ভ, কেননা এগুলি ছিল মীমাংসাতীত শ্রেণীস্বার্থভিত্তিক।

রাষ্ট্র সামন্তপ্রভুদের স্বার্থরক্ষা করত এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা টেকান ও জোরদার করার চেষ্টা চালাত। রাষ্ট্রযন্ত্র ও এইসঙ্গে সৈন্যবাহিনী স্ফীত হয়ে উঠেছিল। ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্ম সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মনজীবন নিয়ন্ত্রণ করত।

কালক্রমে উৎপাদনী শক্তির বিকাশ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কসমূহ ও সেগুলির উপরিকাঠামোর সঙ্গে সংঘাতলিপ্ত হয়। শহরে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল অবাধ শ্রমবাজারের, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন ও উৎপাদনের উপায়ের বন্ধন উভয়টি থেকে মুক্ত মেহনতির। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনী শক্তি বিকাশের জন্য একটি প্রধান অর্থনৈতিক উদ্দীপক হিসাবে সরাসর বৈষয়িক স্বার্থ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের অধীনে কৃষককে অধিকাংশ সময়ই প্রভুর কাজে ব্যয় করতে হত এবং সেজন্য নিজ শ্রমফলের ব্যাপারে ততটা উৎসাহী ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর মধ্যে ধীরে ধীরে পুঁজিতান্ত্রিক

উৎপাদনী ধরনের উন্মেষ ঘটে। কিন্তু এর আরও বিকাশ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। অসংখ্য বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটে এবং ফলত একটি নতুন গঠনরূপ, পুঁজিতান্ত্রিক গঠনরূপ দ্বারা সামন্ততন্ত্র প্রতিস্থাপিত হয়।

**পুঁজিতান্ত্রিক গঠনরূপ।** পুঁজিতন্ত্র নিজ অবস্থান মজবুত করার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনী শক্তি দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। যন্ত্রচালিত শিল্প গড়ে ওঠে। প্রবল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ, যেমন জলস্রোত, পরে বিদ্যুৎ তখন শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। বড় বড় কারখানা, কয়লা ও অন্যান্য খনি নির্মিত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' পুস্তিকায় উল্লেখ করেন যে পুঁজিতন্ত্র তার জন্মের ঊষালগ্নের স্বল্পকালে উৎপাদনী শক্তির যে-বিকাশ ঘটিয়েছিল তা ছিল ইতিপূর্বে মানবেতিহাসের সকল যুগের চেয়ে বেশি।

নতুন, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ছিল উৎপাদনী শক্তির দ্রুত বিকাশের স্রষ্টা। এগুলি ছিল উৎপাদনের উপায়ের উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তিগত মালিকানা ও ভাড়াটে শ্রমিকদের শ্রমশোষণ ভিত্তিক, আর এই শ্রমিকরা ছিল উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে বঞ্চিত ও ফলত শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য। উদ্বৃত্ত-মূল্য (ভাড়াটে শ্রমিকের আপন শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত যে-মূল্য তার শ্রম সৃষ্টি করে) পুঁজিপতিরা বিনামূল্যে আত্মসাৎ করত।

তাই, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীসমূহের সম্পর্ক

বৈরগর্ভ, কেননা এগুলি শোষণভিত্তিক, বিত্তবানের হাতে বিত্তহীনের নির্যাতনভিত্তিক।

মার্কসের মহাগ্রন্থ ‘পুঁজি’তে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী ধরনের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ রয়েছে। তিনি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের গতিশীলতার মূল নিয়ম ও পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মর্মবস্তু উদ্ঘাটন করেন। তিনি দেখান যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের জন্য পুঁজিপতিদের উদ্যমই হল উৎপাদন সম্প্রসারণ, যন্ত্রপাতি উন্নয়ন, শ্রমিকশোষণ বৃদ্ধি, উৎপাদনের নৈরাজ্য, পুঁজিপতিদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার প্রকোপ, সামাজিক সম্পদের বিপুল বিনষ্টি সহ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী ধরনের পুরো গতিশীলতার নির্ধারক।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক (সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি) প্রতিষঙ্গী উপরিকাঠাম দাবি করে। শোষক শ্রেণীর প্রযুক্ত রাজনৈতিক প্রাধান্যের পদ্ধতিগুলির পরিবর্তন ঘটেছিল। ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়, নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আইনের সামনে সকলের সমতার নীতি ঘোষিত হয়। একইসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর বর্ধমান সংগ্রাম এবং বুর্জোয়াদের অনুসৃত দৈশিক ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশেষত সৈন্যবাহিনী ও অবদমনের অন্যান্য উপায়গুলি দারুণ স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

বুর্জোয়ার শ্রেণীশাসনের সমর্থক ও শোষিত জনগণকে বাধ্য রাখতে তৎপর বুর্জোয়া ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারাই পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের উপরিকাঠামোর প্রধান অংশটি গঠিত। এর পাশাপাশি

ও বুর্জোয়া ধ্যানধারণার প্রবল বিরোধী হিসাবে দেখা দেয় শ্রমিক শ্রেণীর ভাবাদর্শ, গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয় তাদের ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক পার্টিগুলি।

পুঁজিতন্ত্র সর্বশেষ শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা। পুঁজিতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে উৎপাদন বর্ধমান পরিসরে সামাজিক চারিত্র্য লাভ করে। তা সত্ত্বেও পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যক্তিমালিকানার নিয়ন্ত্রণেই থাকে, টিকিয়ে রাখে পরিভোগের ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক ধরন। এই হল পুঁজিতন্ত্রের মজ্জাগত মৌলিক অসঙ্গতি এবং তা অন্যান্য অসঙ্গতিতেও প্রকটিত: শ্রম ও পুঁজির মধ্যে, একক প্রতিষ্ঠানের সুসংগঠিত উৎপাদন ও গোটা সমাজের সর্বত্র উৎপাদনের নৈরাজ্যের মধ্যে, উৎপাদনের অসীম বিকাশের প্রবণতা ও সক্ষম চাহিদার সীমিত স্বাভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব। পুঁজিতন্ত্রের মূল অসঙ্গতি অতিউৎপাদনের পর্যায়িক সংকটের মধ্যেও প্রকটিত হয়।

পুঁজিতন্ত্রের বৈরগর্ভ অসঙ্গতিগুলি থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়ার মধ্যে সুতীব্র শ্রেণীসংগ্রাম দেখা দেয়। বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী কৃষকদের সঙ্গে, সকল শোষিত ও নির্যাতিত স্তরের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিজের চারপাশে মেহনতিদের জমায়েত করে শ্রমিক শ্রেণী একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করে। সে পুঁজির শাসন উৎখাত করে এবং একটি নতুন, কমিউনিস্ট গঠনরূপের জন্ম দেয়।

**কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ।** কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ পুঁজিতান্ত্রিক

সমাজের এক স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী। এই গঠনরূপের ভিত্তি উৎপাদনের মূল উপায়গুলির সামাজিক মালিকানা, লক্ষ্য বৈষয়িক উৎপাদন ও মননশীলতার বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উত্তরণ। কমিউনিস্ট ধারায় সমাজের রূপান্তর সাধনের শেষলক্ষ্য — প্রতিটি মানুষের, গোটা সমাজের অবাধ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের সর্বোত্তম পরিস্থিতি সৃষ্টি।

কমিউনিস্ট গঠনরূপের বিবর্তনের দুটি ধারাবাহিক পর্যায়: সমাজতন্ত্র ও যথার্থ কমিউনিজম।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পেঁছতে একটি উত্তরণকালের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেছে। শেষোক্তটি সরাসর পুঁজিতন্ত্র থেকে উদ্ভূত হতে পারে না, কেননা তাদের মধ্যেকার ফারাক অত্যধিক। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সমাজ-জীবনের সকল পরিমণ্ডলের মৌলিক গুণগত পরিবর্তন: মালিকানা, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সুবিধাদি বণ্টন, ইত্যাদি। এইসব পরিবর্তন বলবৎ করার জন্য একটি গোটা ঐতিহাসিক কালপর্ব প্রয়োজন, যার শুরু প্রলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা দখলে আর শেষ সমাজতন্ত্র নির্মাণান্তে।

সমাজতন্ত্র হল কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের প্রথম পর্যায়। সমাজতন্ত্রের সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য: উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিক মালিকানা, একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবসান। উৎপাদনী শক্তির বিদ্যমান স্তরের নিরিখে সমাজের সকল সদস্যের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক

চাহিদার সর্বোচ্চ পরিপূরণই এখানে উৎপাদনের লক্ষ্য।

পুঁজিতন্ত্রের বৈপ্লবিক উৎখাতের ফলশ্রুতি হিসাবেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। সেজন্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির মান ও পুঁজিতন্ত্রের আওতায় অর্জিত শ্রমিকদের উৎপাদনী দক্ষতার স্তর কার্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের আরম্ভবিন্দু হিসাবে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের যাবতীয় সৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রের উত্তরাধিকার বর্তায় এবং উৎপাদন আরও বিকশিত হয়। তথাপি, উৎপাদনের এই স্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ও সমাজের সকল সদস্যের চাহিদার পূর্ণ পরিপূরণে সমর্থ হয় না।

কৃত কাজের হিসাব অনুযায়ী বণ্টন হল সমাজতন্ত্রের একটি স্বকীয় চারিত্র্য। সমাজতন্ত্রের অধীনে এমন কোন সামাজিক গোষ্ঠী নেই যারা অন্যের উপর টিকে থাকে, নিজে কোন কাজ করে না। এখানে প্রত্যেকেই কাজ করে এবং উৎপাদনরত মানুষের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার।

সমাজতন্ত্রের নীতি: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে নেওয়া তার সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেককে দেয়া তার কাজ অনুসারে'। অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেক সুস্থসমর্থ সদস্য নিজের সেরা সামর্থ্য দিয়ে সচেতনভাবে সমাজের সুবিধার্থে কাজ করতে বাধ্য থাকে। সমাজ তার যোগ্যতানুসারে এবং কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেয়। অদক্ষ কর্মীর তুলনায় দক্ষ কর্মী বেশি মজুরি পায়। অধিক উৎপাদনকারীর

প্রাপ্যও অধিক। কিন্তু কোন সমর্থ ব্যক্তি কাজ না করলে সমাজের কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারও সে হারায়: 'যে কাজ করবে না, সে খাবারও পাবে না।'

সমাজতন্ত্রের অধীনে দুটি মিত্রশ্রেণী রয়েছে: শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক। এরাই যথাক্রমে শিল্প ও কৃষিতে বৈষয়িক মূল্যের স্রষ্টা। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, দক্ষ মানসিক কর্মকাণ্ডে — বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ইঞ্জিনিয়রিং ও কলাবিদ্যা ইত্যাদিতে — কর্মরত স্তরটি ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের অধীনে সমাজের রাজনৈতিক জীবন বস্তুত শ্রমিক শ্রেণী ও তার বিপ্লবী পার্টির মুখ্য ভূমিকা, গণতন্ত্রের ব্যাপক বিকাশ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জনগণের ব্যাপক শরিকানায় সুচিহ্নিত থাকে।

কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় হিসাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ অতীতের জের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে না। শ্রমবিভাগের পুরনো ধরন উৎসাদিত হয় না। মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমে নিযুক্ত মানুষের, শহর আর গ্রামের মধ্যেকার পার্থক্যও টিকে থাকে। সমাজ-জীবনের সর্বত্র অতীতের জেরগুলির অস্তিত্ব দীর্ঘকাল অনুভূত হয়। সমাজতন্ত্রের অধীনে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, রীতিনীতিতে বিপ্লব ঘটে, কাজের প্রতি নতুন বিবেচনা সহ অনেকগুলি নতুন প্রলক্ষণ দেখা দিতে থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে এখনো এমন লোকও আছে যারা পুরনো রীতিনীতি আঁকড়ে রয়েছে, ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমাজস্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখে, পুরনো সংস্কারও ছাড়তে পারে নি। নতুন, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর

জনগণের চেতনা পুনর্গঠন হল সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে সম্পাদ্য জটিলতম কর্মকান্ড।

ইতিপূর্বে অনুমিত মেয়াদের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক পর্যায় বিকাশে অনেকটা বেশি সময় লাগে।

সমাজতন্ত্র একটি বিকাশমান, উন্নয়নশীল সমাজব্যবস্থা। এটি স্বীয় বিবর্তনে গুণগতভাবে বিভিন্ন কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে: সমাজতন্ত্রের ভিত্তিনির্মাণ, গোটা সমাজতন্ত্র নির্মাণ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ ও শেষ বিজয়, বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। সোভিয়েত ইউনিয়নেই সর্বপ্রথম বিকশিত সমাজতন্ত্র নির্মিত হয়েছে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাশিয়ার জনগণই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্ন করে এবং নতুন সমাজনির্মাণের সবগুলি সন্ধিপর্ব ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করেছে। ষাটের দশকে ও সত্তরের দশকের গোড়ার বছরগুলিতে বুলগেরিয়া, চেকোস্লভাকিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি এবং রুমানিয়াও প্রাগ্রসর বিকশিত সমাজতন্ত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে।

বিকশিত সমাজতন্ত্র কমিউনিস্ট গঠনরূপের কোন বিশেষ পর্যায় নয়, সমাজতান্ত্রিক পর্যায়েরই একটি বিশেষ কালপর্ব মাত্র। এটি এমন একটি সমাজ যেখানে সমাজতান্ত্রিক ধারায় একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি, একটি সামাজিক কাঠামো ও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে আপন বনিয়াদের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র অব্যাহতভাবে বিকশিত হতে থাকে।

উৎপাদন বিকাশের নিম্নস্তর পেরিয়ে ও তার পর্যাপ্ত উন্নতি ঘটিয়ে সমাজ বিকশিত সমাজতন্ত্র অর্জন করে। উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা উৎখাত ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের লুপ্তি ব্যতিরেকে প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্র নির্মাণ একটি অবান্তর কল্পনা মাত্র। বৈরগর্ভ শ্রেণীগুলির অনুপস্থিতিতে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং তা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমগ্র জনগণের শক্তি হয়ে ওঠে। সমাজতন্ত্রের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন সকল ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক ধারার উপর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জয়লাভ করে এবং সমাজ সাধারণ লক্ষ্য ও স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ, সুসংবদ্ধ হয়।

বিকশিত সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ নিখুঁত একটি সমাজ মনে করা অবশ্যই ভুল হবে। 'বিকশিত' ও 'পরিপক্ব' সমাজতন্ত্র বলতে এ কথাই বোঝায় যে প্রাথমিক কালপর্বের তুলনায় এই নতুন সমাজব্যবস্থা পরিপক্ব হয়ে উঠেছে। বিকশিত সমাজতন্ত্রে নানা অসুবিধা, সমস্যা ও আরব্ধ কাজ বাকি থাকে। বিকশিত সমাজতন্ত্র একটি দীর্ঘায়ত ঐতিহাসিক কালপর্ব। সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে এই কালপর্বের গোড়ায় অবস্থান করছে। এটি কতকাল চলবে, কী নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে ও কী কী পর্যায় অতিক্রান্ত হবে তা কেবল প্রয়োগ থেকেই দেখা যেতে পারে।

প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের আরও বিকাশের অর্থ কমিউনিজমের দিকে এগোন, আর কমিউনিজম অর্জন হল সমাজের আমূল বৈপ্লবিক রূপান্তরের শেষলক্ষ্য।

কমিউনিজম তার অধস্তন পর্যায় থেকে আলাদা: প্রথমত, তখন উৎপাদনী শক্তির বিপুল উচ্ছ্রয় ঘটবে, তাতে অঢেল ভোগ্যপণ্য উৎপাদন সম্ভব হবে ও কমিউনিজমের মূলনীতি বাস্তবায়িত করা যাবে — 'প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দেবে, নিজ চাহিদা অনুযায়ী পাবে।'

সমাজতন্ত্রের অধীনে উৎপাদন উপায়ের মালিকানার দুটি মূল ধরন থাকে — রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী। কমিউনিজমের অধীনে থাকবে সকল মানুষের একটি মাত্র মালিকানা। শ্রম তখন গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় থাকবে না, হবে একটি প্রাথমিক প্রয়োজন, অনেকটা খাদ্য, বায়ু ও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চাহিদার মতো।

কমিউনিজমে কোন শ্রেণী থাকবে না, শহর ও গ্রামাঞ্চলের, কায়িক ও মানসিক শ্রমে কর্মরত মানুষের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যগুলি লোপ পাবে। কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণী থাকবে না, থাকবে কেবল কমিউনিস্ট সমাজের কর্মিদল।

রাষ্ট্রের স্থলবর্তী হিসাবে থাকবে কমিউনিস্ট স্বশাসন। রাজনীতি, আইন, ধর্ম ইত্যাদির মতো সামাজিক ব্যাপারগুলি লোপ পাবে।

বৈষয়িক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত মানুষ তার যাবতীয় সামর্থ্য ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে। কর্মদিনের দৈর্ঘ্য কমে যাবে এবং শিল্পকলা, খেলাধুলা ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য অঢেল সময় থাকবে। কমিউনিজমের আওতায় মানুষ পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত ভাবে বিকশিত হবে।

মানুষের মধ্যে মননশীলতার সম্পদ, নৈতিক শুদ্ধতা ও কায়িক যোগ্যতার মিশ্রণ ঘটবে।

পৃথিবীতে সব কিছুরই বিকাশ ঘটে। কমিউনিস্ট সমাজও স্থবির হবে না। এই সমাজেও বিকাশ, উন্নতি ও প্রগতি অব্যাহত থাকবে।

## ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া উপলব্ধিতে 'সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ' প্রত্যয়ের তাৎপর্য

দর্শন ও অন্যান্য সমাজবিদ্যা উভয়তই সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ মার্কসীয় তত্ত্বের গুরুত্ব সমধিক।

ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রক্রিয়ার যাবতীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে এই তত্ত্বটি বিশ্ব-ইতিহাসের ঐক্য উদ্ঘাটন সম্ভবপর করেছে।

মানবসমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়া বহুবিধ। জনগণ ও দেশগুলি অন্যদের থেকে বহু বিষয়ে আলাদাভাবে আপন পথে চলে। কিন্তু সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ প্রত্যয়ের কল্যাণে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলির সাদৃশ্য ও মূল বৈশিষ্ট্যগুলির পুনরাবর্তন উদ্ঘাটন এবং ঐক্যসূত্র উপলব্ধি সম্ভবপর হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, পূর্বএশীয় একটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশ ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের মতো ইউরোপীয় পুঁজিতান্ত্রিক দেশ থেকে বহু দিক থেকেই পৃথক হতে পারে। কিন্তু সেগুলির খোদ মর্মবস্তু, যে-বৈশিষ্ট্যে তাদের সবগুলিই পুঁজিতান্ত্রিক দেশ, তা সর্বত্রই অভিন্ন: উৎপাদনের

উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজিপতি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণ, পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণবিরোধী প্রকৃতি, ইত্যাদি। এদের সবগুলিই অভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ — পুঁজিতন্ত্রের — অন্তর্গত।

আদিম কৌমসমাজ হল প্রথমতম সামাজিক গঠনরূপ। বিপুল সংখ্যাগুরুর পরিবর্তে তা শ্রেণীসমাজ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এক সময় সকল জাতিই কমিউনিজমে পৌঁছবে। এই হল মানবজাতির বিকাশের সাধারণ পথরেখা। কিন্তু, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এক দেশ থেকে অন্য দেশের সামাজিক প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট বদলাতে পারে। সারা ইতিহাসে বহু দেশ ও বহু জাতির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে, যারা এগিয়েছিল এবং যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছিল। সেজন্যই কোন কোন জাতির বিবর্তনে বিশেষ শ্রেণীগত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ অনুপস্থিত থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, স্লাভ, মঙ্গোল ও অন্যান্য কয়েকটি জাতি দাসপ্রথাধীন সংস্থিতি এড়িয়ে গেছে। বর্তমানে, পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থিতি গ্রহণ করে নি এমন বহু দেশ অপুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং ক্রমশ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রয়াস পাচ্ছে। আজ অনেকগুলি দেশে সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বহু জাতির পক্ষেই পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ এড়িয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণের দিকে এগোন সম্ভব হচ্ছে।

ধারাবাহিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপগুলি তুলনার সময় আমরা ওগুলিকে ঐতিহাসিক অগ্রগতির

সিঁড়ির ধাপ হিসাবেই দেখি। প্রতিটি নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ আগেকার গঠনরূপকে উৎপাদনী শক্তি ও সংস্কৃতির বিকাশের স্তর, স্বাধীনতার মাত্রা, ইত্যাদিতে অতিক্রম করে যায়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ সকল সমাজবিদ্যায় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক কালবিভাগের একক হিসাবে কাজ করে। যেকোন দেশের ইতিহাস (বিশ্ব-ইতিহাসও) পাঠের সময় দেশটি কোন কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ অতিক্রম করেছে তাই সর্বপ্রথম বিচার্য।

মুখ্য প্রবণতাগুলির নিরিখে বিশ্ব-ইতিহাসের কালপর্বগুলি চিহ্নিত করার জন্য 'ঐতিহাসিক যুগ' প্রত্যয়টি প্রবর্তিত হয়েছে।

সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনরূপ সর্বদাই ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। তা সত্ত্বেও এগুলি অভিন্ন নয়। প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ অন্যগুলি থেকে গুণগতভাবে পৃথক। যুগ হল একটি ঐতিহাসিক কালপর্ব, যখন সমাজবিকাশের কোন পর্যায় সৃষ্টি হয়, কোন ঘটনা ঘটে। যুগ আসলে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের বিকাশের একটি পর্যায় বা গোটা গঠনরূপ হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, দাসপ্রথার যুগ ও সামন্ততন্ত্রের যুগ উল্লেখ্য। অতঃপর আসে পুঁজিতান্ত্রিক গঠনরূপ প্রতিষ্ঠা ও আদি বুর্জোয়ার, সামন্তবিরোধী বিপ্লবের যুগ, শেষে পুঁজিতন্ত্রের চূড়ার যুগ। উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে পুঁজিতন্ত্র তার সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায় — সাম্রাজ্যবাদে — পৌঁছয়।

এভাবেই আসে সাম্রাজ্যবাদের যুগ, প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ। একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ থেকে আরেকটিতে উত্তরণের যুগসন্ধিও রয়েছে। আমরা এখন বৈশ্বিক বিকাশের একটি যুগসন্ধিতে আছি, চলেছি পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে ও কমিউনিজমে। এই যুগসন্ধিতে বিধৃত রয়েছে সমকালীন যুগের মূল প্রবণতা, প্রধান আধেয়, আর এই যুগবৈশিষ্ট্য হল দুটি বিরোধী সমাজব্যবস্থার সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তিবিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদের পতন, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা উৎখাত, ক্রমাগত অধিক সংখ্যক জাতির সমাজতন্ত্রের পক্ষগ্রহণ, সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জয়যাত্রা।

লেনিন লিখেছিলেন যে কোন যুগের আধেয় আবিষ্কারের জন্য জানা প্রয়োজন কোন্ শ্রেণী সেখানে মধ্যস্থলে অবস্থিত থেকে 'মূল আধেয়, বিকাশের মুখ্য দিক ও ওই যুগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করছে।'*

আধুনিক যুগের কেন্দ্রে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

বর্তমান যুগের মর্মবস্তু তার মূল অসঙ্গতি, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেকার অসঙ্গতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার বিদ্যমান অসঙ্গতিগুলিকে তা বৈশ্বিক পরিসরে প্রকটিত করে।

---

* V. I. Lenin, 'Under a False Flag', *Collected Works,* Vol. 21, 1980, p. 145.

বিশ্বের একাংশে (বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত মেহনতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, অন্যাংশে (বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা) রয়েছে বুর্জোয়ার আধিপত্য।

তৃতীয় অধ্যায়

# সমাজের কাঠাম ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ

## সামাজিক কাঠামোর প্রত্যয়

সমাজবাসী মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক (লিঙ্গ, বয়স, জাতি) ও সামাজিক উভয় ধরনের বৈষম্যই থাকে।

প্রাকৃতিক বৈষম্য থেকে পৃথক সামাজিক বৈষম্যগুলি সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের ফলশ্রুতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে, আদিম কৌমসমাজ ব্যবস্থার পতন এবং ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থনৈতিক অসাম্য ও শোষণের পত্তন থেকেই শ্রেণীবৈষম্যের সূত্রপাত।

সামাজিক বৈষম্যই সামাজিক পৃথকীভবনের (বিভাজন) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী (কৌম, উপজাতি, অধিজাতি, জাতি, পরিবার, শ্রেণী, পেশা) নানাভাবে ও নানা ঐতিহাসিক কালপর্বে উদ্ভূত হয়।

এই ধরনের গোষ্ঠীসমূহ মানবজাতির ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে টিকে রয়েছে। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বর্গগুলি (শ্রেণী, অধিজাতি ও জাতি) ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিষয় হিসাবে বিবেচ্য: এগুলির কার্যকলাপের মাধ্যমেই মূল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়।

পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ও পরস্পরনির্ভর এই গোষ্ঠীগুলি দ্বারাই সমাজের কাঠামটি গঠিত।

প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের একটি স্বকীয় সামাজিক কাঠাম রয়েছে যা বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের ধরনের উপর নির্ভরশীল থাকে। উৎপাদনের ধরনের পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে।

## কৌম, উপজাতি, অধিজাতি ও জাতি

কৌম ও উপজাতি ছিল মানবগোষ্ঠীর প্রাচীনতম ধরন। মানুষের উৎপত্তির (৪০ হাজার থেকে ১ লক্ষ বছর আগে) সঙ্গে সঙ্গেই কৌমের উদ্ভব ঘটেছিল।

একই পূর্বপুরুষ উদ্ভূত ও রক্তসম্পর্কিত একটি জনগোষ্ঠীই কৌম এবং তা মাত্র ৩০—৫০ জনের মতো লোক নিয়ে গঠিত হত। কৌমের প্রধান বৈশিষ্ট্য: ১) কৌমপ্রতিষ্ঠাতার নামে সকলের একটি সাধারণ নাম; ২) একটি সাধারণ ভাষা; ৩) সাধারণ রীতিনীতি; ৪) সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস।

কৌম সামাজিক মালিকানা ও সমদর্শী বণ্টন ভিত্তিক

যৌথ অর্থনীতি পরিচালনা করত। কৌম পরিচালনার দায়িত্ব থাকত পূর্ণবয়স্ক সকল নরনারী নিয়ে গঠিত একটি পরিষদের উপর এবং তা গোষ্ঠীপতি ও সামরিক নেতাদের নির্বাচন করত, প্রত্যাহারও করতে পারত। একই কৌমের সদস্যদের মধ্যে বিবাহ অবৈধ ছিল।

মানবজাতির বিকাশে কৌম ছিল একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এবং সারা দুনিয়ায় মানুষের ইতিহাসে কৌমের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সহজলক্ষ্য।

কয়েকটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কৌম নিয়ে গঠিত হত একটি উপজাতি এবং তা কেবল আত্মীয়তাভিত্তিকই ছিল না, একটি সাধারণ ভাষা, একটি রাজ্যও তাদের থাকত।

আদিম কৌমসমাজ ব্যবস্থায় কৌম ও উপজাতি ছিল এবং সমাজবিবর্তনে অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কালক্রমে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া জনগণের কৌম ও উপজাতির কাঠামকে অতিক্রম করে যায়, ওই কাঠামগুলি ঐতিহাসিকভাবে সেকেলে হয়ে সমাজবিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কোন কোন দেশে কৌম ও উপজাতীয় সম্পর্কের অদ্যাবধি বিদ্যমান জেরগুলি আসলে বিশ্ব ঐতিহাসিক বিকাশের অসম গতিপথেরই ফলশ্রুতি।

কৌম ও উপজাতি ধরনের গোষ্ঠীগুলির বদলি হিসাবে দেখা দিয়েছিল অধিজাতি। এটা ছিল প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক শ্রেণীসমাজের একটি আদর্শ ধরন। কৌম থেকে স্বতন্ত্র হিসাবে অধিজাতি আত্মীয়তাভিত্তিক হওয়ার বদলে ছিল সর্বোপরি সাধারণ রাজ্য, ভাষা ও

সংস্কৃতি ভিত্তিক। সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান দুর্বল অর্থনৈতিক বন্ধনও ছিল অধিজাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন কালপর্বে অধিজাতি গঠিত হয়েছিল। মানুষের ঐতিহাসিক গোষ্ঠী হিসাবে ওগুলি অদ্যাবধি বিদ্যমান। সামন্ততান্ত্রিক খণ্ডীভবনের ধারাবাহিক উৎখাত ও একক জাতীয় বাজার উদ্ভবের মতো অর্থনৈতিক উপাদানগুলি জাতিসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল। তাই একটি সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন একটি জাতির মূল বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিতে জাতি হল মানুষের একটি স্থায়ী ঐতিহাসিক জনসমাজ, যা একটি সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন সহ অভিন্ন ভাষা ও এলাকা, সাধারণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, চেতনা ও মানসিকতার ভিত্তিতে গঠিত।

জাতিকে নৃবর্ণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা সঠিক নয়। বর্ণবৈষম্য হল জনগণের বাহ্যিক জৈবিক বৈশিষ্ট্য। নৃবর্ণের উদ্ভব ঘটেছিল মানব ও মানবসমাজ উৎপত্তির আদিপর্বে। মানব নৃবর্ণ, অর্থাৎ মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছিল পুরাকালে, আধুনিক মানুষের গঠনপ্রক্রিয়া চলাকালে। আদিম মানুষ যেসব বিভিন্ন ভৌগোলিক ও আবহ অঞ্চলে বসবাস করত সেই পরিস্থিতির সঙ্গে, হাজার হাজার বছর ধরে জনগোষ্ঠীগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সঙ্গে, তাদের উৎপাদনী শক্তির বিকাশের আত্যন্তিক নিম্নস্তরের সঙ্গে তাদের চেহারাগুলি সংশ্লিষ্ট। ওইসব পরিস্থিতিতে গঠিত নৃবর্ণগত চারিত্র্যগুলি (শরীর

ও চুলের রঙ, করোটি ও নাকের গড়ন, ইত্যাদি) ছিল অভিযোজনা ও প্রতিরক্ষা মূলক। অতঃপর মানুষের বাস্তুত্যাগ ও নতুন বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে নৃবর্ণগুলির মিশ্রণ ঘটেছে ও অজস্র নৃবর্ণভেদের উদ্ভব ঘটেছে।

সাধারণভাবে স্বীকৃত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী তিনটি বৃহৎ নৃবর্ণ: নেগ্রয়েড (কৃষ্ণ), ককেসীয় (শ্বেত) ও মঙ্গোলয়েড (পীত)।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে বিভিন্ন নৃবর্ণের নরগোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তার ধরন বা মননশীলতা কিংবা দৈহিক সামর্থ্যের ক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য নেই। তা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা 'উন্নত' ও 'অনুন্নত' নৃবর্ণের অবৈজ্ঞানিক প্রত্যয় প্রচার করেন এবং বলেন যে কোন কোন নৃবর্ণ নাকি প্রকৃতিদত্ত ভাবেই আধিপত্য করার অধিকারী, আর অন্যদের নিয়তি অধীনতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বর্ণবৈষম্য বা অন্য দেহবর্ণের মানুষের অর্থাৎ অশ্বেতাঙ্গদের হয়রানি বহুব্যাপ্ত।

বর্ণবিদ্বেষী ধ্যানধারণা সর্বদাই দাসমালিক ও উপনিবেশবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হয়েছে। আজ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা একথা সপ্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে প্রাক্তন উপনিবেশের জনগণ স্বাধীনতার লাভের জন্য মানসিকতার দিক থেকে অযোগ্য ছিল। কিন্তু কোন কোন অশ্বেতাঙ্গ জাতি অনগ্রসর হলেও তা তাদের দেহ বা চুলের রঙের জন্য নয়, যদিও বুর্জোয়া

পণ্ডিতরা তাই ভাবেন। এটা আসলে ঔপনিবেশিক শোষণের জন্যই, যা বহু শতাব্দী পর্যন্ত তাদের শ্বেতাঙ্গ শোষকদের ইচ্ছার উপকরণ বানিয়ে রেখেছিল।

এখন ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত প্রাক্তন উপনিবেশগুলির জনগণ ও পরাধনী দেশগুলি সাফল্যের সঙ্গে তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের পথনির্বাচনকারী দেশগুলির অর্জিত সাফল্য সবিশেষ উল্লেখ্য।

আজ দুই ধরনের জাতি রয়েছে: পুঁজিতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী। সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি, শ্রেণীকাঠাম, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মানসিকতার দিক থেকে এগুলি পরস্পরের বিপরীত।

পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গেই পুঁজিতান্ত্রিক জাতিগুলি গঠিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে এগুলি উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক ধরন ও পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ভিত্তিক। পুঁজিতান্ত্রিক জাতিগুলি অভ্যন্তরীণভাবে দুটি বৈরগর্ভ শ্রেণী — বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত — দ্বারা বিভক্ত। এইসব জাতির মধ্যে অবিরাম শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে। পুঁজিতান্ত্রিক জাতিগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক আধিপত্য ও অবদমনের সম্পর্ক। জাতীয় অসাম্য, শত্রুতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, জাতীয় অহমিকা এগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও রাজনীতিতে পুঁজিতান্ত্রিক জাতিগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য জাতীয়তাবাদে সুচিহ্নিত। জাতীয়তাবাদ কার্যত জাতীয় বিচ্ছিন্নতা, একটি জাতির চরম স্বাতন্ত্র্য, অবিশ্বাস ও অন্যান্য জাতির

প্রতি শত্রুতা প্রচারের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয়তাবাদের দুটি ধরন বিদ্যমান। একদিকে রয়েছে প্রভাবশালী জাতির বৃহৎ শক্তিসুলভ জাতিদম্ভ, যা অন্যান্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভরপুর, অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সেজন্য শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পরিত্যক্ত। অন্যদিকে, নির্যাতিত জাতিসমূহের জাতীয়তাবাদ, যা স্বাধীনতার জন্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রবণতায় চিহ্নিত এবং সেজন্য প্রলেতারিয়েতের সমর্থনপুষ্ট। লেনিনের ভাষায়: **যেকোন** নির্যাতিত জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক আধেয় বিদ্যমান থাকে যা নির্যাতন **বিরোধী**, এবং এই আধেয়কেই আমরা **শর্তহীনভাবে** সমর্থন করি।'* স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত এশিয়া ও আফ্রিকার অনেকগুলি দেশের জাতীয়তাবাদ এই শেষোক্ত বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

অবশ্য শোষিত জাতিগুলির জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল প্রবণতা সাময়িক ও অস্থায়ী এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকার স্বল্পস্থায়ী বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই অস্থায়িত্ব।

সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলি সমাজতন্ত্রের আওতায় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে একদা অবস্থিত জাতি ও

---

* V. I. Lenin, 'The Right of Nations to Self-Determination', *Collected Works,* Vol. 20, 1977, p. 412.

জাতিসত্তা থেকেই গঠিত হয়ে থাকে। সহযোগিতার অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও পারস্পারিক সহায়তা ভিত্তিক এইসব জাতি শোষক ও শোষিতে বিভক্ত নয়, মিত্র শ্রেণীসমূহ ও সামাজিক বর্গ সমবায়ে গঠিত, যারা মূল স্বার্থের শরিকানা ও আন্তর্জাতিকতায় ঐক্যবদ্ধ।

এই ধরনের জাতিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতিসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কে দুটি মূল বৈশিষ্ট্য প্রকট: ১) প্রতিটি জাতির বিকাশ ও সমৃদ্ধি এবং ২) তাদের বর্ধমান ঘনিষ্ঠতা বা সৌহার্দ্য। এই জাতিসমূহের সৌহার্দ্যবন্ধন মূল প্রবণতা হয়ে উঠছে, যে-প্রক্রিয়াটি বহু নির্দিষ্ট ঘটনায় প্রকটিত হয়ে থাকে। সোভিয়েত জনগণকে ঘনিষ্ঠকরণে এবং তাদের মৈত্রীবন্ধন ও ঐক্যবন্ধন মজবুতে রুশ ভাষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক আদমসুমারি অনুসারে ১৫ কোটি ৩৫ লক্ষ জনকে মাতৃভাষার নিরিখে রুশ হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে (এদের ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ যথার্থ রুশী ও ১ কোটি ৬৩ লক্ষ অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষ)। তাছাড়া ৬ কোটি ১৩ লক্ষ জন বলেছে যে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রুশ ভাষার উপর তাদের অবাধ দখল রয়েছে এবং তারা তা স্বেচ্ছায় শিখেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের পক্ষে রুশ ভাষা শিক্ষার ইচ্ছা খুবই স্বাভাবিক। সোভিয়েত ইউনিয়নে নিজস্ব ভাষাভাষী শতাধিক জাতি, অধিজাতি ও নৃগোষ্ঠী বসবাস করে এবং পারস্পারিক যোগাযোগের

জন্য তাদের একটি সাধারণ ভাষা আবশ্যক। তাই রুশ ভাষা সকল জাতির যোগাযোগের ভাষা হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিকশিত সমাজতন্ত্রের সাফল্যে, একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে জাতিসমূহের সমৃদ্ধি ও মৈত্রীবন্ধন মজবুতের ফলে একটি নতুন ঐতিহাসিক জনসমাজ — সোভিয়েত মানুষ — সৃষ্টি হয়েছে। এটা কোন 'পরাজাতি' নয়, অভিন্ন দেশবাসী একটি নতুন সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জনসমাজ, যার রয়েছে একটি অভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অভিন্ন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ববীক্ষা ও একটি সাধারণ সংস্কৃতি।

জাতিসমূহের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি শেষাবধি তাদের সম্পূর্ণ মিশ্রণে পর্যবসিত হবে। কিন্তু জাতিসমূহের মিশ্রণ ও তাদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলি উত্তরণ একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া ও অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ হবার নয়। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে যে প্রক্রিয়াটি প্রহত করা কিংবা কোনভাবে ত্বরিত করা অনুচিত।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরোধী।

আন্তর্জাতিকতাবাদ শ্রমিক শ্রেণী ও তরা পার্টির ভাবাদর্শ ও কর্মনীতির একটি মূলসূত্র। এতে সামাজিক ও জাতীয় মুক্তির জন্য, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, নানা দেশের মেহনতিদের আন্তর্জাতিক সংহতি মূর্ত হয়ে ওঠে।

প্রলেতারীয়েতের সাধারণ শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে, নিজেদের রাষ্ট্র ও জাতীয়তা নির্বিশেষে তার সংগ্রামের

শেষলক্ষ্যের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদ মূলীভূত। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের প্রদোষে এর অভ্যুদয় ঘটে এবং মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন এর তত্ত্বীয় মর্মবস্তু গঠন করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস বর্তমানের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক স্লোগানটিও সূত্রবদ্ধ করেন: 'দুনিয়ার মজুর এক হও!'

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের পাশাপাশি মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রত্যয়েরও সদ্ব্যবহার করে, যা হল আধুনিক কালের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিকশিত প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকেরই ধারণা। সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ সকল দেশের প্রলেতারিয়েতের ক্ষেত্রেই কেবল নয়, বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক জাতি ও অধিজাতিসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রসারিত।

সমাজতন্ত্র নির্মাণরত দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কও সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিভিত্তিক। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিকাশমান জাতিসমূহের সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী হল মানবজাতির বিকাশের পথের একটি দিগচিহ্নের, স্বাধীন মানুষের ভাবী জনসমাজের একটি আদিরূপের, প্রতীক।

সত্যিকার মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা প্রত্যেকেই যথার্থ, অটল আন্তর্জাতিকতাবাদীও। সক্রিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর, দৈনন্দিন কাজকর্মে তা প্রয়োগের উপর তারা পর্যাপ্ত মূল্যারোপ করে।

যে-গঠনরূপে উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সেখানে শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণীসম্পর্ক হল সমাজকাঠামোর মূল উপাদান। 'মহারম্ভ' প্রবন্ধে লেনিন প্রদত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞার্থ: 'শ্রেণীসমূহ হল জনগণের বড় বড় দল, যারা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক উৎপাদন প্রণালীতে স্বীয় অবস্থান দ্বারা, উৎপাদনের উপায়গুলিতে তাদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে স্বীকৃত ও নির্ধারিত) দ্বারা, শ্রমের সামাজিক সংগঠনের তাদের ভূমিকা দ্বারা, ও ফলত তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সামাজিক সম্পদের মাত্রা ও তা অর্জনের ধরণ দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক।'*

এখানে লেনিন শ্রেণীসমূহের প্রধান অর্থনৈতিক চারিত্র্যগুলি চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য রাজনীতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ভাবাদর্শ ইত্যাদিতেও প্রকটিত হয়। প্রতিটি শ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা, নৈতিকতা, ইত্যাদি থাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত, এই সবগুলিই অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য — সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য — দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

মৌলিকতম শ্রেণীচরিত্র হল উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক। এটাই অন্যান্য যাবতীয় চারিত্র্যের

---

* V. I. Lenin, 'A Great Beginning', *Collected Works,* Vol. 29, p. 421.

নির্ধারক। বস্তুত, সেজন্যই পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়ারা মৌলিক উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক, সে-ই সমাজের সৃষ্ট বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মূল্যের প্রধান অংশ মুনাফার আকারে আত্মসাৎ করে এবং কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনীতি ও ভাবাদর্শের পরিমণ্ডলেও সে প্রাধান্য বিস্তার করে।

উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখেই যে শ্রেণীগুলির স্বাতন্ত্র্য নির্ধারিত, এই সত্যের স্বীকৃতিই এক ব্যতিক্রমী তাৎপর্যশীল বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পেঁছে দেয়। শ্রেণীসমূহের উৎখাত ও একটি শ্রেণীহীন সমাজ নির্মাণ উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের সঙ্গে, লেনিনের ভাষায় **'উৎপাদনের উপায়গুলিতে** গোটা সমাজের মালিকানার নিরিখে **সকল** নাগরিককে **অভিন্ন** অবস্থানে দাঁড় করানোর'* সঙ্গে বিজড়িত। উৎপাদনের উপায়ে সর্বসাধারণের মালিকানা হল সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি। সেজন্যই যেসব পার্টি সমাজতন্ত্র নির্মাণরত বা সমাজতন্ত্র নির্মাণে ইচ্ছুক তাদের কর্মসূচিতে সমাজতান্ত্রিক ধারায় উৎপাদনের উপায়গুলি সামাজিকীকরণের দাবি এতটা অগ্রাধিকার পায়।

সর্বদাই শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। শ্রেণীসমূহের উৎপত্তির ধারা এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি-ড্যুরিঙ' ও 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

---

* V. I. Lenin, 'A Liberal Professor of Equality', *Collected Works,* Vol. 20, p. 146.

এঙ্গেলস বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীসমূহের উৎপত্তির প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রেণীসমূহের সৃষ্টি যে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক উপাদান ও বৈষয়িক উৎপাদন বিকাশের উপর নির্ভরশীল এঙ্গেলস তা সপ্রমাণ করেন।

আদিম কৌমসমাজ ব্যবস্থার পতনের কালপর্বেই শ্রেণী-সমূহের উদ্ভব ঘটে। এগুলি উদ্ভবের সর্বাধিক সাধারণ পূর্বশর্ত ছিল উৎপাদনী শক্তির বিকাশ — যা সৃষ্টি করেছিল উদ্বৃত্ত উৎপাদন, শ্রমবিভাগ, পণ্যবিনিময় ও উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা। উদ্বৃত্ত উৎপাদের উদ্ভব শোষণকে সম্ভবপর করে তুলেছিল। এর উদ্ভবের আগে কোন লোকের কাছ থেকে তার উৎপন্নটুকু নেওয়া ছিল লোকটিকে মেরে ফেলার সামিল। অতঃপর গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভবপর হওয়ার প্রেক্ষিতে মারাত্মক কোন পরিণাম ব্যতিরেকেই একজন আরেক জনের উদ্বৃত্ত উৎপাদ আত্মসাৎ করতে পারত: উৎপাদক তখনো বেঁচে থাকত, কাজ করত, অর্থাৎ সে আরও উদ্বৃত্ত সামগ্রী উৎপাদন করতে পারত। বিনিময় ধরনের বিকাশ ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছিল উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের সহায়ক। ফলত দেখা দেয় অর্থনৈতিক অসাম্য: কারও বেশি, কারও-বা কম, অনেকের কিছুই না। বিত্তহীনরা অতঃপর বিত্তবানদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

ইতিহাসের প্রথমতম শ্রেণীসমাজ ছিল দাসপ্রথাধীন সমাজ। শোষকশ্রেণী — দাসমালিকরা — গোড়ার দিকে গড়ে ওঠে গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ থেকে, কৌম ও

উপজাতীয় উচ্চবর্গের অর্থাৎ, পুরোহিত, মোড়ল ও সেনাপতিদের — পৃথকীভবন থেকে। শোষিত শ্রেণী গঠিত হয়েছিল যুদ্ধবন্দী সহ কৌম ও উপজাতির অন্তর্গত ঋণগ্রস্তদের দাসে পরিণত করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন সময়ে ও নির্দিষ্ট স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। ইতিহাসের গবেষণা অনুসারে, সর্বপ্রথম শ্রেণীসমাজ গড়ে উঠেছিল খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রাব্দের শেষ ও ৩য় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির মধ্যেই শ্রেণীগুলি কয়েক হাজার বছর ধরে টিকে রয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে অনগ্রসর ও সম্প্রতি ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকটি দেশে (নিরক্ষীয় আফ্রিকায়) শ্রেণীগঠন প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপই (আদিম কৌমসমাজ ব্যতিরেকে) নির্দিষ্ট শ্রেণীকাঠাম ও আন্তঃ-শ্রেণীসম্পর্ক দ্বারা সুচিহ্নিত, তাতে থাকে উক্ত সমাজের মুখ্য ও গৌণ শ্রেণীগুলি। মুখ্য শ্রেণীসমূহ হল সেইসব শ্রেণী, যেগুলি একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনী ধরনের সৃষ্টি। একটি বৈরগর্ভ শ্রেণীসমাজে যেখানে মৌলিক উৎপাদনের উপায়ের উপর যার মালিকানা থাকে সেখানে সে ও তার বিরোধী শোষিতরাই শ্রেণী হিসাবে স্বীকার্য। দাসপ্রথাধীন সমাজে দাস ও দাসমালিক, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষক ও সামন্তপ্রভু, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া হল বৈরগর্ভ সমাজসমূহের মুখ্য শ্রেণী। গৌণ শ্রেণীও থাকে, যারা

প্রধান উৎপাদনী ধরনের সৃষ্টি নয় (যেমন, দাসপ্রথাধীন সমাজে স্বাধীন কারিগর, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে কৃষক, ইত্যাদি)। অধিকন্তু, সমাজে বিবিধ স্তরও বিদ্যমান থাকে, যেগুলি শ্রেণী না হলেও মূলত শ্রেণীসম, যেমন — বুদ্ধিজীবী ও পুরোহিত বর্গ ইত্যাদি। শ্রেণীগুলিও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ সমসত্ত্ব নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, পুঁজিতন্ত্রের আওতায় শিল্পের ও কৃষির প্রলেতারিয়েত থাকে। বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেও রয়েছে পেটি-বুর্জোয়া বা মধ্যম বুর্জোয়া ও একচেটিয়া বুর্জোয়া।

কোন কোন জাতির মধ্যে জাতিভেদ প্রথা রয়েছে, যেখানে বংশানুক্রমিক ও অত্যন্ত পৃথকভাবে একটি জনসমষ্টি সমাজকাঠামোয় একটা নির্দিষ্ট স্থান দখল করে। যথানিয়মে এই ধরনের জাতিগুলির চিরাচরিত পেশা থাকত এবং তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল খুবই সীমিত। বহু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা এই জাতিগত কাঠামোর বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, মিশরের সুবিধাভোগী পুরোহিত শ্রেণী, জাপানের সামুরাই, ইত্যাদি। ভারতে জাতিভেদপ্রথা ছিল সর্বব্যাপ্ত।

কোন কোন দেশে জাতিভেদপ্রথা আজও প্রচলিত। জাতিভেদপ্রথা সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে সর্বদাই বাধা হয়ে ছিল এবং আজও ততোধিক বাধা হয়েই আছে। জাতিভেদ ও কুসংস্কার উৎখাত ব্যতিরেকে প্রাচ্যের অনগ্রসরতা দূরীকরণ অসম্ভব।

শ্রেণীসমূহের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীগুলির মধ্যে

সংগ্রাম দেখা দেয়। সকল বৈরগর্ভ সমাজেই যে শ্রেণী-সংগ্রাম বিদ্যমান ছিল তা ইতিহাস প্রমাণিত। মার্কস ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' পুস্তিকায় লিখেছিলেন যে জ্ঞাত সকল বৈরগর্ভ সমাজের ইতিহাস আসলে শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস। 'মুক্ত মানুষ ও দাস, আশরাফ ও আতরাফ, ভূস্বামী ও ভূমিদাস, বণিকসঙ্ঘ ও দিনমজুর, সংক্ষেপে শোষক ও শোষিত নিরন্তর পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল, চালিয়েছিল অবিরাম সংগ্রাম, কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো-বা প্রকাশ্যে, যা প্রত্যেকবারই শেষ হয়েছে সমাজের ব্যাপক বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে কিংবা সংগ্রামরত শ্রেণীগুলির সাধারণ ধ্বংসস্তূপে।'*

মেহনতিদের শ্রেণী-সংগ্রামে আতঙ্কিত বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা প্রমাণ করতে চান যে শ্রেণী-সংগ্রাম নিতান্তই আপতিক ঘটনা এবং তা ঐতিহাসিক প্রগতির প্রতিবন্ধ। এইসব উদ্ভাবন প্রত্যাখানক্রমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্যতা সপ্রমাণ করেছে।

শ্রেণীস্বার্থের বৈরগর্ভ প্রকৃতিই শ্রেণী-সংগ্রামের উৎস। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক ও পুঁজিপতির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী ও আপসহীন। শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়া নিজ শোষণ বৃদ্ধিতে, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংরক্ষণে ও তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য মজবুতে তৎপর। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে স্বীয়

* Karl Marx and Frederick Engels, 'Manifesto of the Communist Party', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Collected Works,* Vol. 6, 1976, p. 482.

অবস্থানজনিত কারণে শ্রমিক শ্রেণী শোষণ, ব্যক্তিগত মালিকানা, ওই ভিত্তিক সামাজিক নির্যাতন লুপ্তিতে এবং শোষক রাষ্ট্র ধ্বংসে উৎসাহী।

মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে বৈরগর্ভ গঠনরূপগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রামই সমাজবিকাশের চালিকাশক্তি। সমাজবিবর্তনের একটা পর্যায়ে শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্যভাবে সমাজবিপ্লবে পর্যবসিত হয়। আর বিপ্লব হল শ্রেণী-সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়, যখন বিপ্লবী শ্রেণীটি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটান হয়। সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে পুরনো থেকে নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপে উত্তরণ ঘটে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রগতি অর্জিত হয়। সমাজবিকাশের জরুরি কার্যসম্পাদনে বৈপ্লবিক শ্রেণী-সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই।

প্রতিটি বৈরগর্ভ গঠনরূপে সমাজের উৎপাদনী ধরন ও শ্রেণীকাঠাম দ্বারা নির্ধারিত শ্রেণী-সংগ্রামের নির্দিষ্ট স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ গভীর সামাজিক বৈপরীত্য ও শ্রেণীবৈরিতার একটি দৃষ্টান্ত। পুঁজিতন্ত্রের অগ্রগতির মুখে শ্রেণীবৈরিতা সরলতর হয়ে ওঠে, কেননা সমাজ তখন বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত, এই দুটি বিরোধী শ্রেণীর মধ্যে ক্রমাগত দ্বিধাবিভক্ত হতে থাকে। পূর্ববর্তী সংস্থিতিগুলির তুলনায় প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম অধিকতর সুসংগঠিত ও উন্নততর।

প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের প্রথমতম ধরন ছিল তার

অর্থনৈতিক সংগ্রাম, অর্থাৎ তার চলতি অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা (মজুরি বৃদ্ধি ও উন্নত শ্রমশর্তের জন্য সংগ্রাম, বেকারির বিরুদ্ধে লড়াই, ইত্যাদি)। এই সংগ্রামের সময়ই শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক সংগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ফল ফলায়। তবু তা মৌলিক সমস্যাবলী সমাধান করতে পারে না: এটা গোটা শ্রমিক শ্রেণীকে একটি অখণ্ড এককে সংগঠিত করতে পারে না, রাজনৈতিক সংগঠনগুলি একে অনুসরণ করে মিলিত হয় না, শ্রেণীচেতনা স্বরূপ লাভ করে না।

রাজনৈতিক সংগ্রাম হল মেহনতি ও জনগণের অন্যান্য নির্যাতিত অংশের স্বার্থোন্নয়নের, রাজনৈতিক শক্তিতে ভাগীদার হওয়ার সংগ্রাম এবং পরিশেষে, রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

রাজনৈতিক সংগ্রামের জ্ঞানগত ভিত্তিস্বরূপ ভাবাদর্শগত সংগ্রাম ছাড়া, রাজনৈতিক লক্ষ্যের তত্ত্বীয় সত্যায়ন ছাড়া, শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষাদান ছাড়া, তাদের পক্ষে সজ্ঞান ধরনে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভবপর নয়।

আজ শ্রেণী-সংগ্রাম যুগচারিত্র্যের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। মানবসমাজের বিকাশের একটি চূড়ান্ত হেতু হিসাবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব, পুঁজিতন্ত্রের বর্ধমান সাধারণ সংকট এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব —

এইসবই শ্রেণী-সংগ্রামের আধার ও আধেয়ের উপর উল্লেখ্য প্রভাব ফেলেছে।

আজ প্রতিটি দেশে পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে মেহনতিদের সংগ্রাম যে বিশ্ববৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একাংশ হয়ে উঠেছে — যাতে রয়েছে বুর্জোয়া দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ছাড়াও বিদ্যমান সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ — তার যাথার্থ্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আজ যেকোন উন্নত বা উন্নয়নশীল পুঁজিতান্ত্রিক দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে দুটি বিশ্বব্যবস্থার আন্তর্জাতিক (বৈশ্বিক) সংঘাত সহ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী বিকশিত সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন থেকে পৃথক করা কঠিন।

ইদানীং শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতিদের রাজনৈতিক সংগঠন বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ও মার্কসবাদী পার্টিগুলির আয়তন নিরন্তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ প্রায় ১০০ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি রয়েছে এবং সর্বমোট কমিউনিস্টদের সংখ্যাও ৭ কোটি পেরিয়েছে। পুঁজিতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কেবল পশ্চিম ইউরোপেই ৮ লক্ষের মতো মানুষ গত এক দশকে এই পার্টিতে যোগ দিয়েছে। সংগ্রামের প্রধান ধরনগুলি ক্রমেই মিলিত, মিশ্রিত হচ্ছে, রাজনৈতিক আন্দোলন বাড়ছে।

সমাজের মধ্যস্তর, বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশের

মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের সামাজিক ভিত্তি বিস্তৃত হচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে যুবসমাজ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের দিকে তাদের কার্যকলাপ এগোচ্ছে, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে।

শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্ভাবনা ও শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবাদ ও শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কেননা কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক নতুন লোকজন কোন কোন সময় বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও মানসিকতা বয়ে আনে। শোধনবাদ হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ উন্নয়নের অজুহাতে তা সংস্কারের প্রচেষ্টা। এটা সুবিধাবাদে পৌঁছয়: শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি প্রত্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা ও পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রত্যাহার করে। এই উভয় ঘটনাই বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও মানসিকতার ফল।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ভাবাদর্শী ও মার্কসবাদের শোধনবাদী সমালোচকরা বর্তমানের পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের তাৎপর্য অস্বীকার করেন। ব্রিটিশ লেবর পার্টির তাত্ত্বিক নেতৃবৃন্দের মতামত এরই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অতীতে শ্রেণীগত রাজনৈতিক সংঘাতের অনিবার্যতা অস্বীকার না করেও তাঁরা এখন জোর দিয়ে বলেন যে ব্রিটেনে এই ধরনের অসঙ্গতির বিদ্যমানতার কোন ভিত্তি নেই এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলি সহ শ্রেণীগত সুবিধাদির ক্ষেত্রে মতানৈক্যগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থার আওতায় সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব। কিন্তু ব্রিটেনে শ্রমিক শ্রেণীর সত্যিকার অবস্থান লেবর পার্টির নেতাদের এই মতের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিশীল নয়। পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ব্রিটেনেও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত সংঘাত সহ শ্রেণীসংঘাতও একটি সাধারণ ব্যাপার। বলা বাহুল্য, মেহনতিদের পরিচালিত আজকের শান্তি-আন্দোলনের একটি শ্রেণীগত দিকও রয়েছে। পারমাণবিক ধ্বংসের আশঙ্কার বিরুদ্ধে আন্দোলন আসলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্রের জনস্বার্থবিরোধী কর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই সামিল।

কোন কোন তাত্ত্বিক নিজেদের মেহনতিদের বন্ধু, এমনকি মার্কসবাদী ঘোষণা করেও শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-বৈরিতাকে জাতিসমূহের মধ্যেকার, অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্র জাতিগুলির মধ্যেকার বৈরিতা দিয়ে বদলাতে চান। তাঁদের মতে আফ্রিকার জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও শ্রেণী-সংগ্রাম মূলত ওইসব দেশের স্বকীয় মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অসঙ্গতির শর্তাধীন নয়, দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের — 'পাশ্চাত্য', যা নাকি উদারনৈতিক ও আপসপন্থী, এবং 'প্রাচ্য', যা আক্রমণাত্মক ও কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট — সংঘাতের আওতাধীন। তাঁদের দৃঢ় অভিমত: 'প্রাচ্য' জাতীয়তাবাদের মজবুতি মানবজাতির পক্ষে এক চরম বিপদের সামিল। কিন্তু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য হল জাতিসমূহের মধ্যেকার সংঘাত, ও সেগুলির প্রতিরূপ হিসাবে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদের

ভাবাদর্শ শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য। শেষোক্তের সমাধান জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সহজতর করে তোলে। এটা সেই জাতীয়তাবাদ নয় যা জাতিসমূহের মধ্যে শত্রুতা জন্মায়, এটা প্রলেতারীয় ও সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ, যা বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর চিরাচরিত নীতি।

'বিশ্ব-নগর' ও তার বিরোধী 'বিশ্ব-গ্রামাঞ্চল' তত্ত্ব শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতিদের সংগ্রামকে, আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বৈপ্লবিক আন্দোলনে তা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃভূমিকার স্বীকৃতির বিরুদ্ধেই মূলত পরিচালিত। এই মতবাদের অনুসারীরা মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির মূল্যায়নে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির স্থলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের, উত্তর ও দক্ষিণের জনগণের মধ্যেকার স্বকপোলকল্পিত বৈরিতাকেই বসান।

## সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসমূহ

মার্কসবাদই প্রথম প্রমাণ করে যে সমাজের শ্রেণীবিভাগ ঐতিহাসিকভাবে অস্থায়ী এবং এই ধরনের বিভাগ ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাধান্যের অধীন যুগগুলিরই কেবল স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, শ্রেণীসমূহ উৎখাত কোন একক কর্মকাণ্ড নয়, একটি ঐতিহাসিক যুগের কর্মকাণ্ড। এই লক্ষ্যের প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সোপান হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে

উত্তরণের ক্রান্তিকাল। সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথবর্তী সকল দেশের পক্ষে এই পর্যায় উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজের শ্রেণীকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহুকাঠাম হয়ে ওঠে। এই কালপর্বে অধিকাংশ দেশেই তিনটি শ্রেণী থাকে: সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক শ্রেণী, মূলত ক্ষুদ্রায়ত অর্থনৈতিক কাঠামোর অনুষঙ্গী মেহনতী কৃষক এবং পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত শহর ও গ্রামাঞ্চলের পুঁজিবাদী অংশ। শ্রমিক শ্রেণী তখন সমাজের নেতৃত্বে উন্নীত হয়। পুঁজিবাদী অংশের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তারা নিজ অবস্থানের অনেকটাই হারায় (তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে না, তাদের সম্পত্তির একাংশ জাতীয়কৃত হয়, ইত্যাদি)।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে বৈরগর্ভ শ্রেণীসমূহের বিদ্যমানতার প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে শ্রেণীশক্তিগুলির পারম্পর্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পৃথক হয়ে থাকে: শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা পায় আর বুর্জোয়ারা তা হারায়। উত্তরণকালের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হওয়ার দরুন তখন শ্রেণী-সংগ্রামের ধরনও বদলে যায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রথম কয়েক বছরের অর্জিত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনাক্রমে

লেনিন শ্রেণী-সংগ্রামের নিম্নোক্ত ধরনগুলির উল্লেখ করেন: ১) শোষকদের প্রতিরোধ দমন; ২) গৃহযুদ্ধ; ৩) পেটি-বুর্জোয়া, বিশেষত কৃষকসমাজকে 'প্রশমন'; ৪) বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগান; ৫) নতুন শ্রমশৃঙ্খলা প্রবর্তন। প্রথম ধরনটি সর্বজনীন ও সকল দেশের পক্ষে অপরিহার্য। দ্বিতীয় ধরনটি অপরিহার্য নয়। এটা রাশিয়ায় ঘটেছিল যেখানে দেশ ও বিদেশের প্রতিবিপ্লবীরা মেহনতিদের উপর একটি গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় জনগণকে মার্কিন আগ্রাসক ও তার স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চালাতে হয়েছিল। কিন্তু অন্য কয়েকটি দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম এতটা তীব্র হয়ে ওঠে নি। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে শ্রেণীসম্পর্ক বিকাশের স্বকীয় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে এইসব দেশে শ্রেণীকাঠাম ছিল খুবই জটিল, কেননা তাদের অর্থনীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বিকৃত, এবং কোন-কোনটিতে বিদ্যমান পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক ছিল সামন্ততান্ত্রিক, প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক, এমনকি প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের সঙ্গে বিজড়িত। লেনিন বাব বার বলেছেন যে অত্যুন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কঠিনতর, কিন্তু বিপ্লব ঘটে গেলে সেখানে সমাজতন্ত্র নির্মাণ সহজতর ও কম সময়সাপেক্ষ।* এইসঙ্গে অনুন্নত দেশে

---

* দ্রষ্টব্য: V. I. Lenin, 'Extraordinary Seventh Con-

বিপ্লব ঘটান সহজতর হলেও 'তা চালিয়ে নেওয়া ও সম্পূর্ণ করা খুবই কঠিন।'* লেনিন নিম্নোক্ত সাপেক্ষতাগুলি সূত্রবদ্ধ করেন: 'একটি দেশ যত বেশি অনগ্রসর তা ইতিহাসের সর্পিল পথের দরুন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করতে পারে সেটা প্রমাণিত হলেও সেই দেশের পক্ষে পুরনো পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কে উত্তরণ তত বেশি কঠিন হয়।'** এই ধরনের দেশগুলি পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে বৈশিষ্ট্যানুসারে যেসব কর্মকাণ্ডের সম্মুখীন হয় সেগুলি: শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয় বাহিনী গঠন, নিজ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ়করণ, দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

---

gress of the R.C.P.(B), March 6-8, 1918. Political Report of the Central Committee, March 7', *Collected Works,* Vol. 27, 1977, p. 93; 'Session of the All-Russia C.E.C., April 29, 1918', *Collected Works,* Vol. 27, p. 291; 'Report Delivered at a Moscow Gubernia Conference of Factory Committees, July 23, 1918', *Collected Works,* Vol. 27, p. 547.

* V. I. Lenin, 'Report Delivered at a Moscow Gubernia Conference of Factory Committees, July 23, 1918', *Collected Works,* Vol. 27, p. 547.

** V. I. Lenin, 'Extraordinary Seventh Congress of the R.C.P.(B.), March 6-8, 1918. Political Report of the Central Committee, March 7', *Collected Works,* Vol. 27, p. 89.

অনগ্রসরতা উত্তরণ, উপজাতীয় বা বর্ণগত অহমিকার বিরুদ্ধে লড়াই, ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের অর্থ — উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা ও শোষক শ্রেণী উৎখাত। সমাজের শ্রেণীকাঠামোর তখন আমূল পরিবর্তন ঘটে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ — মেহনতিদের সমাজ। সমস্ত মেহনতির মৌলস্বার্থ তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্য বৃদ্ধি করে। এই ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক বিজয় ও শ্রেণীহীন সমাজের দিকে একটি অগ্রপদক্ষেপ। কিন্তু, শোষক শ্রেণী ও শ্রেণীবৈরিতা বিলোপ সাধারণভাবে শ্রেণীসমূহের লুপ্তি বোঝায় না।

সমাজতন্ত্রের অধীনে শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্বের মূলে থাকে উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তখনো বিদ্যমান পার্থক্য ও কাজের ধরনের পর্যাপ্ত পার্থক্য। শ্রমিক শ্রেণী সামাজিক মালিকানার সঙ্গে যুক্ত থাকে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সমাজতন্ত্রের অধীনে কৃষকরাও সমাজতান্ত্রিক মালিকানার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু দলগতভাবে, সমবায়ী মালিকানায়। মানসিক ও কায়িক শ্রমে কর্মরতদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের দরুন বুদ্ধিজীবীরাও একটি স্বাধীন সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে টিকে থাকে। মননকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গঠিত।

শ্রেণীসমূহ ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে ঘনিষ্ঠতর করা ও ক্রমান্বয়ে সেগুলির মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্যের

বিলোপ ঘটান হল উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিকভাবে এই প্রক্রিয়া সর্বোপরি দুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক মালিকানার ঘনিষ্ঠতা বিধানের এবং সর্বসাধারণের মালিকানায় সেগুলির একত্রীভবনের সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল। মানসিক ও কায়িক শ্রমে নিযুক্ত মানুষের মধ্যেকার পর্যাপ্ত পার্থক্যও লোপ পাচ্ছে। কিন্তু, সমাজতন্ত্রের অধীনে, বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের বিস্তারের ফলে শ্রম ক্রমবর্ধমান হারে মননশীল হয়ে উঠছে: শ্রমিকের জন্য এখন অধিকতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও শ্রমপ্রক্রিয়ায় মননশীল অবদান যোজন প্রয়োজন। এদিক থেকে মননশীল কার্যকলাপ (অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়র, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইত্যাদি কাজ) ক্রমেই অধিকতর প্রযুক্তিশাসিত হয়ে উঠছে, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দাবি করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে অনেকটাই এগিয়েছে।

শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য বিলোপের প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তা সংগঠন ও পরিচালনা করছে। কমিউনিজমের বিজয়ের সঙ্গে একটি সমসত্ত্ব সমাজগঠনের কর্মকান্ড সম্পূর্ণ হবে।

শ্রেণী ও শ্রেণীসম্পর্কের তত্ত্বটি মার্কসবাদী প্রণালীবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার পূর্বশর্তাধীন এবং সেই চাহিদা হল শ্রেণীসমাজে সামাজিক ঘটনাবলীর একটি শ্রেণীগত বিশ্লেষণ জানা ও দেয়া। একটি সামাজিক ব্যাপার বা ঐতিহাসিক ঘটনা শুদ্ধভাবে উপলব্ধি ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন

তার শ্রেণীগত আধেয় বা শ্রেণীগত দিকগুলি ব্যাখ্যা করা, তার পেছনে কোন্ কোন্ শ্রেণী অবস্থিত ও পরিশেষে তারা কার স্বার্থ পূরণ করছে সেগুলি জানা। লেনিনের ভাষায়: 'রাজনীতিতে জনসাধারণ সব সময়ই প্রবঞ্চনার, আত্মপ্রবঞ্চনার নির্বোধ শিকার হয়েছে এবং সর্বদাই তাই হবে যতদিন না তারা সকল নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বুলি, ঘোষণা ও আশ্বাসের আড়ালে লুকান কোন-না-কোন শ্রেণীর স্বার্থগুলি খুঁজতে শিখবে।'*

সর্বকালের সবগুলি রাজনৈতিক পার্টিই কোন-না-কোন শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছে, কিন্তু এদের সবগুলি কখনই খোলাখুলিভাবে নিজ নিজ শ্রেণীসংগ্রাম ও সত্যিকার লক্ষ্য ঘোষণা করে না। শোষক শ্রেণীসমূহ ও পার্টিগুলি প্রায়ই পার্টি-বহিস্থতা ও 'বিষয়মুখিনতা'র মুখোশে নিজেদের আড়াল করার প্রয়াস পায়। সেকেলে সামাজিক সম্পর্কের ভাবাদর্শগত রক্ষকরা প্রধানত শ্রেণীগত অসঙ্গতি ও সামাজিক ঘটনার শ্রেণীগত আধেয়কে অস্বচ্ছ করে তোলার চেষ্টা করেন। সেজন্য লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে পার্টিগুলি তাদের নাম, ঘোষণা বা কর্মসূচি নিরিখে বিচার্য নয়, বিচার্য তাদের কার্যকলাপের নিরিখে।**

---

* V. I. Lenin, 'The Three Sources and Three Component Parts of Marxism', *Collected Works,* Vol. 19, p. 28.

** দ্রষ্টব্য: V. I. Lenin, 'The Grand Total', *Collected Works,* Vol. 17, 1974, p. 294.

কমিউনিস্টরা তাদের ভাবাদর্শ ও রাজনীতির শ্রেণীগত অভিমুখিনতা খোলাখুলি স্বীকার করে। বস্তুত তাদের পার্টির প্রতিশ্রুতি লুকানোর কোন হেতু নেই, কেননা এই অবস্থানটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সম্পূর্ণ অনুসারী। সমাজবিকাশের বিষয়গত ধারা হল শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক পরিচালিত মেহনতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্নিপাতী, কেননা তারা একটি নতুন, কমিউনিস্ট ব্যবস্থা দ্বারা পুঁজিতন্ত্রকে বদলাতে ইচ্ছুক এবং ওই ইতিহাসসঙ্গত প্রয়োজনীয় কর্মসম্পাদনে দায়বদ্ধ। নিজের মৌলিক লক্ষ্যার্জনের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন সমাজ বিকাশের নিয়মাবলী, যাতে সমাজবাস্তবতা প্রতিফলিত হবে সর্বাধিক যথাযথ ও নিখুঁত ভাবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই সত্য থেকেই এগোয় যে সামাজিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যতটা অটলভাবে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়, ফলাফলও ততটাই নিখুঁত ও কার্যকর হয়ে থাকে। এইসঙ্গে সমাজবিকাশের নিয়মাবলীর জ্ঞান যত গভীর হয় বিকাশের পূর্ণতাও ততটাই শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির স্বার্থের সন্নিপাতী হয়ে ওঠে।

লেনিনের রচনাবলীতে সামাজিক ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াসমূহের প্রদত্ত বিশ্লেষণ — বৈজ্ঞানিক বিষয়মুখিনতা ও শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্বচ্ছ মূল্যায়ন — এই দুয়ের আঙ্গিক ঐক্যের জন্য সর্মাধিক প্রসিদ্ধ।

বিষয়টি গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব প্রসঙ্গে লেনিনের

ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা সব ধরনের সুবিধাবাদী ও দলত্যাগীরা সর্বদাই অত্যন্ত স্থূলভাবে বিকৃত করেছে। 'শুদ্ধ গণতন্ত্র', 'সকলের জন্য গণতন্ত্র' ও 'সার্বিক গণতন্ত্র' সম্পর্কিত অলস চিন্তাগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লেনিন দেখান যে শ্রেণী-ঊর্ধ্ব কোন গণতন্ত্র নেই, হতেও পারে না। বুর্জোয়া গণতন্ত্র কিংবা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই কেবল সম্ভব। আলোচ্য সমাজে বিদ্যমান মালিকানার সম্পর্ক দ্বারা ও ক্ষমতাসীন শ্রেণী দ্বারাই গণতন্ত্রের চারিত্র্য নির্ধারিত।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল শোষিত সংখ্যাগুরুর উপর বিত্তশালী সংখ্যালঘুর ক্ষমতা প্রয়োগ। 'সর্বজনীনভাবে একনায়কত্ব' বলাও ভুল। একটি নির্দিষ্ট, প্রভাবশালী শ্রেণী নিজ অবস্থান অটুট ও দৃঢ় করার লক্ষ্যে সর্বদাই একনায়কত্ব প্রয়োগ করে। যেকোন ধরনের বুর্জোয়া গণতন্ত্রই আসলে মেহনতিদের উপর শোষক সংখ্যালঘুর একনায়কত্ব। পক্ষান্তরে, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল মেহনতিদের স্বার্থে ও তাদের সঙ্গে একযোগে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক আধিপত্য। এটি নগণ্য সংখ্যালঘু, ক্ষমতাচ্যুত বিত্তশালী শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত।

সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্গত জটিল ও অসঙ্গতিপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলির শুদ্ধ বিশ্লেষণের জন্য সামাজিক ঘটনাবলী পরীক্ষায় শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা হল বাস্তব পরিস্থিতি পরীক্ষার চাবিকাঠি ও সমাজবিকাশের জরুরী কর্তব্য মোকাবিলার একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা।

চতুর্থ অধ্যায়

# সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন

## রাজনীতি ও যুদ্ধ

শ্রেণীসমূহ উৎপত্তির পর সেগুলি একটি নতুন সামাজিক ঘটনা সৃষ্টি করেছিল যার নাম রাজনীতি। রাজনীতি হল একটি দেশের শ্রেণী, জাতি ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বলবৎ সম্পর্ক। রাজনীতি শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার যাবতীয় ও যেকোন সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত করে না, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, সেই প্রণালী, দিক্‌স্থিতি, পদ্ধতি ও উপায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কগুলিকেই কেবল অন্তর্ভুক্ত করে। এতে থাকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক, বিভিন্ন পার্টির মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ লড়াই, ইত্যাদি। লেনিনের সংজ্ঞার্থ অনুসারে রাজনীতি হল 'রাষ্ট্র ও সরকারের সঙ্গে যাবতীয় শ্রেণী ও স্তরের'* সম্পর্ক।

* V. I. Lenin, 'What Is To Be Done?', *Collected Works,* Vol. 5, 1977, p. 422.

আমরা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা একটি রাষ্ট্রভুক্ত শ্রেণী, পার্টি ও জাতিগুলির সম্পর্ক এবং বহিঃসম্পর্কে বিজড়িত বহিস্থ রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করি। এ দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং পূর্বোক্তই এখানে নির্ধারক।

ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত যে বৈদেশিক রাজনীতি বস্তুত দেশিক রাজনীতিরই সম্প্রসারণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আচরণ বহুলাংশে দেশে শাসকশ্রেণীর আচরণেরই সদৃশ। শোষক সমাজে অভ্যন্তরীণ শোষণের নীতিকে অন্যান্য জাতিকে দাসত্ববন্দী করার চেষ্টা ও তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হুমকি ও আগ্রাসন নীতির মাধ্যমে বাহ্যত সুস্থিত করা হয়। ঘটনাটি একালের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে, এবং বিশেষত অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ এই উভয়তই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে সত্য।

আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক এবং প্রায়শই তা জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধ বাধায়। বৈরগর্ভ শ্রেণীসমূহ শাসিত সমাজই মূলত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রাম হিসাবে যুদ্ধের স্রষ্টা। যুদ্ধ হল অন্যতর উপায়ে, হিংস্র উপায়ের রাজনীতিরই সম্প্রসারণ। লেনিনের ভাষায়: 'একটি রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি শ্রেণী কর্তৃক যুদ্ধের পূর্বে দীর্ঘকাল অনুসৃত নীতি সেই শ্রেণী যুদ্ধকালেও অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে থাকে, কেবল বদলায়

প্রয়োগের ধরনটি।* সেজন্যই শোষকশ্রেণীগুলির নির্যাতনমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতির ফলেই অন্যায় ও লুণ্ঠনমূলক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধে। ন্যায়যুদ্ধ হল শোষিত শ্রেণী ও জাতিগুলির পরিচালিত সামাজিক বা জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম (গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ)। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তা সত্য। নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ ও ইউরোপের অন্যান্য জাতির যুদ্ধ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ও কোরিয়ার যুদ্ধগুলি ন্যায়যুদ্ধ।

সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় বিশ্বের সামনে যুদ্ধহীন একটি নতুন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা করেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যুদ্ধস্রষ্টা সামাজিক বৈরিতার এবং যুদ্ধ ও অস্ত্রপ্রতিযোগিতার স্বার্থানুষঙ্গী শ্রেণীসমূহের অনুপস্থিতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তি ও জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রীর বৈদেশিক নীতিতে প্রতিফলিত হয়।

ইদানীং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব এবং সকল দেশের ব্যাপক জনসাধারণ কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিনীতির প্রতি প্রদর্শিত সমর্থনের কল্যাণে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক অভীপ্সা দমন ও সমাজ-জীবন থেকে যুদ্ধলুপ্তি সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

---

* V. I. Lenin, 'War and Revolution', *Collected Works,* Vol. 24, 1977, p. 400.

জাতিসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে কোন বিকল্প নেই, যুদ্ধলোপ ও পারমাণবিক সংঘাতরোধ অধিকতর সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের যে একমাত্র পথ, এখন তা বহু জাতির কাছেই স্পষ্ট।

একটি সমাজে শ্রেণীসমূহ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সম্পর্কগুলি বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, ইউনিয়ন, সমিতি, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে, যেগুলি নিয়ে গঠিত হয় সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল এককগুলি হল রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসমিতি, যুবলীগ ও অন্যান্য সংগঠিত প্রতিষ্ঠান।

এগুলির কয়েকটির নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চারিত্র্য বিদ্যমান এবং তদ্দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবস্তু গঠিত (রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, যুবলীগ ও অন্যান্য), এবং অন্যগুলি (লেখক, শিল্পী, সুরকার, ইত্যাদি ইউনিয়ন, ক্রীড়াসংঘ, সাংস্কৃতিক সমিতি প্রভৃতি) শ্রেণীগত দৃষ্টিকোন থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না হলেও উল্লেখ্য রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত নয়।

শাসক শ্রেণীগুলি প্রধানত রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলির উপর নির্ভরতাসহ রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজ শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখে ও নিজ শাসন প্রয়োগ করে।

কেবল শ্রেণীশাসিত সমাজেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে। শ্রেণীসম্পর্কের ধরন সাপেক্ষে তা বৈরগর্ভ বা বৈরিতামুক্ত হতে পারে।

বৈরগর্ভ শ্রেণীসমূহ সহ সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠাম জটিলতর হয়ে থাকে। শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব তাকে অসম শক্তির দুটি সংগ্রামরত অংশে বিভক্ত করে: শাসক শ্রেণীর সংগঠন ও সংস্থাসমূহ, যদ্দ্বারা সে নিজ একনায়কত্ব আরোপ করে এবং শোষিত শ্রেণীর সংগঠন (তার রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ইত্যাদি), যার মাধ্যমে সে মুক্তিসংগ্রাম চালায়।

একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীগুলি ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ক আসলে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক। ফলত, রাজনৈতিক সংগঠন ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কগুলির নিয়ন্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি ঘনবদ্ধ, সমন্বিত প্রণালী হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজে এর মূল এককগুলি: ১) সর্বসাধারণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র; ২) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবস্তু); ৩) গণসংগঠনগুলি; ৪) শ্রমসমবায়সমূহ।

## রাষ্ট্র

রাষ্ট্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল একক। রাষ্ট্র-সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীতে বিবৃত: ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ‘পরিবার, ব্যক্তিগত

মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' ও 'অ্যাণ্টি-ড্যুরিঙ' ; ভ.ই. লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' এবং 'রাষ্ট্র'।

এককালে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের ফলশ্রুতিতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। আদিম কৌমে রাষ্ট্র ছিল না, রাষ্ট্রের প্রয়োজনও ছিল না, যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী ছিল না। সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হত রেওয়াজ ও ঐতিহ্যের বলে, জনগণের সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধি — বয়ঃজ্যেষ্ঠ বা উপজাতীয় পরিষদের শাসনে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক অসাম্যের, শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণীবৈরিতার উদ্ভব ঘটে উৎপাদনী শক্তি বিকাশের ফলশ্রুতিতে। অতঃপর বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বৈরগর্ভ স্বার্থের বিদ্যমানতার প্রেক্ষিতে যৌথভাবে সামাজিক ব্যাপারগুলির সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্যটিকে শোষণের অধিকার টিকিয়ে রাখা, সমাজের সংখ্যাগুরু — নির্যাতিত জনগণকে দাবিয়ে রাখা, অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এজন্যই গঠিত হয় রাষ্ট্র। 'রাষ্ট্র হল শ্রেণী-বৈরিতার **আপসহীনতার** সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। সেখানেই রাষ্ট্রে উদ্ভব ঘটেছিল যখন ও যতদূর শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিষয়গতভাবে **মীমাংসাতীত হয়ে** উঠেছিল।*

রাষ্ট্র একটি শ্রেণী-নির্ধারিত সত্তা। একটি বৈরগর্ভ সমাজে অর্থনৈতিকভাবে আধিপত্যকারী শ্রেণীই রাষ্ট্রের

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works,* Vol. 25, 1980, p. 392.

নিয়ন্তা, যে-শ্রেণী নিজ শ্রেণীশত্রুদের অবদমনের জন্য প্রধানত তা ব্যবহার করে। লেনিন লিখেছিলেন: 'রাষ্ট্র একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে অবদমনের একটি যন্ত্র, অন্যতর পদানত শ্রেণীগুলিকে একটি শ্রেণীর আয়ত্তে রাখার যন্ত্র।'*

শোষণমূলক রাষ্ট্রের দুটি মৌলিক কর্ম (লক্ষ্য) রয়েছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতিতে সম্পাদিত অভ্যন্তরীণ কর্ম হল অবদমিত, শোষিত জনগণকে নিয়ন্ত্রণ এবং আমলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, বিচার বিভাগ, জেলখানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ্য নির্যাতন দ্বারা তা অর্জন। রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতিতে সম্পাদিত তার বহিস্থ কর্মও অভ্যন্তরীণ কর্ম থেকে উদ্ভূত হয় এবং তা নির্ভরযোগ্য সামরিক প্রতিরক্ষা যোগান সহ অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক ও রাজনৈতিক আক্রমণে সাফল্যের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করে।

অতীতের মতো আজও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেকটি ধরনের উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিসঙ্গী নির্দিষ্ট ধরনের রাষ্ট্র থাকে। রাষ্ট্রের ধরন তার শ্রেণীগত মর্মবস্তুকে প্রকটিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রগুলি যে-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক সর্বোপরি তারা সেই নিরিখেই বিভিন্ন হয়ে থাকে। ইতিহাসে আছে চারটি মৌলিক ধরনের রাষ্ট্র: দাসপ্রথাধীন,

---

* V. I. Lenin, 'The State', *Collected Works,* Vol. 29, p. 380.

সামন্ততান্ত্রিক, পংজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অ-মৌলিক ধরনের রাষ্ট্রও রয়েছে। আজকের মোট দেড় শতাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক, পংজিতান্ত্রিক এবং সমাজতন্ত্রমুখী বা পংজিতন্ত্রমুখী উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। বিশ্বের জনসংখ্যা ২০০০ জাতি, জাতিসত্তা ও বর্ণগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাতে রয়েছে কয়েক শ' মানুষের ক্ষুদ্র উপজাতি থেকে বহু কোটি মানুষের বৃহৎ জাতিসমূহ।

মুখ্য শ্রেণী কীভাবে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে তদনুযায়ী রাষ্ট্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে। শাসনের ধরনগুলি ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, শ্রেণীশক্তিগুলির পারম্পর্য ও বাহ্যিক প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। একটি রাষ্ট্র রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র হতে পারে। রাজতন্ত্রের পক্ষে স্বৈরতন্ত্র বা একক ব্যক্তির (রাজা, সম্রাট, শাহ্, ইত্যাদি) নিয়মতান্ত্রিকভাবে সীমিত শাসন থাকা সম্ভব। একটি প্রজাতন্ত্র নির্বাচিত সংস্থা দ্বারা শাসিত হয়। অধিকাংশ বুর্জোয়া রাষ্ট্রই প্রজাতন্ত্র (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, ইত্যাদি)। কোন কোন পংজিতান্ত্রিক দেশে রাজতন্ত্র, যথানিয়মে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (বেলজিয়ম, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান. মরোক্কো, প্রভৃতি) রয়েছে।

সরকারের পদ্ধতি অনুসারে ঐক্যরাষ্ট্র (একটি সত্তা) ও যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেশন) রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র হল আইনগতভাবে আপেক্ষিক স্বাধীন কয়েকটি রাষ্ট্রের একটি ইউনিয়ন, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসমূহ, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের এলাকাগুলি, সোভিয়েত

ইউনিয়নের ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহ, ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত হিসাবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন হল ১৫টি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে বহুজাতিক দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতার একটি ইতিহাসসম্মত স্থায়ী ধরন তা প্রমাণিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের মর্মবস্তু নির্ধারণের গুরুত্ব সমধিক। রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা হল ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যবহৃত পদ্ধতিপুঞ্জ, যা থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি বাস্তবায়িত হওয়ার মাত্রাটি নির্ধারণ করা যায়। ইদানীংকালের বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার ধরনগুলি: সংসদীয়, সামরিক একনায়কত্ব, ফ্যাসিস্ট, আধা-ফ্যাসিস্ট, ইত্যাদি।

পুঁজিতন্ত্রের প্রবক্তারা মেহনতিদের প্রবঞ্চিত করেন এবং আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রগতিশীল ভূমিকা দেখান, যাকে তাঁরা সকল শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের প্রতি সমান যত্নশীল 'কল্যাণমুখী' রাষ্ট্র হিসাবে চিত্রিত করে থাকেন। কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্র (তার শাসনের ধরন যতই গণতান্ত্রিক হোক) আসলে বুর্জোয়া একনায়কত্ব দ্বারা মেহনতিদের অবদমনের প্রথমত ও প্রধানত একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। লেনিন একাধিক বার বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্র, প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও

রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তি সংকুচিত হচ্ছে। একদা এটা বৃহৎ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়ার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত স্তরের প্রতিনিধিত্ব করত, আর আজ তা একচেটিয়া বুর্জোয়ার ব্যাপারগুলি দেখাশোনার একটি পূর্ণাঙ্গ সমিতিতে পর্যবসিত হয়েছে। একচেটিয়াদের ধনদৌলত বৃদ্ধি, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দমন, পুঁজিতন্ত্র রক্ষা ও আগ্রাসী যুদ্ধচালনার জন্য সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়াবর্গ ও রাষ্ট্রকে একটি অভিন্ন শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের ব্যাপক বিকাশকে এগিয়ে নেয়।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ কর্মনীতির উভয়টিই মূলগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ও সেগুলি ব্যাপক জনসাধারণের বিরুদ্ধে পরিচালিত। বুর্জোয়া রাষ্ট্র আজ শ্রম-পুঁজি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রবলভাবে হস্তক্ষেপ করে, প্রায়শই মজুরি ও বেতনের আংশিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, ধর্মঘট সীমিত বা নিষিদ্ধ করে ও ট্রেড ইউনিয়নের উপর চাপ প্রয়োগ করে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র বিকশিত হওয়ার অনুষঙ্গ হিসাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির জাতীয় অর্থনীতি অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো দৃষ্টান্তহীন পরিসরে সামরিকীকৃত হয়ে ওঠে। সামরিক-যন্ত্রশিল্প সমাহারের (অস্ত্রপ্রতিযোগিতা থেকে লাভবান ও সামরিক বাহিনীর ঘনিষ্ঠ বুর্জোয়া) শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক ও দেশিক নীতির একমাত্র নিয়ন্তা সামরিক-যন্ত্রশিল্প সমাহার এবং তারাই

আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে বাধাসৃষ্টির হোতা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল মর্মবস্তুর নিকৃষ্টতম রূপ এই সমরবাদ আজ শান্তি ও পৃথিবীতে জীবনের পক্ষে মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করেছে।

মূলগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী বিধায় বুর্জোয়া রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ রূপায়ণে বা সমাজের কোন আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তনে ব্যবহার্য নয়। বৈরগর্ভ সমাজে জনগণকে শোষণ, দমন ও নির্যাতনের জন্য রাষ্ট্রকে কাজে লাগান হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সব ধরনের শোষণলুপ্তি ঘটায়। সেজন্য এই লক্ষ্যার্জনে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা অসম্ভব বটে। মেহনতিরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে একে অবশ্যই ভেঙ্গে ফেলবে এবং একটি নতুন প্রলেতারীয় রাষ্ট্র দ্বারা তা বদলাবে। যেসব রাষ্ট্র পুঁজিতন্ত্র উৎখাত ও সুদূরপ্রসারী সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনে ইচ্ছুক তাদের সকলের জন্যই তা সমান সত্য এবং এটা সফল বিফল নির্বিশেষে সকল বিপ্লবেরই অভিজ্ঞতা। সমাজতন্ত্র নির্মাতা সকল দেশকে অবশ্যই প্রথমত তাদের বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। অবশ্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান উৎখাত নিষ্প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ডাক ও তার বিভাগের মতো রাষ্ট্রীয় সংস্থার ধ্বংস মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা এগুলি সামাজিকভাবে নিরপেক্ষ, ও শোষণের হাতিয়ার নয়। এগুলি ধ্বংস বিশৃঙ্খলারই সামিল।

প্রথমেই ধ্বংস করা প্রয়োজন আমলাতন্ত্র ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মতো পুরনো, শোষণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি। ইতিহাস থেকে দেখা গেছে যে পুরনো রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন ও একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্বারা তা বদলান দেশানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ বা হ্রস্ব হতে পারে, তাতে ধ্বংস হতে পারে সবগুলি পুরনো প্রতিষ্ঠান, কিংবা সংসদের মতো সংরক্ষিত হতে পারে কয়েকটি (এগুলির প্রকৃতি, নীতি ও কার্যধারার আমূল পরিবর্তন সহ)। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস সকল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ লক্ষ্য।

**কেন প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রয়োজন?**

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফল হিসাবে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অতঃপর বিধ্বস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্থান গ্রহণ করে।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন মেহনতিদের ক্ষমতা।

রাষ্ট্র সর্বদাই কোন-না-কোন শ্রেণীর একনায়কত্ব হয়ে থাকে। মেহনতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ বিপুল সংখ্যাগুরুর একনায়কত্ব এবং সেজন্য একটি শ্রেণীশাসিত সমাজে তা সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গতম গণতন্ত্র হিসাবে স্বীকার্য।

সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে প্রবৃত্ত সকল দেশের পক্ষেই প্রলেতারীয় একনায়কত্ব একটি সাধারণ ঘটনা এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য অপরিহার্য। লেনিনের ভাষায়: 'যেকোন বিপ্লবী শ্রেণীর জয়লাভের জন্য একনায়কত্বের অপরিহার্যতা উপলব্ধিতে যে ব্যর্থ হয় বিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কে সে অজ্ঞ অথবা এই বিষয়ে অনীহ।'*

মার্কসবাদবিরোধীরা প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে প্রতিহিংসা ও সন্ত্রাসের পর্যায়ভুক্ত করে, এটা সব ধরনের গণতন্ত্র বাতিল করে দেয় বলে তারা এসম্পর্কে মিথ্যা প্রচার চালায়। শোধনবাদীদের মতে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কোন কোন দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও তা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সবগুলি ক্ষেত্রের জন্য অপরিহার্য নয়।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কীজন্য একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন, এবার তা পরীক্ষা করা যাক।

শ্রেণীশত্রুদের প্রতিরোধ ভাঙার জন্যই সর্বপ্রথম প্রলেতারিয়েতের একটি একনায়কত্ব প্রয়োজন। শোষক শ্রেণীগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা ও হারান সুবিধাদি পুনরুদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করে থাকে। তারা পরাজয়ের সঙ্গে আপস করে না এবং প্রায়শই অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যপ্রার্থী হয়, যারা বিপ্লব

---

* V. I. Lenin, 'A Contribution to the History of the Question of the Dictatorship', *Collected Works*, Vol. 31, 1982, p. 340.

ঘৃণা করে এবং যেখানে যখনই ঘটুক তার ধ্বংস সাধনে প্রস্তুত থাকে। বিপ্লব রক্ষা ও শোষক শ্রেণীগুলির প্রতিরোধ দমন প্রলেতারীয় একনায়কত্বের একটি প্রধান লক্ষ্য। বিপ্লবকে অবশ্যই আত্মরক্ষায় সমর্থ হতে হবে — এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। কথান্তরে, প্রলেতারীয় এক-নায়কত্ব হল নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, নতুন ঐতি-হাসিক ধরনে অব্যাহত মেহনতিদের শ্রেণী-সংগ্রাম।

পক্ষান্তরে, শ্রেণীশত্রুদের অবদমন প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মূল লক্ষ্য নয়। মেহনতিরা সমাজতন্ত্র নির্মাণে, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধনে এই ক্ষমতা ব্যবহার করে। এই একনায়কত্বের মুখ্য লক্ষ্য — নির্মাণ। লেনিনের ভাষায়: 'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মর্মবস্তু কেবল শক্তিতে বা মূলত শক্তিতে নিহিত নেই। এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল মেহনতিদের অগ্রগামী বাহিনীর, তাদের অগ্রদূতের, তাদের একমাত্র নেতা প্রলেতারিয়েতের সংগঠন ও শৃঙ্খলা, যার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র নির্মাণ, সমাজের শ্রেণীবি-ভাগ বিলোপ, সমাজের সকল সদস্যকে মেহনতি মানুষ করে তোলা ও মানুষ কর্তৃক মানুষের সকল শোষণ উৎখাত।'*

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করে — কৃষক ও অন্যান্য মেহনতিদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা — যাতে

* V. I. Lenin, 'Greetings to the Hungarian Workers', *Collected Works,* Vol. 29, p. 388.

বুর্জোয়াদের কাছ থেকে তাদের পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত হয় ও তাদের সমাজতন্ত্র নির্মাণে শরিক করা যায়। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মর্মবস্তু ও উচ্চতম নীতি হল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য মেহনতিদের মৈত্রী। শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এককভাবে, সহযোগী ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিপুল লক্ষ্যার্জন, ক্ষমতা দখল ও টিকিয়ে রাখা, শোষকদের দমন ও সুগভীর সামাজিক রূপান্তর সাধন সম্ভব নয়। কৃষক ও অন্যান্য মেহনতিদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি হল সকল দেশে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের আরেকটি সাধারণ নিয়ম, যদিও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে বিবিধ ধরন স্বীকার্য।

একটি দেশের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে উক্ত দেশে বিদ্যমান নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করে। লেনিন লিখেছিলেন: 'সকল জাতিই সমাজতন্ত্রে পেঁছবে — এটা অনিবার্য। কিন্তু, প্রত্যেকেই তা অবিকল একইভাবে করবে না। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কিছু অবদান যোগ করবে গণতন্ত্রের কোন ধরনে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কোন প্রকারভেদে, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বিবিধ হারে।'*

ইতিহাসের দিক থেকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের

---

* V. I. Lenin, 'A Caricature of Marxism and Imperialist Economism', *Collected Works,* Vol. 23, 1974, pp. 69-70.

প্রথম রূপ ছিল প্যারিস কমিউন। স্বল্পকাল — ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত — টিকে থাকলেও, দেশিক ও বৈদেশিক প্রতিবিপ্লবীদের হাতে নিশ্চিহ্ন প্যারিস কমিউন অবশ্যই উল্লেখ্য ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করেছিল।

সোভিয়েত শক্তি — আরেক ধরনের প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সৃষ্টি হয়েছিল রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভের ফলে। খোদ জনগণের তৈরি সরকারের এই ধরনটি মেহনতিদের সংগ্রামের চাহিদানুগ ছিল। সোভিয়েতগুলির উদ্ভব ঘটে শ্রেণীসংগঠন হিসাবে, অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও কর্মরত বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে তাদের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা হিসাবে। উত্তরণের কালপর্বে সোভিয়েতগুলির নির্বাচন ছিল এলাকার বদলে উৎপাদনের নীতিভিত্তিক — সোভিয়েতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হত সরাসর শিল্পকারখানা, সামরিক ইউনিট, ইত্যাদি থেকে। সোভিয়েতগুলিতে নির্বাচিত লক্ষ লক্ষ প্রতিনিধি সরকার পরিচালনার কলাকৌশল শিখেছিল। প্রলেতারিয়েতরা ক্ষমতাসীন হলে ১৯০৫ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংগঠন হিসাবে গড়ে-ওঠা সোভিয়েতগুলি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রয়োগে তাদের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। এগুলি ছিল একইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যাপক সামাজিক সংগঠন। প্রথম সোভিয়েতগুলি ছিল বিশুদ্ধ প্রলেতারীয় সংগঠন, অর্থাৎ ওগুলি সেরা বিপ্লবী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করত। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে

ওগুলিতে অন্যান্য স্তরেরও শরিকানা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ফলত সোভিয়েতগুলি গোটা মেহনতি জনগণের সংগঠন হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে জনগণতন্ত্র ধরনে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য: বিপ্লবের ব্যাপক ভিত্তি, অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা। এর একক বৈশিষ্ট্য হল একটি গণফ্রন্ট, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বাধীন বিবিধ গণতান্ত্রিক সংস্থা সহ এক ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠন। সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে-ওঠা একদলীয় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হিসাবে ইউরোপের অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশেই একাধিক পার্টি নিয়ে সরকার গঠিত। এইসব দেশের কয়েকটিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি অপ্রলেতারীয় গণতন্ত্রী পার্টিগুলির সঙ্গে ফলপ্রসূ সুসম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে। কয়েকটি ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিছুটা রূপান্তরিত ধরনে তাদের সাবেকী সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি টিকে আছে। অন্যান্য মতবাদও সেখানে টিকে রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ওইসব দেশের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জন্য, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অন্যান্য ধরন হয়ত ভবিষ্যতে উদ্ভূত হবে।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব মেহনতিদের শেষ লক্ষ্য নয়, একটি নতুন সমাজগঠনের প্রধান উপায় মাত্র। স্বীয় ঐতিহাসিক কর্তব্য — শোষক শ্রেণীগুলি উৎখাত, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা — সম্পাদনের পর প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বিকশিত সমাজতন্ত্রের শর্তপূরণক্ষম রাষ্ট্রক্ষমতার একটি ধরনে, সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে উন্নীত হয়।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ও গোটা জনগণের রাষ্ট্র হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশের দুটি পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শোষক শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব না থাকার দরুন রাষ্ট্র আর শ্রেণী-অবদমনের উপায় হয়ে থাকে না। রাষ্ট্র তখন সকল মেহনতির স্বার্থরক্ষা করে। সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র তখনো আইন বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের মান ও নীতি ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখে।

সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র প্রাগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজের সর্বতোমুখী বিকাশ এবং কমিউনিস্ট নির্মাণের লক্ষ্যার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কমিউনিস্ট নির্মাণের লক্ষ্যার্জনের জন্য রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণভাবে অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক মালিকানার নিরাপত্তা, আইন-বলবৎকরণ, উৎপাদন ও পরিভোগের ভারসাম্য রক্ষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার মতো ক্ষেত্রগুলিতে এবং বহিস্থভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা বৃদ্ধি, বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বৈদেশিক

সামরিক হামলার বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য প্রতিরক্ষা, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন, শান্তি ও আন্তর্জাতিক দাঁতাতের জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্রগুলিতে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

গোটা জনগণের রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণী তার মুখ্য ভূমিকা অটুট রাখে।

গোটা জনগণের রাষ্ট্রের ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরও বিকাশ নিশ্চিত করাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্য।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব থেকে গোটা জনগণের রাষ্ট্রে উত্তরণ হল বিকশিত সমাজতন্ত্র নির্মাণরত সকল দেশের জন্যই ঐতিহাসিকভাবে একটি অপরিহার্য পর্যায়।

রাষ্ট্র চিরকালীন নয়। কমিউনিজম নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং কমিউনিস্ট গণস্বশাসনে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু এজন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।

অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি হিসাবে রাষ্ট্র লয়প্রাপ্ত হবে: উৎপাদনী শক্তির বিকাশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে, দুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা একটিতে, সমগ্র জনগণের মালিকানায় মিলিত হবে, শ্রম প্রত্যেকের মুখ্য ও অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা হয়ে উঠবে, বণ্টনের কমিউনিস্ট নীতি, 'প্রত্যেকে দেবে নিজ সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেকে পাবে নিজ প্রয়োজন অনুসারে' সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে।

বহিস্থ পরিস্থিতিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বটে। যতদিন

সাম্রাজ্যবাদী হামলার আশংকা থাকবে ততদিন নির্ভরযোগ্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজন ফুরাবে না। তাই এই অনুসিদ্ধান্ত: বিশ্বশক্তির পারম্পর্য সমাজতন্ত্রের পক্ষে যতদিন না এতটা এগোবে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণের আশংকা লোপ পাবে, ততদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্বও লোপ পাবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

# সমাজের মনোজীবন। সামাজিক চেতনার রূপসমূহ

## সমাজের মনোজীবন ও সামাজিক চেতনা

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোচ্য বিষয় মনোজীবনের গোটা পরিমন্ডল ও তার যাবতীয় কর্মকান্ড। সামাজিক চেতনার প্রত্যয় সব ধরনের মননমূলক কার্যকলাপকে বিজড়িত করে। সমাজের মনোজীবন গঠনকারী যাবতীয় উপাদান আকারলাভের আগে সেগুলিকে সামাজিক চেতনার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হয়। এটা মনোজীবনের ক্ষেত্রে যেকোন সামাজিক বিষয় আরোপের সময় বিচার্য নীতির ভূমিকা পালন করে। এ থেকে বলা যায় যে যাবতীয় সামাজিক ঘটনা সামাজিক সত্তা থেকে উৎপন্ন ও আঙ্গিকভাবে সামাজিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত।

সামাজিক চেতনা মনোজীবনের একটি সক্রিয় প্রণালীবিশেষ, যা সামাজিক ও ব্যষ্টি চেতনা,

সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার ভাবাদর্শগত সংগ্রাম, মতামত ধ্যানধারণা ও তত্ত্বাদি বিনিময়, সেগুলির উদ্ভব, বিকাশ ও জনগণের উপর প্রভাবের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া সমবায়ে গঠিত।

পরিশেষে, সামাজিক চেতনা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করে, যেগুলির মধ্য দিয়ে তা যথার্থ ভাবাদর্শগত সম্পর্কের আকারপ্রাপ্ত হয়।

সামাজিক সত্তাই সামাজিক চেতনার নিয়ন্তা। কিন্তু কথাটির অর্থ এই নয় যে ধ্যানধারণাগুলি উৎপাদনী শক্তির বিকাশ থেকে, উৎপাদন থেকে সরাসর উৎপন্ন। উৎপাদনী শক্তির বিকাশ সামাজিক চেতনায় প্রকটিত হয় সমাজের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় সংঘটিত পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই ভিত্তির মাধ্যমেই উৎপাদন শেষাবধি সামাজিক চেতনার চারিত্র্য, বিকাশ ও ভাবাদর্শকে রূপায়িত করে।

তদনুযায়ী, ঊনিশ শতকী রুশী বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বস্তুবাদী দর্শনে তৎকালীন সমাজের বৈষয়িক চাহিদাগুলির এবং ভূমিদাস ও তাদের মালিক অভিজাতবর্গের মধ্যেকার গভীর সংঘাতের প্রতিফলন ঘটেছিল। এটা ছিল কৃষক বিপ্লবের ধারণার তত্ত্বীয় বনিয়াদ। ফলত, উল্লিখিত বস্তুবাদী দর্শনের উৎস ছিল কৃষক ও জমিদারের মধ্যেকার তীব্র হয়ে-ওঠা শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে মূলীভূত, যাতে পালাক্রমে প্রতিফলিত হয়েছিল পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের আনুষঙ্গিক নতুন উৎপাদনী শক্তি এবং ওই শক্তির বিকাশের বাধাস্বরূপ

পুরনো, সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেকার অসঙ্গতি।

রুশী বস্তুবাদী দার্শনিক ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের ভাবাদর্শ নির্যাতিত জনগণের সংসর্গ থেকে শক্তি আহরণ করেছিল এবং নিজেই জনগণের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তরূপ হয়ে উঠেছিল। সেজন্যই তা প্রগতিশীল ভাবাদর্শ।

তাই, যেকোন ধরনের সামাজিক চেতনার উৎস ও চারিত্র্য পরীক্ষার সময় কেবল উৎপাদনের নির্দিষ্ট স্তরেরই নয়, বনিয়াদের বৈশিষ্ট্য, সমাজের বৈষয়িক প্রয়োজন ও সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাজাত শ্রেণী-সংগ্রামের সম্পূর্ণ ধারার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত। সামাজিক চেতনার পক্ষে সমাজসত্তার পেছনে পড়ে থাকা বা উল্টোটাও সম্ভব। সামাজিক চেতনার রূপগুলির অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বিকাশের স্বীকৃতির মাধ্যমেই কেবল এই ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যেয়।

এঙ্গেলস বলেছিলেন (১৮৮০-র দশকের লেখা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিষয়ক পত্রাবলীতে) যে উপরিকাঠামোর বিবিধ উপাদান পরস্পরের সঙ্গে ও বনিয়াদের সঙ্গে একটি জটিল সম্পর্কে বিজড়িত হয়। এই মিথষ্ক্রিয়ায়, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, অর্থনৈতিক বিকাশ হল উন্নয়নের চালিকাশক্তি, কিন্তু কেবল চূড়ান্ত বিশ্লেষণেই। তাই, এঙ্গেলস সামাজিক চেতনার রূপগুলির কিছুটা আপেক্ষিক স্বাধীন বিকাশের আভাস দিয়েছিলেন।

এই আপেক্ষিক স্বাধীনতার উৎস কোথায়? মূলত,

সামাজিক চেতনার প্রতিটি রূপের বিকাশের অবিচ্ছিন্নতা থেকে। ইতিহাসের প্রতিটি যুগের শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও দর্শন পূর্ববর্তী যুগে সঞ্চিত উপাদানের উপর বিন্যস্ত থাকে। এই অবিচ্ছিন্নতা উপেক্ষা করলে ভাবাদর্শের বিকাশ বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠবে। রেনেসাঁসের ইতালীয় মানবীকরণবাদের সংস্কৃতি আলোচনা প্রায় অসম্ভব হবে যদি-না পুরাকাল থেকে এই সংস্কৃতির আহৃত উত্তরাধিকার বিবেচিত হয়।

একইভাবে ফরাসী বস্তুবাদ সম্পর্কে বিবেচনা ব্যতীত সাঁ-সিমন ও ফুরিয়েরের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যা অপচেষ্টারই সামিল। এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি-ড্যুরিঙ' গ্রন্থে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রকে মর্মগতভাবে পুঁজিতন্ত্রের অসঙ্গতির প্রতিফলক হিসাবেই বর্ণনা করেছেন, অথচ ধরনের দিক থেকে তা আঠার শতকী ফরাসী জ্ঞানবাদীদের অবস্থান টিকিয়ে রাখছিল, সম্প্রসারিত করছিল। এঙ্গেলস লিখেছিলেন: 'প্রত্যেক-টি নতুন তত্ত্বের মতো আধুনিক সমাজতন্ত্রও প্রথমে হাতের কাছের জ্ঞানের সম্বলটুকুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে, তা তার শিকড় (বৈষয়িক) অর্থনৈতিক বাস্তবতার যত গভীরেই বিস্তৃত থাকুক।'*

আমরা দেখেছি যে সামাজিক চেতনার বিকাশে একটা অবিচ্ছিন্নতা থাকে এবং প্রতিটি ভাবাদর্শ একটি বিশেষ যুগের সামাজিক-অর্থনৈতিক অসঙ্গতি ও

* Frederick Engels, *Anti-Duhring,* Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 25.

সম্পর্কগুলিকে মূলত প্রতিফলিত করে পূর্ববর্তী ভাবাদর্শগত উত্তরাধিকারের অবিচ্ছিন্নতার বা বিচারমূলক বিশ্লেষণের ফলশ্রুতির ধরনে কিংবা প্রয়োগের অন্যতর কোন রূপে।

এই অবিচ্ছিন্নতাকে অতীত ধ্যানধারণার সরল পুনরাবৃত্তি মনে করা অনুচিত। ভাবাদর্শগত উত্তরাধিকার বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য: তা গৃহীত, বৈচারিকভাবে বিশ্লিষ্ট কিংবা এমনকি পরিত্যক্ত অথবা প্রারম্ভিক বিষয় হিসাবে গৃহীত হতে পারে। যাই হোক, ভাবাদর্শের বিকাশে কোন ফারাকের অবকাশ নেই। দার্শনিক বা শিল্পী কেউই শূন্য থেকে শুরু করতে পারে না। কোন-না-কোন ভাবে তাঁরা সর্বদাই পূর্বসূরীদের অর্জনের উপর দাঁড়ান। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত, কেননা অবিচ্ছিন্নতা ব্যতিরেকে অগ্রগতি ঘটে না।

ভাবাদর্শগত বিকাশের অবিচ্ছিন্নতার নিরিখেই অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি সামাজিক চেতনার একটি নির্দিষ্ট রূপের বস্তুগত ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ভাবাদর্শের বিকাশকে প্রভাবিত করে। ১৮৯০-র দশকে এঙ্গেলস এক চিঠিতে উল্লেখ করেছিল যে এক্ষেত্রে অর্থনীতি নতুন কিছুই সৃষ্টি করে না, চিন্তনের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত ও বিকশিত হওয়ার পথটুকুই শুধু নির্ধারণ করে। এঙ্গেলস আরও বলেছিলেন যে এমনকি এটুকুও ঘটে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষে। তাই, এঙ্গেলস সামাজিক চেতনার রূপগুলির অবিচ্ছিন্নতাকে দেখেছিলেন একটি হেতু

হিসাবে, যা আপেক্ষিক স্বাধীনতা ব্যাখ্যা করে যেখানে ওই রূপগুলি বিকশিত হয়।

আরেকটি হেতু হল সামাজিক চেতনার বিভিন্ন রূপের মধ্যে, বনিয়াদের সঙ্গে সম্পর্কে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণকারী উপরিকাঠামোর উপাদানগুলির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া। রাষ্ট্র ও আইন বনিয়াদের ঘনিষ্ঠতর বিধায় শাসকশ্রেণীর স্বার্থ সেগুলি পূর্ণতমভাবে প্রকটিত করে। দর্শন ও ধর্মের মতো উপরিকাঠামোর অন্যতর উপাদানগুলি বনিয়াদ থেকে দূরস্থ থাকার দরুন, এঙ্গেলসের ভাষায়, দূর শূন্যে উত্থিত হতে চায়। শেষ বিচারে, ওগুলিও সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে, যদিও প্রত্যক্ষে নয়, রাষ্ট্র ও রাজনীতির মাধ্যমে। তাই, উপরিকাঠামোর উপাদানগুলি কোন অন্তর্বর্তী যোজকের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হয়। সামাজিক চেতনার প্রত্যেকটি রূপ বিভিন্নভাবে সামাজিক সত্তাকে প্রতিফলিত করে — যথা রাজনৈতিক বা আইনগত চেতনা ইত্যাদির ধরনে। এ হল সামাজিক চেতনার রূপগুলির আপেক্ষিক স্বাধীনতার পশ্চাদ্‌বর্তী আরেকটি হেতু।

পরিশেষে, আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ও উল্লেখ্য: শ্রমের সামাজিক বিভাগ। স. শ্‌মিডটের কাছে লিখিত চিঠিতে এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন যে শ্রমের সামাজিক বিভাগের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই সামাজিক চেতনার বিধি ও রূপের উন্মেষ অধিকতর সহজবোধ্য হয়। ভাবাদর্শের প্রতিটি ক্ষেত্র আসলে মননমূলক উৎপাদনে শ্রমবিভাগের একটি শাখাও। দৃষ্টান্ত হিসাবে, রাষ্ট্রের

উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত থাকে পেশাদার রাজনীতিক, আইনবিদ, ইত্যাদির উদ্ভব এবং শিল্প সামাজিক চেতনার একটি রূপ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা জন্মান, যাঁদের জন্য সৃজনশীল কাজ একটি পেশায় পরিণত হয়।

বৈষয়িক উৎপাদনে শ্রমবিভাগের পাশাপাশি আমরা মননমূলক উৎপাদনেও শ্রমবিভাগ লক্ষ্য করেছি।

সামাজিক চেতনার রূপগুলি আপেক্ষিক স্বাধীন বিধায় সেগুলি আপন পন্থায় সামাজিক সত্তার উপর প্রভাব ফেলে। 'স্থূল অর্থনৈতিক' বস্তুবাদ সামাজিক চেতনার সবগুলি রূপকে সরাসর অর্থনীতিতে পর্যবসিত করে এবং ফলত ধ্যানধারণার ভূমিকা স্বীকার করে না। ভাবাদর্শের আপেক্ষিক স্বাধীনতা অস্বীকার করে এবং যাবতীয় ভাবাদর্শীয় ব্যাপারকে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে দেখে 'বস্তুবাদী অর্থনীতিবিদরা' সমাজবিকাশে ভাবাদর্শের ভূমিকাকে গুরুত্বহীন করে তোলেন। সমাজবিকাশে অর্থনীতিকে একমাত্র সক্রিয় শক্তি বিবেচনা করে তাঁরা সামাজিক চেতনার বিবিধ রূপকে অর্থনীতির পরোক্ষ উৎপাদ হিসাবেই সাধারণত কল্পনা করেন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সর্বদাই সামাজিক ধ্যানধারণার ভূমিকার এমন ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন। স্থূল 'অর্থনৈতিক বস্তুবাদে' ভেসে-চলা অর্থনীতিবাদী ও মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে লেনিন সর্বদাই সংগ্রাম করেছেন।

স্থূল বস্তুবাদের বিপরীতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

সামাজিক সত্তার বিকাশের উপর ধ্যানধারণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং ধ্যানধারণা, তত্ত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিপরীত প্রভাব স্বীকার করে। ধ্যানধারণা প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রগতিশীল হওয়ার নিরিখে এই প্রভাব নানা ধরনের হতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাগুলি সমাজের বিকাশকে মন্দীভূত করে এবং প্রগতিশীল ধ্যানধারণা সমাজবিকাশের পর্যায়িক সমস্যাগুলি সমাধানে সহায়তা যুগিয়ে সমাজের বিকাশকে ত্বরিত করে।

এইসব কারণে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা ধ্যানধারণাকে সামাজিক উত্থানের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে দেখেন না। সমাজের বৈষয়িক পরিস্থিতিতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনেরর কারণ মূলীভূত থাকে। মানুষ যখন সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতিগুলি বুঝতে পারে এবং এই বিকাশের দাবি হিসাবে নতুন চাহিদাকে স্বীকৃতি দেয় তখন এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য নতুন সামাজিক ধ্যানধারণায় তারা মননের অস্ত্র খুঁজে পায়।

আমরা জানি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ধ্যানধারণাকে সমাজবিকাশের একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে দেখে। মার্কস লিখেছিলেন যে কোন কোন পরিস্থিতিতে ধ্যানধারণা যখন জনগণের মনমেজাজ আচ্ছন্ন করে তখন ওগুলি বৈষয়িক শক্তি হয়ে ওঠে।* বিকশিত

* দ্রষ্টব্য, Karl Marx, 'On the Jewish Question', in: Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works,* Progress Publishers, Moscow, Vol. 3, p. 155.

ধ্যানধারণা সেকেলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি উৎখাতের জন্য অবশ্যই যথেষ্ট নয়। খোদ ধ্যানধারণা সমাজ-জীবনকে বদলে দিতে পারে না। জনগণের মন দখল করলে, শ্রেণীগুলিকে মতে আনতে পারলেই শুধু ওগুলি প্রবল শক্তি হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায়ই কেবল ধ্যানধারণা কার্যত বাস্তবায়িত হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজবিকাশের ঘটনা উপলব্ধির পক্ষে সমাজবিকাশে ধ্যানধারণার ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রত্যয় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রাগ্রসর ধ্যানধারণার ভূমিকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, কেন না ওগুলি সমাজের বিকাশকে, কমিউনিজমের দিকে সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরিত করে।

সমাজবিকাশকে ধ্যানধারণা কতটা প্রভাবিত করে তা মূলত নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলির উপরই নির্ভরশীল:

১। একটি সমাজব্যবস্থার চারিত্র্য ও তার বিকাশের বিষয়গত নিয়মাবলী;

২। ধ্যানধারণার চারিত্র্য এবং সেগুলিতে প্রতিফলিত সমাজের বৈষয়িক চাহিদার মাত্রা;

৩। জনগণ কর্তৃক এইসব ধ্যানধারণা আত্তীকরণের পরিমাণ।

এই তিনটি শর্তের উপরই একটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেশে ধ্যানধারণার ভূমিকার বিকাশ নির্ভরশীল। শেষ শর্তটির ব্যাপারে মার্কসবাদী চিন্তা ও পূর্ববর্তী দার্শনিক চিন্তার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। খোদ স্বভাবের গুণেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী

ধ্যানধারণা জনচিত্ত জয় করে, কেননা ওগুলিতে তাদের মৌলস্বার্থই প্রতিফলিত। ফলত, এইসব ধ্যানধারণা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে অতীতে কোন প্রাগ্রসর চিন্তার ক্ষেত্রে আর কখনই এমনটি ঘটে নি।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণাগুলি চারিত্র্যের দিক থেকে, পূর্ববর্তী সকল চিন্তাভাবনা থেকে মর্মগতভাবে পৃথক, কেননা ওগুলিতে সমাজের বৈষয়িক চাহিদাগুলির পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটে। ধ্যানধরণা যত শুদ্ধভাবে সমাজের জরুরি চাহিদাকে প্রতিফলিত করে সমাজে সেগুলির ভূমিকাও ততই বড় হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধ্যানধারণা পূর্ববর্তী প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাগুলির তুলনায় সমাজবিকাশে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ধ্যানধারণার বর্ধমান ভূমিকা এই সমাজব্যবস্থার চারিত্র্য ও তার বিকাশের বিষয়গত নিয়মাবলী দ্বারাই ব্যাখ্যেয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয় না। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মগুলি সজ্ঞানে সমাজে প্রযুক্ত হয়। খোদ নিজস্ব চারিত্র্যের দরুনই সমাজতন্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না, কেননা এর বিকাশ কোটি কোটি মেহনতির সজ্ঞান কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল। সত্যিকার একটি কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত মেহনতিরাই সমাজতন্ত্র নির্মাণ করে। সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেশে জনগণের প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি ও সজ্ঞান কার্যকলাপের বিপুল বর্ধমান ভূমিকার এটাই কারণ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজেও সামাজিক সত্তাই নির্ধারক উপাদান আর সামাজিক চেতনা সামাজিক সত্তারই একটি প্রতিফলন। কিন্তু সামাজিক সত্তার উপর সামাজিক চেতনার এই সাধারণ নির্ভরতার কাঠামোর মধ্যে সামাজিক ধ্যানধারণার ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণকালে ব্যাপারটিকে বিবেচনার বিষয়ীভূত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## সামাজিক চেতনার কাঠাম

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার জ্ঞানগত একটি দিক হিসাবে সামাজিক চেতনা একক দৃষ্টিভঙ্গির মোট যোগফল নয়, নানা পর্যায় ও ঐতিহাসিকভাবে শর্তাধীন রূপগুলি নিয়ে গঠিত অভ্যন্তরীণ কাঠামযুক্ত একটি জ্ঞানগত সত্তা। সামাজিক চেতনার কাঠাম গঠনকারী নিম্নোক্ত উপাদানগুলি নির্বাচ্য:

১। বিভিন্ন পর্যায়: সামাজিক মনস্তত্ব ও ভাবাদর্শ;

২। একক চেতনা ও সামাজিক চেতনা;

৩। সামাজিক চেতনার মুখ্য রূপসমূহ: রাজনীতি, আইন, নন্দনতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, দর্শন ও ধর্ম।

## সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও ভাবাদর্শ

সাধারণভাবে সমাজ-জীবনের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত ও তত্ত্বাবলী এবং জনমনে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিফলন হিসাবে সমাজ-জীবনের

একক দিকগুলি সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত থাকে। সামাজিক সত্তা প্রাথমিকভাবে ও কিছুটা অমীমাংসিতভাবে **সামাজিক মনস্তত্ত্বে** প্রকটিত হয়, যাতে থাকে জনমনে প্রতিদিন উদিত তাৎক্ষণিক ধ্যানধারণা, মতামত, আবেগ ও খেয়াল, যা প্রতিফলিত করে সমাজে জনগণের অবস্থান, তাদের চালিত করে কোন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে। প্রত্যেকটি শ্রেণীসমাজে যে-পরিমাণে উৎপাদন-সম্পর্কের প্রণালীতে প্রতিটি শ্রেণীর একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ও নির্দিষ্ট স্বার্থ থাকে, সেগুলিকেই আমরা শ্রেণীগত ধ্যানধারণা, মতামত ও ভাবাবেগ বা সামাজিক মনস্তত্ত্ব বলে থাকি। যতদিন পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলি টিকে থাকে, বুর্জোয়া মনস্তত্ত্বও ততদিন অব্যাহত থাকে এবং পূর্বোক্তের অনুপস্থিতিতে শেষোক্তেরও লয় ঘটে। ভূমিদাসের মালিক জমিদারের মনস্তত্ত্ব বা দাসমালিকের মনস্তত্ত্ব কিংবা ভূমিদাস বা ক্রীতদাসের মনস্তত্ব সম্পর্কেও এটাই সত্য। **মননগত নমুনার, একটি শ্রেণীগত চেতনার বৈশিষ্ট্যসূচনই সামাজিক মনস্তত্ত্ব।**

সামাজিক মনস্তত্ত্ব একটি শ্রেণীর অবস্থা ও স্বার্থকে স্থূলভাবে, অজ্ঞানে, চেষ্টা অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ করে। মর্মগতভাবে কোন শ্রেণীর অবস্থার প্রতিফলন বিধায় সামাজিক মনস্তত্ত্ব সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই বহুলাংশে নির্ধারিত হয়, যেসব দৃষ্টিভঙ্গি বংশ-পরম্পরায় বাহিত হয়ে আসে এবং সংশ্লিষ্ট শ্রেণী বা তার পূর্বসূরীর সামাজিক অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, শ্রমিক শ্রেণী গোড়ার দিকে

সর্বহারা কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া স্তরের সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল বলেই ওই উপাদানগুলি শ্রমিক শ্রেণীর মনস্তত্ত্বের বিকাশকে দীর্ঘকাল, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার কালপর্বে প্রভাবিত করেছিল। অভ্যাসের, পুরনো রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির শক্তি প্রচণ্ডই হয়, যখন এইসব রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মজ্জাগত থাকে। পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি উত্তরণের অসম্ভব জটিলতাকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসই সর্বসমক্ষে তুলে ধরে। তাছাড়া কোন শ্রেণীই অন্যান্য শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। সে অন্যান্য শ্রেণীর, তাদের মনস্তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত রয়েছে, ওগুলি দ্বারা অনুক্ষণ প্রভাবিত হচ্ছে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি মেহনতির চেতনায় নানাভাবে অনুপ্রবেশ করে — অর্থনৈতিক ও মননগত ভাবে ('শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের' অস্তিত্ব, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, সংবাদসংস্থা, থিয়েটার, চলচ্চিত্র, ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাব বিস্তার)।

সামাজিক মনস্তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, নৈতিক ও নান্দনিক, ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গি, যেগুলির কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই। সামাজিক মনস্তত্ব হল এইসব দৃষ্টিভঙ্গির একটি মোট যোগফল, যেগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরলগ্ন ও সম্পূর্ণ সজ্ঞান নয়।

সংক্ষেপে, সামাজিক চেতনার প্রথম ও সরাসর

প্রকটিত পর্যায় হিসাবে সামাজিক মনস্তত্ত্বের এগুলিই হল বৈশিষ্ট্যসূচক চারিত্র্য।

আধেয়ের ক্ষেত্রে ভাবাদর্শ ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব অভিন্ন, দুটিই সামাজিক সত্তাকে সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির অবস্থাকে, তাদের স্বার্থগুলিকে প্রতিফলিত করে। পক্ষান্তরে এটা হল সামাজিক চেতনার একটি উচ্চতর রূপ। **ভাবাদর্শ হল একটি তত্ত্বীয় স্ব-চেতনা বা একটি শ্রেণী কিংবা সামাজিক গোষ্ঠীর ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রণালী।**

সাধারণভাবে, একটি ভাবাদর্শের ব্যাখ্যা ও বিস্তার একটি সজ্ঞান প্রক্রিয়া, কোন শ্রেণী বা সামাজিক স্তরের স্বার্থ-প্রকাশক উদ্দেশ্যমুখী মানুষী কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি। সামাজিক তত্ত্ব, মতবাদ বা প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতারা অর্থনৈতিক বিকাশের পথে উদ্ভূত নিজ শ্রেণীর চাহিদা ও দাবিগুলি মেটানোর চেষ্টা করেন। তথাপি, ভাবাদর্শীয় তত্ত্বগুলির আধেয় সমাজের বৈষয়িক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ফল নয়, কেননা ভাবাদর্শ অপেক্ষাকৃত একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া, যাতে সামাজিক সত্তা প্রতিফলিত হয় বহু উপাদানের মধ্যস্থতায়।

গোড়া থেকেই সামাজিক মনস্তত্ত্ব হল জনগণের চেতনা, আর ভাবাদর্শ যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ইত্যাদি পরিস্থিতিতে কোন শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তির (তাত্ত্বিক বা ভাবাদর্শী) মনে উদ্ভূত হয় ও অতঃপর একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় বিস্তারলাভ করে।

ভাবাদর্শ হল দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণা ও তত্ত্বাবলীর একটি প্রণালী আর এইসব দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণা ও

তত্ত্বাবলীর মূলে থাকে শ্রেণী ও পার্টির মূল্যায়ন ও আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচি, নির্দেশ ও স্লোগান। কথান্তরে আদর্শ, মূল্যায়ন ও কর্মসূচি, ইত্যাদি আসলে ভাবাদর্শগত প্রণালীরই অংশ। ভাবাদর্শ নিজেকে বিজ্ঞান ও শিল্পকলায়, রাষ্ট্রের রাজনীতি এবং শ্রেণীসমূহ ও তাদের পার্টিগুলির নীতিতে, আইনব্যবস্থা ও নীতিশাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রকটিত করে।

ভাবাদর্শগত প্রণালীতে তত্ত্বগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে, কেননা ওগুলিই ভাবাদর্শের মর্মবস্তুর আকার ও তার স্তরের নির্ধারক, যা ভাবাদর্শকে সামাজিক মনস্তত্ত্বের উপর স্থান দেয়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ভাবাদর্শ ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব যথারীতি ভাবাদর্শকে চেতনায় ও চেতনাকে সামাজিক মনস্তত্ত্বে পরিণত করে। এটা বুর্জোয়া সমাজে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের প্রভাব প্রশমনের লক্ষ্যে গণচেতনাকে নিজ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর ভিত্তি।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মতে ভাবাদর্শ সামাজিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সরাসর আবদ্ধ নয়, অন্তর্বর্তী ভাবাদর্শগত প্রভাবের, অর্থাৎ জনমনে ধ্যানধারণা ও ভাবনাচিন্তার চেষ্টাকৃত প্রবর্তনার মাধ্যমে আবদ্ধ।

এই চেষ্টাকৃত প্রভাব ওগুলির আঙ্গিক বন্ধন সুস্থিত করে, সামাজিক মনস্তত্ত্বের উপর ভাবাদর্শের প্রভাব ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারগুলির ভাবাদর্শীকরণ নির্ধারণ করে থাকে।

তাই, সামাজিক মনস্তত্ত্বের পারম্পর্যে ভাবাদর্শকে পরীক্ষা করলে ভাবাদর্শকে সামাজিক চেতনার কেন্দ্রবস্তু হিসাবে বিচারের ও তার বিপুল সক্রিয়তা লক্ষ্য করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রগতি কেবল তখনই নিশ্চিত হয় যখন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনের অন্যতর সমস্যায় প্রযুক্ত হয়, যখন জনগণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করে, নতুন সমাজের সজ্ঞান নির্মাতা হয়ে ওঠে।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ প্রণয়ন করেন এবং বাহির থেকে, দর্শন ও সমাজচিন্তার ভুবন থেকে শ্রমিক আন্দোলনে তা প্রয়োগ করেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করে, যেগুলি এখন ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

তত্ত্বীয়ভাবে অকাট্য গণতান্ত্রিক, বৈপ্লবিক ও মানবতাবাদী কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকে মূলগতভাবেই পৃথক। এই শেষোক্ত ভাবাদর্শ শোষণ, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী কর্মনীতি, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জাতিদম্ভবাদকে মদত দেয়, সত্যাপন করে। বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকে পৃথক কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ তার যথার্থ সৎ, অখন্ড ও আশাবাদী আদর্শ দিয়ে কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জয় করছে। এটা উদীয়মান শ্রেণীর, নতুন সমাজের ভাবাদর্শ, জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর ভাবাদর্শ।

এই নতুন কমিউনিস্ট বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজতন্ত্রের

শত্রুদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও শোধনবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বমঞ্চে পরিচালিত ক্রমবর্ধমান আপসহীন ও তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে জন্মে, বিকশিত হয়।

## সামাজিক ও ব্যষ্টিগত চেতনার পারম্পর্য

সামাজিক ও ব্যষ্টিগত চেতনা একটি অস্তিত্ব হিসাবেই বিদ্যমান থাকে এবং মূলত তা সাধারণ উৎস — জনগণের সামাজিক সত্তার জন্যই, যা সামাজিক ও ব্যষ্টিগত চেতনার উভয়টিই নির্ধারণ করে। এগুলির সাধারণ ভিত্তি হল সামাজিক ও ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপ। সামাজিক সত্তার পরিবর্তন সামাজিক চেতনায়ও প্রতিষঙ্গী পরিবর্তন ঘটায়, আর ব্যষ্টিগত চেতনা ও ব্যক্তির মননগত বিকাশ ওই পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে এবং সামাজিক চেতনার প্রাসঙ্গিক উপাদানের উপর সরাসর নির্ভরশীল থাকে।

এগুলি একটি ঐক্যসত্তায় গঠিত হলেও সামাজিক ও ব্যষ্টিগত চেতনা আসলে আধেয় ও চারিত্র্যে, আকারপ্রাপ্তির ধরনে ও তাদের মূল ক্রিয়াকলাপে পরস্পর থেকে যথেষ্ট পৃথক।

ব্যষ্টিগত চেতনার বিষয় হল ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট এবং এটির আধেয় হল ব্যক্তির সামাজিক সত্তার এবং তার লালনপালন ও বসবাসের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রতিফলন।

পক্ষান্তরে, সামাজিক চেতনা হল কেবল সামাজিক সত্তার একটি প্রতিফলন। বহু প্রজন্মের চেতনার সমষ্টি

বিধায় তা গোটা সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু নিজস্ব বিচারবুদ্ধি সহ ব্যক্তিরূপায়িত সমাজের অর্থে নয়। সামাজিক চেতনার সমষ্টিগত বাহক হিসাবে সমাজ... ব্যষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয়। মার্কসের ভাষায়: 'ভ্রান্তিদুষ্ট হল সমাজকে একক বিষয় হিসাবে দেখা, কেননা এটা হল এক দূরকল্পী পদক্ষেপ।'* প্রতিটি সমাজ, বিশেষত আমাদের কালের সমাজ হল বৈচিত্র্যের (শ্রেণী, সামাজিক স্তর, জাতি ও জাতিসত্তা, পেশা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পৃথক অন্যান্য গোষ্ঠী) মধ্যে ঐক্য। অনুরূপভাবে, সামাজিক চেতনা হল বিভিন্ন উপাদানের সমাহার, যেগুলির আছে গোষ্ঠীগত মৌলিক পৃথক আয়তন অর্থাৎ, বলা যায়, গোটা বিশ্বসমাজে বা কেবল একটিমাত্র গোষ্ঠীতে বা শ্রেণীতে, একটি সামাজিক স্তর, জাতি, জাতিসত্তা বা পেশাজীবী দল, ইত্যাদিতে প্রযোজ্য উপাদান।

ব্যষ্টির চেতনা ও কর্মে মানুষের মধ্যেকার বহুমাত্রিক মননগত যোগাযোগ হিসাবে তা বিদ্যমান বিধায় গোটা সামাজিক চেতনা হল ব্যষ্টির সম্পর্কে একটি বাহ্যিক অস্তিত্ব, একটি মননগত প্রতিবেশ, যার সঙ্গে ব্যষ্টিগত চেতনা বহু ও বিবিধ সংযোগে (সম্পর্ক) বিজড়িত।

এই সম্পর্কগুলি মনোনয়নযোগ্য। এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই যে ব্যষ্টির চেতনাধৃত প্রত্যেকটি নতুন

---

* Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy,* Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 199.

ধ্যানধারণা সামাজিক চেতনায় স্থানান্তরিত হবে, কিংবা সামাজিক চেতনার সবগুলি উপাদান ব্যষ্টি গ্রহণ করবে। বস্তুত সামাজিক ও ব্যষ্টিগত চেতনার মধ্যে পার্থক্য থাকা সম্ভব, যদি ব্যষ্টির কোন মতামত সমাজ, শ্রেণী, ইত্যাদির মতামত থেকে পৃথক বা বিরোধী হয়ে ওঠে।

ব্যষ্টিগত ও সামাজিক চেতনার বিভিন্ন ধরনের অপসৃতি রয়েছে: প্রগতিশীল — যখন ব্যষ্টিগত চেতনায় থাকে নতুন উপাদান, বাস্তবতার শুদ্ধতর ছবি ও গভীরতর উপলব্ধি এবং যখন তা প্রগতিশীল সামাজিক সম্পর্কের অনুরূপ হয়, সামাজিক প্রগতির চাহিদা পূরণ করে; প্রতীপশীল যখন তাতে থাকে প্রগতিশীল সামাজিক সম্পর্কের এবং সামাজিক প্রগতির চাহিদার বিরোধী উপাদান।

কমিউনিস্ট নির্মাণ সামাজিক চেতনার কাঠামোর সবগুলি উপাদানের, বিশেষত বিজ্ঞানের উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটায় এবং সাধারণ চেতনাকে মননশীল করে তোলে। জনগণের মনস্তত্ত্ব তখন অতীতের অধিকাংশ জের বর্জন করে, নৈতিকতায় কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ও নীতিগুলির প্রতিফলন দেখা দেয়, ব্যষ্টি মননশীলতার দিক থেকে বদলায়, কমিউনিস্ট চেতনা উচ্চতর স্তরে পৌঁছয় এবং মানুষ সামাজিক ও শ্রমগত কার্যকলাপে বেশি পরিমাণে সংশ্লিষ্ট হয়, সমাজ-উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্প এবং সমাজের বৈজ্ঞানিক পরিচালনা সহজতর হয়ে ওঠে।

## সামাজিক চেতনার রূপসমূহ

সামাজিক চেতনার প্রত্যেকটি রূপ — রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক, নান্দনিক, দার্শনিক বা ধর্মীয় রূপগুলি সামাজিক সত্তার একটি নির্দিষ্ট দিককে প্রতিফলিত করে। শ্রেণীসমাজে এক্ষেত্রে মুখ্য দিকটি হল — রাজনৈতিক চেতনা।

## রাজনৈতিক চেতনা

**রাজনৈতিক চেতনা হল ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আবেগের একটি প্রণালী ও লক্ষ্য যেগুলি শ্রেণীসমূহের ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের অন্তর্গত এবং যেগুলিতে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রতিফলিত।** রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও তা বিবেচ্য হতে পারে। রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব: শ্রেণীগত সংহতির অনুভূতি, মৈত্রী, শত্রুতা, ঘৃণা, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ জাতিদম্ভ, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বজনীনতা, রাজনৈতিক নৈরাশ্যবাদ বা আশাবাদ, রাজনৈতিক স্বার্থ, অলীক কল্পনা, মনোভাব, ইত্যাদি।

রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হল একটি সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থ ও লক্ষ্যের সর্বাধিক ঘনীভূত প্রকাশ, অন্যান্য শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি তার মনোভাব। রাজনৈতিক ভাবাদর্শ বস্তুত একটি শ্রেণীর ধ্যানধারণা ও মনোভাব, যাতে প্রতিফলিত হয় শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতি, বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির প্রতি তার

দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতিসমূহের মধ্যেকার সম্পর্ক। এতে থাকে সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্র আইন যুদ্ধ ও শান্তি এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাবলী।

রাজনৈতিক চেতনা রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে অবিচ্ছেদ্য, কেননা রাজনৈতিক সংস্থা, শ্রেণী, পার্টি, গণসংগঠন ও আন্দোলনের মাধ্যমে এই কর্মকাণ্ডেই তা অর্জিত হয়।

রাজনৈতিক ভাবাদর্শে থাকে একটি সমাজব্যবস্থার প্রতি নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে প্রকাশিত হয় তার মূল অবস্থান ও ধ্যানধারণা এবং সাধারণভাবে ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে তার মতামত।

প্রথমত, একটি শ্রেণীর রাজনৈতিক ভাবাদর্শ সেই শ্রেণীর আওতাধীন সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণেরই প্রয়াস পায়। তাই, বুর্জোয়া ভাবাদর্শ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের যৌক্তিকতা সমর্থনক্রমে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করে, কারণ তাতে বুর্জোয়ার মৌল স্বার্থ নিহিত। তদনুযায়ী, শ্রমিক শ্রেণী কমিউনিস্ট উৎপাদন ধরনের প্রয়োজনীয়তার সমর্থক।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ভাবাদর্শে থাকে একটি সমাজব্যবস্থা মজবুতের, উন্নয়নের পথ ও পদ্ধতি।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ উদ্দিষ্ট শ্রেণীর পক্ষে সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক সম্পর্ক, শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ ও সমাজের রাজনৈতিক কাঠাম বাছাইয়ের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে থাকে।

রাজনৈতিক ভাবাদর্শ স্পষ্টতই শ্রেণী-প্রণোদিত। প্রত্যেক শ্রেণীরই থাকে আপন স্বার্থানুকূল একটি নিজস্ব রাজনৈতিক ভাবাদর্শ।

রাজনৈতিক ভাবাদর্শ মজ্জাগতভাবে রাজনৈতিক সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যেগুলির মাধ্যমে শ্রেণীগুলি তাদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিল করে। শাসক শ্রেণীগুলি রাষ্ট্র, বৈধ সংস্থা ও সংগঠনের মাধ্যমে নিজ নিজ রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক পার্টিগুলিই রাজনৈতিক ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক। সেগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সম্মুখস্থ **লক্ষ্যসমূহ** সূত্রবদ্ধ করে এবং সেগুলি হাসিলের **পদ্ধতি** ও **ধরনগুলিকে** নির্দিষ্ট রূপ দেয়। এগুলি পার্টির নীতিনির্ধারক দলিলে এবং পার্টি-নেতাদের বক্তৃতা ও লেখায় বিবৃত হয়।

বুর্জোয়া পার্টিগুলির রাজনৈতিক কর্মসূচি স্বেচ্ছাকৃতভাবেই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। ওগুলিতে অঢেল গণতান্ত্রিক উক্তি সহ স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের আশ্বাস থাকে। এগুলির উচ্ছ্রিত আশ্বাস কখনই বাস্তবায়িত হয় না।

সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষত মার্কিন বুর্জোয়া রাজনীতিকদের ধ্যানধারণা রাজনৈতিক হঠকারিতার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন ব্যাপক গণধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার ফেঁপে উঠছে তখন তাঁরা সভ্যতার পক্ষে মারাত্মক বিপদের হুমকি সৃষ্টি করছেন।

সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ভাবাদর্শটি শ্রমিক শ্রেণী

ও তার পার্টির ভাবাদর্শ হিসাবে, ওই শ্রেণীকে আত্মসেচতন করে তোলা ও সংগ্রামে পরিচালিত করার উদ্দেশ্য হিসাবে রূপায়িত ও বিকশিত করা হয়। প্রলেতারিয়েত — যে-শ্রেণী সর্বদাই প্রগতিশীল ও বিপ্লবী, যার স্বার্থ সমাজবিকাশের বিষয়গত নিয়মাবলী ও প্রবণতাগুলির অনুষঙ্গী — তার আদর্শ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ হল সঙ্গতিপূর্ণ, প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভাবাদর্শের তত্ত্বীয় অনুমোদন নিহিত রয়েছে শ্রেণী-সংগ্রাম ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বে এবং বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় রাষ্ট্র, আইন, সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তিবিপ্লব, পুঁজিতন্ত্রের পরাজয় ও সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাবাদে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে যুদ্ধের কারণ ও প্রকৃতি, ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধ, পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরস্পরবিরোধী সমাজব্যবস্থার সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংক্রান্ত মতবাদও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলীভূত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জাতিসমূহের মধ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য অবিরাম কাজ করছে। এই রাজনৈতিক ভাবাদর্শ সকল জাতি ও বর্ণের মধ্যে সমতা ও মৈত্রীর, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতার অটল সমর্থক। সমাজতন্ত্রী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির কর্মনীতি ও প্রয়োগের ভিত্তি গঠন করে।

**আইনের চেতনা**

আইনের চেতনা রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই চেতনা রাষ্ট্র ও আইনের সঙ্গে উদ্ভূত হয়। রাষ্ট্র আইন তৈরি ও বলবৎ করে এবং সেজন্য গোটা সমাজের পক্ষে তা অবশ্যপালনীয় হয়ে ওঠে।

শাসকশ্রেণীর আইনের নীতি ও তত্ত্বাবলী প্রতিষঙ্গী সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্কগুলির বৈধতার যাথার্থ্য প্রমাণের প্রয়াস পায়। প্রথমত, আইন একটি সমাজব্যবস্থার অধীনে বিদ্যমান মালিকানা সম্পর্ককে একটি আইনী চারিত্র্য — 'বৈধতা' দেয়। দ্বিতীয়ত, সমাজব্যবস্থা ও মালিকানার ধরনের সঙ্গে সর্বাধিক মানানসই আইনসংস্থা, মানদণ্ড ও রূপগুলির প্রস্তাবনা ও ন্যায্যতা প্রতিপাদনই আইনের নীতি ও তত্ত্বাবলীর কাজ।

এতেই আইনের নীতি ও তত্ত্বাবলীর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির সারমর্ম নিহিত।

সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া আইন-চেতনা মর্মগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক।

পুঁজিতন্ত্র গঠিত হওয়ার সময় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আইনের নীতিগুলি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল (আইনের ক্ষেত্রে সকলের সমতা, ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা, ইত্যাদি)। কিন্তু বুর্জোয়া

আইনের নীতিগুলি আইনত সমতা ঘোষণা করে আর কার্যত অসমতাকে আড়াল করে রাখে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কয়েকটি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণী সামাজিক বিধানে বুর্জোয়ার কাছ থেকে কিছুটা সুবিধা আদায় করতে পারলেও সে শোষিত শ্রেণীই রয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণের ফলে একচেটিয়া পুঁজি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বৈধতার ক্ষতিসাধন করে, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটায় ও একটি পুলিসী রাষ্ট্র গঠন করে। তাই, গণতন্ত্রের জন্য মেহনতিদের সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের একাংশ হয়ে ওঠে।

সমাজতান্ত্রিক আইন-চেতনা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে — যাতে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবকাশ নেই — প্রতিফলিত ও দৃঢ় করে। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সময় ও সমাজতন্ত্রের অধীনে সমাজের জন্য আইনকানুন, আইনের মানদণ্ড ও প্রবিধান থাকবে এবং সেগুলি সমাজতান্ত্রিক মালিকানা রক্ষা করবে, শ্রম ও পরিভোগের মধ্যে যথার্থ পারম্পর্য গড়ে তুলবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক আইন মৌলিক মানবাধিকারগুলিকে নিশ্চয়তা দেয়: কাজ; নির্ব্যয় চিকিৎসা, সব ধরনের শিক্ষা (উচ্চশিক্ষা সহ), সামাজিক নিরাপত্তা; শিল্পোদ্যোগ, যৌথখামার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং শহর, প্রজাতন্ত্র ও গোটা দেশের শাসনে সত্যিকার শরিকানা।

সমাজতান্ত্রিক বৈধতা আইনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমতা ও সকলের জন্য আইনের সমতা নিশ্চিত করে, যাতে ঘটে ন্যায়বিচারের সত্যিকার অভিব্যক্তি। অভিন্ন নীতিটি নাগরিক নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। সমাজতান্ত্রিক আইন নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করার দরুন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং তা আইনের হল সত্যিকার চারিত্র্যের আরেকটি লক্ষণ, কেননা সামাজিক ন্যায়বিচার আইনের চোখে সমাজের সকল নাগরিকের সমানাধিকারই শুধু নয়, তাদের দায়িত্বের সমতাও দাবি করে। দায়িত্ব অবহেলা করে কেবল অধিকার প্রয়োগ অবশ্যই অনুচিত ও আইন বরখেলাপের সামিল।

আইনে অঙ্গীভূত সমাজতান্ত্রিক আইন-চেতনা নাগরিকদের মধ্যে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলে এবং সমাজতান্ত্রিক বিধান মেনে চলতে ও শুদ্ধভাবে সমাজতান্ত্রিক আইন প্রয়োগে তাদের সহায়তা দেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে আইনমান্যতা রাষ্ট্র বলবৎ করে। কিন্তু এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সমাজতান্ত্রিক আইন-চেতনা, যা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আইনমান্যতার লক্ষ্যে এগোয়। তাই, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আইন-চেতনার আদর্শে শিক্ষাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## নৈতিক চেতনা ও নীতিশাস্ত্র

‘নৈতিকতার’ দার্শনিক ধারণা একপ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণের মানদণ্ড ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। ‘নীতিশাস্ত্রে’ রয়েছে নৈতিকতার তত্ত্ব।

নৃতত্ত্বের অধুনাতম তথ্যাদির ভিত্তিতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদীরা সত্যিকার বৈজ্ঞানিক অবস্থান থেকে নৈতিকতার উদ্ভব ও ঐতিহাসিক বিকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তা শুরু হয় (ক) নৈতিকতার নির্ভেজাল সামাজিক প্রকৃতি থেকে ও (খ) শ্রমের ভূমিকা নির্ধারণ থেকে। মার্কসবাদের শিক্ষানুযায়ী: শ্রমই সৃষ্টি করে সামাজিক ও শ্রমগত সম্পর্ক, শ্রমের হাতিয়ার তৈরির সামর্থ্য, বাক্‌শক্তি ও মননগত সংস্কৃতি — শিল্পকলা, নীতিশাস্ত্র, ইত্যাদি।

আদিম গোষ্ঠীগুলিতে পারস্পরিক সম্পর্কগুলি অসংখ্য অলিখিত আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করত এবং এগুলিতে ব্যষ্টি সম্পর্কে সমাজের প্রাথমিক চাহিদাগুলি প্রতিফলিত হত। ওইসব প্রাথমিক নিয়মানুসারী আচরণ অনুমোদিত হত, তাতে উৎসাহ যোগান হত, আর যেকোন নিয়মভঙ্গ না-মঞ্জুর হত। নৈতিক চেতনা গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে, গোটা সমাজের সঙ্গে আদিম মানুষের সম্পর্কের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হিসাবে, এই সব সম্পর্কের প্রতি তার চেতনা হিসাবে, উদ্ভূত হয়েছিল। ভ্রূণাবস্থার আকারে এই চেতনায় প্রকটিত হত বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত, অনুমোদনীয় ও অননুমোদনীয় আচরণের মিলিত প্রত্যয়গুলি।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নৈতিকতা সম্পর্কিত ধর্মীয় তত্ত্বগুলি প্রত্যাখ্যান করে, যাতে বলা হয় যে নৈতিকতা 'ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত' এবং ধর্মীয় প্রভাবে বিকশিত।

প্রাথমিক নৈতিক মানগুলি বস্তুত ধর্মের আগেও বিদ্যমান ছিল। কেবল পরবর্তীকালেই ওগুলি ধর্মীয় বিশ্বাস, নিষেধ ও আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে উঠেছিল। আদিম কৌমসমাজে নৈতিক মানদণ্ড ও নিষেধ বিদ্যমান ছিল এবং এগুলির কোন ধর্মীয় বা অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ছিল না।

নৈতিক গুণাবলী বা কার্যকলাপ মানুষের জৈবিক বা 'জান্তব' প্রকৃতিজাত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিকতাকে সহজ প্রবৃত্তির (নারীর সন্তান রক্ষা, দলবদ্ধতার এষণা) সঙ্গে যুক্ত করে। আসলে, পশুর সহজ প্রবৃত্তিগত আচরণের সঙ্গে মানুষের, মানবসমাজের প্রাথমিক পর্যায়ের ধার্মিকতা বা নৈতিক সম্পর্কের কোনই মিল নেই। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে মানবপ্রকৃতি হল সমাজসম্পর্কের মোট সমষ্টি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদই সর্বপ্রথম সামাজিক চেতনার একটি রূপ হিসাবে নৈতিকতার — যা বিশেষভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক সত্তার প্রতিফলক — বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে।

নৈতিকতার ঐতিহাসিক ও শ্রেণীগত চারিত্র্য রয়েছে: সমাজ-জীবন ও উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের সঙ্গে তা বদলায়।

সামন্তবাদ ও সামন্তবাদী ভাবাদর্শের সঙ্গে বুর্জোয়ার প্রাণপণ সংগ্রামের সময় বুর্জোয়া নৈতিকতায় কিছুটা

প্রগতিশীল আধেয় বিদ্যমান ছিল। তৎকালে বুর্জোয়া ও তার ভাবাদর্শীরা সামন্ত অভিজাতবর্গের নীতি ও ধর্মীয় ভণ্ডামি ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়ছিলেন। কালক্রমে বুর্জোয়া একটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার গোড়ার দিকের নীতি ও আদর্শ ত্যাগ করে। ইদানীংকার বুর্জোয়া নৈতিকতা হল চরম প্রতিক্রিয়াশীল, অসূয়ক ও বিবেকহীন।

সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও বিজয়ী সমাজতন্ত্রের আওতায় পূর্ণ বিকশিত কমিউনিস্ট নৈতিকতা একপ্রস্ত নতুন নৈতিক মূল্যবোধকে প্রকটিত করে। কমিউনিস্ট নৈতিকতা যৌথবাদ, সংহতি, সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ, বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিকতা দ্বারা বুর্জোয়া নৈতিকতার ব্যক্তিসর্বস্বতা ও অহমিকাকে মোকাবিলা করে। লেনিন কমিউনিস্ট নৈতিকতার আদর্শে শিক্ষাদানের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করতেন স্পষ্টতই এজন্য যে তাতে নতুন আবেগ ও বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে এবং বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মনস্তত্ত্বের জেরগুলি — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের উত্তরাধিকার হিসাবে পুরনো রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপ — অপসারিত হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক নৈতিকতার উত্তরাধিকারী হিসাবে কমিউনিস্ট নৈতিকতা অভিন্ন আধেয়ধারী, কেননা তা মেহনতিদের শিক্ষা দেয় নিজ শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে তাদের আচরণ মানানসই করতে, বিপ্লবের আদর্শে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে। রাশিয়ার রাজতন্ত্রের ও বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিস্থিতিতে শ্রমিক

শ্রেণীর নৈতিকতা বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পুঁজিপতি আর জমিদারদের বিরুদ্ধেই মূলত পরিচালিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণের সময় কমিউনিস্ট নৈতিকতা নতুন নীতিসমূহে সমৃদ্ধ ও নতুন আধেয় লাভ করে: কমিউনিজমের আদর্শে তা মানুষের শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়। 'কমিউনিজম জোরদার ও সম্পূর্ণ করার সংগ্রামের'* মধ্যেই কমিউনিস্ট নৈতিকতা কেন্দ্রিত হয়।

কমিউনিস্ট নৈতিকতা নতুন ধরনের মানুষ, যৌথবাদী মানুষ তৈরিতে সহায়তা যোগায়, যে-মানুষের লক্ষ্য সমাজের স্বার্থ, সকলের কল্যাণ।

কমিউনিস্ট নৈতিকতার তিনটি স্তর চিহ্নিত করা যায়:

১) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে শুরু হওয়া একটি অন্তর্বর্তী কালপর্বের ধারায় পুরনো নৈতিকতা প্রত্যাখ্যাত ও ঐতিহাসিকভাবে একটি নতুন নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বুর্জোয়া নৈতিকতা অস্বীকার করে বিপ্লবী জনতার নৈতিক চেতনা পূর্ববর্তী প্রগতিশীল নৈতিকতার, প্রথমত ও প্রধানত প্রলেতারীয় নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত হয়।

বিপ্লবী জনতার নৈতিক চেতনা শুধু পুরনোকে প্রত্যাখ্যান ও নতুনকেই গ্রহণই করে নাই, নতুন জীবনগঠনের উদ্যোগের পথে আচরণের নতুন নীতি ও মানদণ্ডেরও উদ্ভব ঘটিয়েছিল।

* V. I. Lenin, 'The Tasks of the Youth Leagues', *Collected Works,* Vol. 31, p. 295.

১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব মানুষের নৈতিক চেতনায় নতুন মূল্যবোধ, **সমাজতান্ত্রিক দেশাত্মবোধের** উন্মেষ ঘটিয়েছিল। এটা পুরনো ধরনের দেশাত্মবোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারণার সমর্থক হিসাবেই এই মূল্যবোধের জন্ম। সমাজতান্ত্রিক দেশাত্মবোধের মধ্যে ধৃত থাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধগুলি। আরেকটি নতুন মূল্যবোধ, **সমাজতান্ত্রিক যৌথতা** হল প্রলেতারীয় যৌথবাদেরই সম্প্রসারণ এবং শোষণমুক্ত মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার একটি অভিব্যক্তি। সমাজতান্ত্রিক যৌথবাদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসৃষ্ট অন্যান্য মূল্যবোধের সঙ্গে, যেমন পৃথিবীর সর্বত্র মেহনতিদের মধ্যেকার ভ্রাতৃতুল্য সংহতি এবং কমিউনিজম ও মুক্তির পক্ষে, যুদ্ধ ও আগ্রাসনের, বর্ণগত ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ইত্যাদির সঙ্গেও যুক্ত।

শাসকশ্রেণীকে উৎখাতের একমাত্র পন্থা হিসাবেই শুধু বিপ্লব প্রয়োজনীয় নয়, উদীয়মান শ্রেণীর পক্ষে পুরনো থেকে মুক্তিলাভ ও সমাজের নতুন ভিত্তি নির্মাণের জন্যও যে বিপ্লব অপরিহার্য, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের এই ধারণা খোদ ইতিহাসই সত্যাখ্যান করেছে।

২) সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সমাপ্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাপক জনগণের চেতনায় গভীর

পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। ফলশ্রুতি ছিল সোভিয়েত জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্যের, সমাজতন্ত্রসৃষ্ট ওই ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত একটি অভিন্ন নৈতিকতা। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে যেখানে নিজস্ব নৈতিকতা, মানদণ্ড ও আচার-আচরণের নিয়ম সহ বৈরী শ্রেণীসমূহ বিদ্যমান ছিল সেখানে সমাজতন্ত্রের জয়লাভ সবগুলি সামাজিক গোষ্ঠীকে অভিন্ন মৌল স্বার্থের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং একক, কমিউনিস্ট নৈতিকতা গঠন সম্ভব হয়েছে।

৩) তৃতীয় পর্যায়টি বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজপর্বের এবং ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটি হল নতুন মানুষ গঠনের পর্যায় এবং এই মানুষ সমৃদ্ধ মনন, শুদ্ধ নৈতিকতা, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

## নান্দনিক চেতনা ও শিল্পকলা

একটি সমাজের সংশ্লিষ্ট শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিই তার নান্দনিক চেতনা। এতে থাকে নান্দনিক অনুভূতি, রুচি, কৌতূহল, অনুভব, ভাবাদর্শ ও সৌন্দর্যের প্রত্যয়।

মানুষের শ্রমের চাহিদাই পুরাকালে নান্দনিক চেতনা সৃষ্টি করেছিল। শ্রমও বাস্তবতাকে নান্দনিকভাবে (অর্থাৎ, নান্দনিক অনুভূতির মাধ্যমে) মূল্যায়নের

সামর্থ্যের এবং নান্দনিক কল্পনা ও শিল্পগত চিন্তাভাবনা বিকাশের অবলম্বন হয়ে ওঠে।

**নন্দনতত্ত্ব হল** নান্দনিক চেতনার একটি উচ্চতর, তত্ত্বীয় পর্যায়। এটা হল শিল্পকলার বিদ্যা, শিল্পের একটি তত্ত্ব, যার আলোচ্য: শিল্পের বিষয়বস্তু ও বাস্তবতার সঙ্গে এর সম্পর্ক, শিল্পগত প্রণালী, শিল্পগত বিচারনীতি, শিল্পশৈলী, ইত্যাদি। শ্রেণীসমাজে উদ্ভূত নন্দনতত্ত্ব হল উদ্দিষ্ট শ্রেণীর ভাবাদর্শের একটি উপাদান এবং তদনুযায়ী তার নানন্দিক ও অন্যান্য কৌতূহলের প্রতিফলক।

শিল্প হল সামাজিক চেতনার একটি নির্দিষ্ট রূপ আর তাতে বাস্তবতা মূর্ত হয় শৈল্পিক শর্তে।

শিল্পের তালিকায় আছে স্থাপত্য, অংকন, ভাস্কর্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ও চলচ্চিত্র; বিশেষ ধরনের শিল্প — আলোকচিত্র, সার্কাস, পপ-কৃষ্টি, টিভি; প্রায়োগিক শিল্পসমূহ (শিল্প-সংক্রান্ত নকশা, ক্রীড়াঙ্গন সজ্জা); একক ক্রীড়া (ছান্দিক জিমনাস্টিক্স্, ফিগার-স্কেটিং); অভ্যন্তর সজ্জা, উদ্যান (ল্যান্ডস্কেপিং), ইত্যাদি।

সকল শিল্পরূপের মধ্যে বাস্তবতার পরিস্ফুরণ হল তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেমন — সঙ্গীত চিত্রকলা, ইত্যাদি। শিল্পের শৈল্পিক গুণ সকল শিল্পরূপের মধ্যেই বৈশিষ্ট্যসূচক ও সহজলভ্য।

শিল্পের জ্ঞানশক্তিমূলক কার্যকরতা রয়েছে। এটা ব্যক্তির চরিত্র গঠনকে প্রভাবিত করে, তার ধ্যানধারণা ও অনুভূতিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করে।

প্রগতিশীল ধ্যানধারণার প্রতিফলক হলে শিল্প প্রগতিশীল হয়ে থাকে।

শ্রেণীসমাজে শিল্পেরও শ্রেণীচারিত্র্য থাকে। পক্ষান্তরে, বৈরী শ্রেণীসমূহ অধ্যুসিত সমাজেও এমন লেখক, শিল্পী, ইত্যাদি রয়েছেন যাঁদের সৃষ্টিগুলি মেহনতিদের স্বার্থ ও উদ্যোগের, প্রগতিশীল ভাবাদর্শের অনুগামী। সেজন্যই তাঁদের সৃষ্টিগুলি স্বকালের সীমানা অতিক্রম করে এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলির কাছেও অটুট তাৎপর্যশীল থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে থিয়োডর ড্রেইজার, বার্নার্ড শ, রোমাঁ রোলাঁ, টমাস মান, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও অন্যান্যদের সৃষ্টিগুলি উল্লেখ্য। তাদের রচনাবলীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য: মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং জনগণের নির্যাতন ও অবমাননার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ।

সোভিয়েত শিল্প ও সাহিত্য বিশ্বের ধ্রুপদী সাহিত্যের, এবং অবশ্যই সোভিয়েত গণসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম উপাদানগুলি আত্তীকরণ করেছে। সোভিয়েত শিল্প ও সাহিত্যে পুশকিন, গগোল, নেক্রাসভ, তলস্তয়, চেখভ, রেপিন, মুসর্গস্কি ও অন্যান্যদের বৈচারিক বাস্তববাদ আত্তীকৃত হয়েছে।

এইসঙ্গে সোভিয়েত শিল্প হল একটি নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিস্থিতিতে শিল্পের একটি নতুন উন্মোচন।

শিল্প জনজীবনকে প্রভাবিত করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং নান্দনিক শিক্ষার একটি মূল্যবান উপকরণ। সোভিয়েত শিল্পের ভিত্তি হিসাবে

**সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার** মূলনীতি — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ববীক্ষার ধারায় বাস্তবতার বৈপ্লবিক বিকাশের যথার্থ চিত্রাঙ্কন।

সোভিয়েত শিল্প কখনই সমাজবিকাশের প্রশ্ন সম্পর্কে উদাসীন নয়। পক্ষান্তরে, এই শিল্পের কাজ হল অন্তর্জাতিকতাবাদের, সোভিয়েত স্বাদেশিকতার, রাষ্ট্রস্বার্থে আত্মত্যাগের আদর্শে জনগণকে শিক্ষাদান। জনগণের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক দৃঢ়করণ, বহুমুখী সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শুদ্ধ ও শৈল্পিক রূপায়ণ, যা-কিছু নতুন ও কমিউনিস্ট, সেগুলির অনুপুঙ্খ পরিস্ফুরণ ও সমাজপ্রগতির সকল প্রতিবন্ধ উন্মোচনই বস্তুত সোভিয়েত শিল্পের একটি সংশ্লিষ্ট বিষয়।

লোকশিল্প প্রত্যক্ষ ও প্রবলভাবে শিল্পকে প্রভাবিত করে। সকল শ্রেণীর পক্ষেই তা সত্য। শিল্প ততোধিক প্রগতিশীল হয়ে ওঠে যদি তা ব্যাপক জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও বাস্তববাদী হয়। জনজীবন থেকে দূরস্থ শিল্প নিষ্ফলা, তাতে আধেয়ের দৈন্য থাকে, এবং তা পুরোপুরি ভাবাদর্শগত ও শিল্পগত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মকান্ড থেকে দেখা গেছে যে সমাজতন্ত্র জনগণ কর্তৃক শিল্প আত্তীকরণের, প্রতিভা বিকাশের এবং সর্বতোভাবে ও সকল জাতীয় রূপে শিল্পবিকাশের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্রেই শিল্পের জনপ্রিয় মর্মবস্তু এবং তার মূলনীতি — বাস্তবতার নিখুঁত চিত্রায়ন — ততোধিক স্পষ্টতা লাভ

করে। অতীতের বৈপ্লবিক ও বৈচারিক প্রবণতার ধারা অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা পুঁজিতন্ত্রের কুশ্রী মুখটি ফুটিয়ে তোলে, পুঁজিতন্ত্রের জেরগুলিকে খোলাসা করে দেয় এবং নিরপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, আদর্শবাদহীনতার বিরোধিতা সহ বাস্তবতা থেকে, জনগণ থেকে, শিল্পের বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হল গতিশীল ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী। এটা শিল্পীকে কালানুগ হতে, ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে, কিছুটা বিপ্লবী রোমান্টিক হতে ও মহত্তর ভবিষ্যতের জন্য দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যে রোমান্টিসিজম দেখতে আহবান জানায়।

প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের পরিবেশে শিল্প একটি নতুন, উচ্চতর স্তরে পেঁছয়: অসংখ্য ও বহুবিধ শিল্পরূপ ও শিল্পশৈলীর উন্মেষ ঘটে, লোকশিল্প ও সৌখিন শিল্প বিকশিত হয়, মেহনতির নান্দনিক রুচিবোধ আরও সংস্কৃত হয়ে ওঠে।

## দর্শন

**দর্শন হল সামাজিক চেতনার একটি রূপ, যাতে প্রতিফলিত হয় বিশ্ব-সম্পর্কিত সাধারণ ধ্যানধারণা ও বিশ্বে মানুষের অবস্থান, অর্থাৎ তা মানুষকে তার বিশ্ববীক্ষার মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষা দেয়।**

দর্শনের দুটি বিরোধী শিবির বা প্রবণতা, বস্তুবাদ ও ভাববাদ দর্শনের মূল প্রশ্ন — চেতনা ও বস্তুর সম্পর্ক — বিষয়ে ভিন্ন ধরনের উত্তর দেয়। দর্শনের

ইতিহাস আসলে বস্তুবাদ ও ভাববাদের সংগ্রামের ইতিহাস, যাতে প্রতিফলিত শ্রেণীগুলির সংগ্রাম। এই অর্থে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দর্শনে মুক্তিসংগ্রামের একটি তত্ত্বীয় ভিত্তি যুগিয়েছে।

ভাববাদ সর্বদাই ইতিহাসের মঞ্চ থেকে প্রস্থানরত শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শ, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৮শ শতকের শেষ ও ১৯শ শতকের গোড়ায় জার্মান ভাববাদ ছিল ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব ও ফরাসী বস্তুবাদের প্রতিক্রিয়ার এক ফলশ্রুতি।

বস্তুবাদ হল উদীয়মান, ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শ। এরই নজির — ১৭শ শতকী ইংরেজ ও ১৮শ শতকী ফরাসী বস্তুবাদ।

ঊনিশ শতকী রুশ বস্তুবাদ অবশ্যই দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ স্থানাধিকারী। বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুন তা ছিল পশ্চিম ইউরোপীয় প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদের তুলনায় উন্নততর।

অধিবিদ্যক, ধ্যানোদ্দিষ্ট ও স্ববিরোধী (ইতিহাস পর্যালোচিত হত পুরোপুরি ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে) বিধায় প্রাক-মার্কসবাদী বস্তুবাদ ছিল মারাত্মক অপূর্ণতাদুষ্ট।

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ছিল দর্শনের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। মার্কস ও এঙ্গেলস সম্পাদিত এই বস্তুবাদ ছিল দর্শনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সমর্থক। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শন মূলগতভাবে এই অর্থে পূর্ববর্তী সকল দর্শন থেকে

পৃথক যে তা গণ-আন্দোলন বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। পূর্ববর্তী সকল দার্শনিক গোষ্ঠী ও প্রবণতা এবং বর্তমানের বুর্জোয়া-ভাববাদী মতবাদের ব্যতিক্রমী হিসাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল ব্যাপক জনসাধারণের বিশ্ববীক্ষা। মার্কসবাদী দর্শনে ও সাধারণভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে প্রলেতারীয় জনগণ আত্মসচেতনতা লাভের একটি হাতিয়ার ও সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের একটি উপায় খুঁজে পেয়েছে।

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল কমিউনিজম নির্মাণের একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি শাণিত তত্ত্বীয় আয়ুধ। বিজ্ঞানের সাফল্যগুলির সুদক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে লেনিন মার্কসবাদের সামগ্রিক বিকাশ ঘটিয়েছেন, নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী দর্শনকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন, নতুন ধ্যানধারণায় বৈপ্লবিক তত্ত্বকে সমৃদ্ধতর করেছেন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন সমাজ-জীবনে ও কমিউনিস্ট নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: ১) জ্ঞান ও বাস্তবতার বৈপ্লবিক রূপান্তরের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও প্রণালী হিসাবে; ২) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির শুদ্ধ উপলব্ধির ও বিবিধ বিজ্ঞানের উপস্থাপিত দার্শনিক সমস্যাবলীর চাবিকাঠি হিসাবে; ৩) পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে ভাবাদর্শগত সংগ্রামের একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে এবং অবৈজ্ঞানিক বুর্জোয়া দর্শন ও ভাবাদর্শের মুখোস উন্মোচনের উপায়

হিসাবে; ৪) ধর্মীয় অভিমতের সঙ্গে সংগ্রাম ও বিশ্ব-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে।

## ধর্মীয় চেতনা ও ধর্ম

ধর্মীয় চেতনা সামাজিক চেতনার একটি বিশিষ্ট রূপ, যাতে উৎপন্ন হয় বাস্তবতার অবৈজ্ঞানিক প্রতিচ্ছবি। ধর্ম হল অতিপ্রাকৃত — ঈশ্বর, আত্মা, মরণোত্তর জীবন, ইত্যাদির উপর বিশ্বাস।

আদিতে, আদিম মানুষের উপর প্রকৃতির আদ্যাশক্তিগুলির প্রাধান্য থেকেই ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। ধর্মীয় ধারণাগুলি ছিল মানুষের মনে তার উপর আধিপত্যকারী বাহ্যিক শক্তিসমূহের কাল্পনিক প্রতিফলন।

শ্রেণীসমাজের গোটা ইতিহাসের ধারায় ধর্মের নানা সামাজিক ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলি যেসব বিভিন্ন পথে ধর্মমতগুলি ব্যবহার করেছে বর্তমানকালেও তার অঢেল প্রমাণ মেলে। অভিন্ন ধর্মবিশ্বাসে একতাবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসই তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃত রকমফেরের কারণ।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলি এখন অধিক পরিমাণে চলতি সামাজিক সমস্যাবলী, তথাকথিত বৈশ্বিক সমস্যা (যুদ্ধ ও শান্তি, বাস্তুসংস্থিতি, খাদ্য, জ্বালানি সংশ্লিষ্ট) ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন,

সংস্কৃতি এবং নাগরিকদের নৈতিকতা, সচেতনতা ও দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সমস্যার সঙ্গে জড়িত।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি সমকালীন সমাজবিকাশে ধর্মের ভূমিকার ও জনগণের উপর ধর্মের প্রভাবের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যাঁরা শান্তির জন্য কাজ করেন মার্কসবাদীরা ধর্মনির্বিশেষে তাঁদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ধর্ম-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অবশ্যই গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রামীদের মধ্যে, দুনিয়ার শান্তিকামী শক্তিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোন বাধা হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, মার্কসবাদীরা প্রতিক্রিয়াশীল যাজকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী শক্তিগুলির সমঝোতার বিরুদ্ধে লড়াই চালায়।

বনিয়াদ বদলালেও উপরিকাঠাম তৎক্ষণাৎ তদনুযায়ী বদলায় না, বদলায় বনিয়াদ বদলের কিছুকাল পরে। এই পিছটানের জন্যই ধর্মীয় আসক্তি সহ সমাজ-জীবনে পুরনো ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনার জেরগুলি টিকে থাকে। তদুপরি, পুরনো অভ্যাস ও রীতিনীতি অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ ও দীর্ঘজীবী এবং অতীতের ফল হিসাবে নতুন প্রতিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে।

একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদই সামাজিক ঘটনা হিসাবে ধর্মের শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিচার উপস্থাপিত করতে পারে।

বিকশিত সমাজতন্ত্রে বসবাসের প্রেক্ষিতে সোভিয়েত জনগণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণক্রমে ও জনগণের নাগরিক কার্যলাপের বাধাস্বরূপ ধর্মীয় অভ্যাস

উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমেই ধর্মান্ধতার প্রভাবমুক্ত হয়ে উঠছে। ব্যক্তিত্ববিকাশের সংশ্লিষ্ট মানবতাবাদী লক্ষ্যগুলি নানাদিক শিক্ষা এবং বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা প্রচারের মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

# সামাজিক ঘটনা হিসাবে সংস্কৃতির রূপ

## সংস্কৃতির প্রত্যয়

সংস্কৃতির প্রচলিত প্রত্যয় ঐতিহাসিক অভিগমভিত্তিক, যার কল্যাণে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে তুলনাক্রমে সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে পারি। ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের সৃষ্ট সবকিছু, যা প্রকৃতিদত্ত সবকিছু থেকে পৃথক। মূলগত অর্থে সংস্কৃতি বা 'কালচার' (লাতিন শব্দ 'কুলতুরা', অর্থাৎ চাষাবাদ থেকে উদ্ভূত) প্রযোজ্য হত মানুষ কর্তৃক প্রতিবেশ কর্ষণের ক্ষেত্রে, প্রকৃতির আদিম শক্তিগুলি জয়ে, মানুষের অর্জিত সাফল্য বোঝাতে। উনিশ শতকে বুর্জোয়া সংস্কৃতি অভ্যুদয়ের যুগে এই প্রত্যয়টি

ইতিহাসবিদ, জাতিবিদ্যাবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন।

পরবর্তীকালে ভাববাদী চিন্তায় প্রভাবিত বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সংস্কৃতির আধেয়কে শুধু ধ্যানধারণার মধ্যে সীমিতকরণের চেষ্টায় ব্যাপারটিকে বিশ্রীভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংস্কৃতির এই পর্যালোচনা প্রত্যাখ্যান করে, কেননা তা বাস্তবতায় নিহিত সংস্কৃতির বনিয়াদটি উপেক্ষাক্রমে বিশুদ্ধ মননশীলতার আওতায় সংস্কৃতিকে আটকে রাখে। সংস্কৃতি শুধু মননশীলতার সৃষ্টিই নয়, জীবনের — প্রধানত — বাস্তব জীবনের সৃষ্টিও, যাতে গঠিত মানুষের কার্যকলাপের মৌলিক ও চূড়ান্ত সামাজিক পরিস্থিতি, যেগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংস্কৃতির প্রত্যয়কে সম্প্রসারিত করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সংস্কৃতিকে সামাজিক শ্রমের কার্যকলাপের (মেহনতি ও সাধারণভাবে প্রগতিশীল শ্রেণীসমূহ ও স্তরগুলির কার্যকলাপ) ভূবন হিসাবে দেখে, যাতে থাকে ওই কার্যকলাপের বৈষয়িক ও মননশীল উভয় ধরনের রূপগুলি। সংস্কৃতি সম্পর্কে শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের তত্ত্ব, উৎপাদনী শক্তির বিকাশের বিশ্লেষণ এবং উৎপাদন-সম্পর্ক ও উদ্দিষ্ট সমাজের উপরিকাঠামোর উপর নির্ভরশীল। তাসত্ত্বেও এই প্রত্যয়গুলি সংস্কৃতির ধারণার বদলি হতে পারে না, কেননা সংস্কৃতিতে থাকে মানুষের সর্বক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যগুলি, মানসিক ও কায়িক

শ্রমের সমষ্টিফল এবং তা সনাক্ত করে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্ব, সমাজ, অধিজাতি ও জাতিসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত এইসব সাফল্যের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য। সর্বক্ষেত্রে মানুষের সৃজনশীল প্রয়াস ও শ্রম-সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিই সংস্কৃতির উৎস এবং সমাজপ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ শ্রম ও সৃজনশীল উদ্যোগ হিসাবে সংস্কৃতির একটি অর্থপূর্ণ সংজ্ঞার্থ দেয়, যাতে সংস্কৃতি সমাজবিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সমাজের একটি নির্দিষ্ট গুণগত স্তর হিসাবে বিবেচিত হয়। উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক, বৈষয়িক ও মননমূলক উৎপাদন এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি যে-পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় তাতে সংস্কৃতির স্পষ্টতর অভিব্যক্তি ঘটে।

অনুসিদ্ধান্তে বলা যায়: **সংস্কৃতি হল সমাজের বস্তুগত ও মননমূলক সাফল্যের সমষ্টিফল, যাতে থাকে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মানবজাতির আরও অগ্রগতির অবলম্বনসমূহ।** শ্রেণীসমাজে সংস্কৃতি ভাবাদর্শগত আধেয় ও প্রায়োগিক অভিমুখিনতা উভয়তই একটি শ্রেণীচারিত্র্য লাভ করে।

### বস্তুগত ও মননমূলক সংস্কৃতি

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংস্কৃতির বস্তুগত ও মননমূলক দিকগুলির মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করে, যেগুলি দ্বান্দ্বিকভাবে পরস্পরযুক্ত ও পরস্পরনির্ভর।

**বস্তুগত সংস্কৃতির** বিষয় হল গুণগত সাফল্য, যা সনাক্ত করে মানুষ কর্তৃক প্রকৃতি আয়ত্তকরণের পরিমাণ,

শ্রমের হাতিয়ারগুলির মান, উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত পর্যায়, জনসাধারণের কৃৎকৌশল দক্ষতা, শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন, মানুষের বৈষয়িক ও দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ, ইত্যাদি। শ্রমের হাতিয়ারগুলি বস্তুগত সংস্কৃতির কেন্দ্রবস্তু, যেগুলি ইদানীং ক্রমাগত বিজ্ঞানের বাস্তবায়িত সাফল্য হয়ে উঠছে। সংস্কৃতির স্তর বৈষয়িক উৎপাদনে প্রযুক্ত দক্ষতা এবং জ্ঞানেও প্রকটিত হয়। এই অর্থে যেকোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের 'শ্রম-সংস্কৃতি' উল্লিখিত হতে পারে। সমাজ-জীবনের অন্যান্য বৈষয়িক উপাদানে, যেমন মানুষ কর্তৃক ফলপ্রসূ প্রাকৃতিক বস্তু (চষা জমি), দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সামগ্রী (বস্ত্র, আসবাব, তৈজসপত্র), বৈজ্ঞানিক, প্রাতিষ্ঠানিক, চিকিৎসাগত সাজসরঞ্জাম, ইত্যাদিতে সংস্কৃতির স্তর পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

**মননমূলক সংস্কৃতির বিষয়** হল গুণগত সাফল্য, যাতে প্রকাশিত প্রাকৃতিক ও সামাজিক জ্ঞানের পরিধি ও স্তর, বীক্ষণের বিস্তার, সমাজে আত্তীকৃত প্রগতিশীল ধ্যানধারণা ও সদর্থক জ্ঞানের মাত্রা। অর্থাৎ, মননমূলক সংস্কৃতি হল বিজ্ঞান, শিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য, ও শিল্পে অর্জিত গুণগত সাফল্যের সমষ্টিফল। এতে আরও থাকে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, রাজনৈতিক শিক্ষা ও আইনসিদ্ধ সম্পর্কগুলি। মননমূলক সংস্কৃতি মূর্ত থাকে ভাষা, কথা, চিন্তা (যুক্তিধারা), আচরণের মানদণ্ডেও।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বস্তুগত ও মননমূলক সংস্কৃতির

ঐক্যে বিশ্বাসী, এবং শেষোক্ত পরোক্ষ ও অপেক্ষাকৃত স্বাধীন হলেও মোটের উপর বস্তুগত সংস্কৃতির সঙ্গে আঙ্গিক ঐক্যের মাধ্যমেই বিকাশমান। লেনিন তাঁর 'সমবায় প্রসঙ্গে' পুস্তিকায় লিখেছিলেন: 'সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্য উৎপাদনের বৈষয়িক উপায়ের কিছুটা উন্নতি লাভ, একটা নির্দিষ্ট বৈষয়িক ভিত্তি থাকা অপরিহার্য।'* এই বৈষয়িক ভিত্তির উপর নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড প্রক্রিয়া হিসাবে মননমূলক সংস্কৃতি বস্তুগত সংস্কৃতির উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে।

যেকোন সামাজিক ব্যাপারের মতো, মার্কসের ভাষায় যা 'সকল যুগের পক্ষে সিদ্ধ'**, সংস্কৃতি হল নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির একটি সৃষ্টি। এগুলির কল্যাণেই সংস্কৃতির অর্থ ও আধেয় রয়েছে। কেন প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের একটি স্বকীয় চারিত্রচিহ্নিত সংস্কৃতি থাকে, এভাবেই তা ব্যাখ্যেয়। একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ যখন আরেকটি অধিকতর প্রগতিশীল গঠনরূপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তখন অধিকতর প্রগতিশীল সংস্কৃতি পুরনো সংস্কৃতির স্থান গ্রহণ করে। মার্কসের ভাষায়: 'মননমূলক উৎপাদন ও বৈষয়িক উৎপাদনের মধ্যেকার সম্পর্ক পরীক্ষার জন্য খোদ শেষোক্তকে সাধারণ বর্গ হিসাবে না ধরে একটি **নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক** ধরন

---

* V. I. Lenin, 'On Co-operation', *Collected Works*, Vol. 33, 1973, p. 475.

** Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, p. 210.

হিসাবে আঁকড়ে ধরাই সর্বোপরি প্রয়োজন। এভাবে দৃষ্টান্ত হিসাবে, বিভিন্ন ধরনের মননমূলক উৎপাদন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী ধরনের ও মধ্যযুগের উৎপাদনী ধরনের প্রতিষঙ্গী হয়ে থাকে।*

শ্রেণীসমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট সংস্কৃতির সম্পদকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থান থেকে দেখলেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ স্বীকার করে যে এমন সাংস্কৃতিক মূল্যও রয়েছে যেগুলি শ্রেণী-নির্বিশেষে মানুষের কাছে গ্রহণীয় এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলির কাছেও তাৎপর্যশীল থাকে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও প্রয়োগের সাদৃশ্য নানা যুগে ও বহু জাতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। লেনিন বলেছেন যে সংস্কৃতির এমন সব উপাদান রয়েছে যেগুলির কোন শ্রেণীচারিত্র্য নেই। তিনি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট মূল্যবান উপাদানগুলি, বিশেষত বৃহদায়তন পুঁজিতন্ত্রের প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক অর্জনগুলি সমাজতন্ত্র নির্মাণে যথাযথ ব্যবহৃত হওয়া উচিত।**

বৈরগর্ভ সমাজগুলিতে সংস্কৃতির সর্বজনীন উপাদানসমূহের বিকাশ শ্রেণী-সীমিত মননমূলক

---

* Karl Marx, *Theories of Surplus-Value,* Part I, Progress Publishers, Moscow, 1969, p. 285.

** দ্রষ্টব্য, V. I. Lenin, 'Left-Wing' Childishness and the Petty Bourgeois Mentality', *Collected Works,* Vol. 27, p. 349.

উৎপাদনের সংকীর্ণ গণ্ডিতেই এগিয়ে চলে। তাই সাধারণ উপাদানের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও বৈরগর্ভ সমাজে সর্বজনীন সংস্কৃতির অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় না। এমন কি এই সাধারণ উপাদানগুলিও শাসক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিফলন বিধায় প্রায়ই বিকৃত হয়ে থাকে। সংস্কৃতির শ্রেণীগত উপাদান ও সাধারণ, শ্রেণীবর্জিত উপাদানের পারম্পর্য বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কগুলির পরিবর্তনশীল ধরনের জন্য ইতিহাসের ধারায় পরিবর্তিত হয়।

বর্তমানে জাতিসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পরিসর এতই বিরাট যে তাতে কোটি কোটি মানুষ বিজড়িত। বহুদিক থেকেই তা গণমাধ্যমের — সংবাদপত্র, বেতার ও টিভির — অবদান।

সংস্কৃতির সামাজিক-দার্শনিক আধেয় নতুন ধরনের মানুষী কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধতর হচ্ছে এবং এই কর্মকাণ্ড থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ‘বাস্তুসংস্থিতিগত সংস্কৃতি’, ‘মহাশূন্যসন্ধান সংস্কৃতির’ মতো প্রত্যয়গুলি। সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির নির্ধারক হল আজকের দিনের অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও মননমূলক চাহিদা তথা নির্দিষ্ট শ্রেণীসমূহের স্বার্থগুলি।

## বুর্জোয়া সংস্কৃতি: বিকাশের পর্যায়সমূহ

বুর্জোয়া সংস্কৃতির ইতিহাস ও তার প্রধান কীর্তিগুলির দিকে তাকালে বলা যায় যে এই সংস্কৃতি একটি নতুন শ্রেণী, বুর্জোয়ার জাগরণের সময় রূপলাভ

করেছিল, ধ্রুপদী পুরাকালীন সাফল্যগুলির উত্তরাধিকার পেয়েছিল। এই সংস্কৃতির দ্রুততম বিকাশ ঘটে 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব' ঘোষণাকারী প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির কালপর্বে এবং তা ছিল ব্যাপক গণস্বার্থের সঙ্গে, সমাজপ্রগতির ও সামন্তসমাজের বদলি হিসাবে উদ্ভূত বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিশীল। পুঁজিতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে উত্তরণ বুর্জোয়া সংস্কৃতির সংকট সৃষ্টি করেছিল।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে জনশিক্ষার নিম্নমান একটি স্থায়ী সমস্যা হিসাবে বিদ্যমান। সেখানে সাধারণ পরিবারের শিশুদের সুশিক্ষা লাভের বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ-সুবিধা খুবই কম। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ব্রিটেনে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি উল্লেখ্য: স্কুলপড়ুয়াদের ৪০ শতাংশ ১৬ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে যায় এবং উচ্চতর শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পায় না। ১৯৮১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ হাজার প্রভাষক চাকুরি হারিয়েছেন এবং যথাসময়ে আরও অনেকেই হারাবেন। যা-কিছু মেহনতিদের সংস্কৃতির পথে বাধা সৃষ্টি করে, যথাযোগ্য শিক্ষালাভের অপ্রতুল সুযোগ সেগুলির একটি মাত্র। লক্ষ লক্ষ বেকার, বিশেষত যুবক বেকার, যাদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তাদের পক্ষে জাতীয় মনোজীবনের ফলভোগের সম্ভাবনা অবশ্যই খুব কম, আর তাতে শরিকানা তো আরও অসম্ভব।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃজনশীল উদ্যোগও, সর্বোপরি যারা এর শরিক তাদের সংখ্যার

বিচারে, খুবই সীমিত। এদের অনেকেই সংখ্যালঘুর অন্তর্ভুক্ত, যারা খোদ শৈশব থেকে সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার পায়। চলচ্চিত্র, নাটক, উপন্যাস ও অন্যান্য শিল্পকর্ম আসলে পণ্য বৈকি, উৎপাদন ও বিক্রয়ের আগে যেগুলির একটি বাজার প্রয়োজন। চলচ্চিত্র এর এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, যেগুলির উৎপাদন-ব্যয় এখন আকাশচুম্বী। কিন্তু প্রকাশক, শিল্পদ্রব্য বিক্রেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা, রঙ্গালয়ের মালিক ইত্যাদির জন্য এইসব পণ্যের বাজার সীমিত বিধায় তারা কেবল সম্ভাব্য লাভজনক পণ্যগুলিই কিনবে ও প্রচার করবে, এমন কি ওগুলি কুরুচিপূর্ণ হলেও।

উচ্চ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা, দর্শন, সমাজবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্বের অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক প্রকৃতি, তথা বুর্জোয়া মানবতাবাদের সংকট — নতুন পরিস্থিতিতে ব্যষ্টির অবাধ, সর্বতোমুখী ও সুসমন্বিত বিকাশের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণে ব্যর্থতা — ইত্যাদির মধ্যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবক্ষয় সহজলক্ষ্য। সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে মজ্জাগত, ক্রমেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে জনগণকে সাধারণত সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখা হয় এবং বদলি হিসাবে তাদের জন্য পরিবেশিত হয় 'বারোয়ারি সংস্কৃতির' সৃষ্টিগুলি, যা আসলে সত্যিকার শিল্পমূল্যের এক ধরনের নিম্নমান বিকল্প। জনগণকে ফাঁকি দেয়াই এর লক্ষ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে

তথাকথিত জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলিতে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয় খুনখারাপি ও কুৎসারটনা, নৈরাশ্যবাদ, নিন্দাবাদ, হিংস্রতা ও অশ্লীল নগ্নতা এবং যাবতীয় ডাহা রাজনৈতিক প্রতারণা সম্পর্কে অদ্ভূত নীরবতা। একইভাবে টিভির অনুষ্ঠানগুলিতে প্রাধান্য পায় খুন, হিংস্রতা, পুলিসী অত্যাচার, নিম্নমানের রহস্যগল্প ও যৌনতা। চলচ্চিত্র, বইপত্র, সঙ্গীত, নাটক সম্পর্কেও তা সত্য। 'বারোয়ারি সংস্কৃতির' অধিকাংশ সৃষ্টি খুবই নিম্নমানের। এই সংস্কৃতি সম্পর্কে বুর্জোয়া সমালোচকদের মধ্যে উল্লেখ্য মতবৈষম্য রয়েছে। কেউ এটাকে জ্ঞান ও নান্দনিক মূল্যবোধ প্রচারের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা-স্রষ্টা আধুনিক সভ্যতার এক অলৌকিক ব্যাপার হিসাবে স্বাগত জানান, কেউ-বা আবার সত্যিকার শিল্পের জন্য সভ্যতার আদিম শক্তিগুলির বিকল্প প্রতিনিধি বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করেন।

অযৌক্তিক 'আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা', রাজনৈতিক অভিমুখিনতার অভাব ও লাগামহীন স্বতঃস্ফূর্ততা বুর্জোয়া সমাজে শৈল্পিক স্বাধীনতার শেষলক্ষ্য হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়। বুর্জোয়া প্রত্যয় সংস্কৃতি ও সমাজসম্পর্কের একটি নির্দিষ্ট প্রণালীর, একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রণালীর মধ্যেকার যোগাযোগ অস্বীকার করে। মননমূলক সংস্কৃতি থেকে শ্রেণীগত আধেয় ও সামাজিক শর্তাবদ্ধ সকল চারিত্র্য পরিহারক্রমে বুর্জোয়া প্রত্যয় সাংস্কৃতিক ঘটনাকে ভাববাদী বা 'টেকনোক্রাটিক' অবস্থান থেকে দেখে।

গভীর সাংস্কৃতিক সংকটের একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ

হল উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে, বিশেষত ষাটের দশক থেকে প্রকটিত 'প্রতি-সংস্কৃতি' আন্দোলন। নিঃসন্দেহে তাতে সমকালীন বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনার কিছুটা উপাদান রয়েছে। এটা তার সংস্কৃতিকে, পুঁজিতান্ত্রিক নীতিতত্ত্বকে (মৌলিক মূল্যবোধের সমাহার) এবং পশ্চিমের দমনমূলক সভ্যতাকে বাতিল করে। কিন্তু, 'প্রতি-সংস্কৃতি' আন্দোলনের অন্তর্গত পুঁজিতন্ত্রের সামাজিক সমালোচনা বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের একটি সত্যিকার প্রগতিশীল প্রণালী দিয়ে বদলাতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের বহু যুবসংগঠন বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতি যথার্থ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখালেও এটাও বুর্জোয়া সমাজের মনন-সংকট বৃদ্ধির আরেকটি লক্ষণ বৈকি। এই বিষণ্ণ বাস্তবতা থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসে যুবজন নেশা, ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদের আশ্রয় খোঁজে। বুর্জোয়া সমাজ যুবজনকে অশ্লীল সাহিত্য ও যৌনতার মতো মননশীল মৌতাত যোগাচ্ছে।

আজকের শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন সাধনের বাস্তব সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে যুবজনের সন্ত্রাসবাদ, বামপন্থী অতীন্দ্রিয়বাদ, নেশাসক্তি ও যৌনতা অবশ্য খুবই প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া এবং এগুলিকে উদার বিষয়ীগত উদ্দেশ্য হিসাবে দেখানোর জন্য বুর্জোয়ার প্রাণান্ত প্রয়াস সত্ত্বেও। সেজন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যুবজনকে কানাগলিতে তাড়িয়ে নেওয়ার

যে-চেষ্টা করছে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সাহায্যে তা মোকাবিলার জন্য যুবজনের মধ্যে তাদের কার্যকলাপ বাড়াতে হবে।

## সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি

বুর্জোয়া সংস্কৃতি অবক্ষয়গ্রস্ত ও গভীর সংকটাপন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির আরও প্রগতির শুধু একটিই পথ খোলা রয়েছে — সমাজতান্ত্রিক পথ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ দেখিয়েছে যে সমাজতন্ত্র পূর্বতন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণসহ আত্তীকরণ ও পুনরুজ্জীবিত করে।

অধিকন্তু, সমাজতন্ত্র সুবিন্যস্ত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্পূর্ণ একটি নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। এটা মূলত সম্ভব হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কল্যাণ এবং তা হল সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণরত সকল দেশের উন্নয়নের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। লেনিন সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সমাজের মনোজীবনের একটি গুণগত পরিবর্তন হিসাবে দেখেছিলেন, যা ঘটে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে এবং এইসঙ্গে তা শেষাবধি জনগণকে সংস্কৃতির সত্যিকার বিষয়ী ও স্রষ্টা বানানোর জন্য এই পরিবর্তনের উপর একটি প্রবল বিপরীতমুখী প্রভাব ফেলে।

বিদ্যমান সমাজতন্ত্র মেহনতিদের বুদ্ধিবৃত্তিগত মুক্তির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এক প্রজন্মের পরিসরে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েছে। মেহনতিরাই সংস্কৃতির স্রষ্টা ও ভোক্তা। শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক সমাজ থেকে উদ্ভূত নতুন, সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পকলায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

১৯৮২ সালে কলকারখানার ৮০ শতাংশ শ্রমিক ও যৌথখামারের ৬৫·৫ শতাংশ কৃষক মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক ও বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুল উভয়তই শিক্ষাদান অবৈতনিক। এদেশে উচ্চশিক্ষাও অবৈতনিক এবং এই ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তি পায়।

সোভিয়েত সমাজে আজ পূর্ণ সাক্ষরতা বিদ্যমান। জাতীয় অর্থনীতিতে কর্মরতদের তিন-চতুর্থাংশই মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত। সর্বমোট পাঁচ লক্ষাধিক ব্যক্তি কোন-না-কোন ধরনের শিক্ষাকর্মে নিযুক্ত। জালের মতো ছড়ান সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে এবং বই, সংবাদপত্র ও সাময়িকীর উৎপাদন ক্রমাগত বাড়ছে।

সমাজতন্ত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে এবং তা সমগ্র জনগণের সেবায় ব্যবহৃত হয়। এদেশে গবেষণার সর্বক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা এখন ১৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ

সমাজবিকাশ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণায় প্রথম সারিতে পেঁছেছে। গত ষাট বছরে সোভিয়েত সরকারের যাবতীয় অর্জনের সারোৎসার হল সোভিয়েত সংবিধান, যা জন্ম, জাতীয়তা, বাসস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে শিক্ষার অধিকার, বস্তুগত ও মননমূলক সংস্কৃতির যাবতীয় সাফল্যে সকলের সমান প্রবেশাধিকার সহ সকল নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিত করে এবং সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে শরিকানার স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয় শর্তাদির নিশ্চয়তা দেয়। মননমূলক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে এবং জনগণের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে ওগুলির ব্যাপক প্রয়োগে রাষ্ট্র নিরলস থাকে।

সমাজতন্ত্রের অধীনে নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির অন্তর্নিহিত অর্থ হল জনজীবন ও গৃহজীবনের, শ্রম ও সামাজিক সম্পর্কের, নতুন নতুন ধরন সৃষ্টি।

এতে আরও নিহিত থাকে জনগণ কর্তৃক সজ্ঞানে ও সক্রিয়ভাবে সভ্য আচরণের মানগুলি আত্তীকরণ। এইসব আচরণে চিহ্নিত থাকবে একদিকে বিবেচনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে সমাজ-জীবনের মান ও নিয়মগুলি স্বেচ্ছায় পালন, যা সামাজিক স্বার্থের অনুগ বিধায় ব্যক্তিস্বার্থেরও অনুগ, কিন্তু এককভাবে ব্যক্তিস্বার্থসাধক নয়। সেজন্যই এই ধরনের আচরণের যৌথবাদী চারিত্র্য।

সোভিয়েত সংস্কৃতি আধেয়ের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক, জাতীয় রূপের দিক থেকে বহুবিধ, আদর্শ ও চারিত্র্যে আন্তর্জাতিকতাবাদী। এই সংস্কৃতি

সোভিয়েত জনগণের সৃষ্ট বিবিধ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এক সংমিশ্রণ। এই সংস্কৃতির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য: লোকায়ত চারিত্র্য, কমিউনিস্ট অংশীদারিত্ব, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা, সমাজতান্ত্রিক স্বাদেশিকতা, ঐতিহাসিক আশাবাদ, বৈপ্লবিক মানবতাবাদ, যৌথবাদ, কমিউনিস্ট ধ্যানধারণা লালন এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, জনমনে ও আচরণে বিদ্যমান অতীতের জেরগুলি বর্জন।

সমাজতন্ত্রের মননমূলক সংস্কৃতির স্তর ও অবস্থা তার সর্বক্ষেত্রে — রাজনীতি, ভাবাদর্শ, নৈতিকতা, নন্দনতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও শ্রমে প্রকটিত যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে সহজলক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির চারিত্র্য হল আইনগত চেতনার উচ্চ স্তর, সোভিয়েত দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতাবাদ। সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শগত সংস্কৃতি বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার প্রাধান্যে সুচিহ্নিত। সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ্য লোকহিতকর দায়িত্বের প্রতি সোভিয়েত মানুষের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা ও সজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি। নান্দনিক সংস্কৃতির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল ব্যষ্টির সুসমন্বিত সর্বতোমুখী বিকাশ, অর্থাৎ কাজ ও জীবনের প্রতি সূক্ষ্ম নান্দনিক রুচিবোধ ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রম, গৃহজীবন, ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি উচ্চতর সাংস্কৃতিক স্তরে পৌঁছয়। সংস্কৃতি সোভিয়েত সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হেতু হয়ে উঠেছে।

মননমূলক সংস্কৃতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ভূমিকা মূল্যায়নে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অনুসৃত নীতিমালা: জাতিসমূহ ও জাতীয় চারিত্র্যসমূহের অবাধ বিকাশ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বিকাশকে বাধাদানের বদলে ত্বরিত করে; আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি জাতীয় প্রলক্ষণমুক্ত নয়, কেননা তা জাতীয় সংস্কৃতিগুলির সর্বতোমুখী বিকাশের উপর নির্ভরশীল; সমাজতন্ত্রের অধীনে জাতি ও অধিজাতিসমূহের অভিসৃতির মূলে থাকে মনোজীবনের সম্পদ ও বৈচিত্র্যের নিরিখে মানবজাতির পৃথকীভবন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দ্বান্দ্বিকতা বলতে বোঝায় যে প্রগতিশীল জাতীয় প্রলক্ষণগুলি মূলগতভাবে আন্তর্জাতিক এবং শেষোক্ত অনিবার্যভাবে জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। এই পারম্পর্যে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ভূমিকা মুখ্য হয়ে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেশে সংস্কৃতি কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের দ্বারা কমিউনিস্টদের উপর আরোপিত সাংস্কৃতিক 'একনায়কত্ব'-র সঙ্গে এর কোনই মিল নেই। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমভাবে সংস্কৃতির বিকাশ পরিচালনায় কর্তৃত্ববাদ, প্রশাসনিক প্রণালী ও স্বেচ্ছাচারের এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ও লাগামহীন সহনশীলতার বিরোধিতা করে। সহজাত গুণাবলী ও সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ সাধন ও সৃজনশীল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নাগরিকদের জন্য সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধাই সৃষ্টি করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের রাষ্ট্রীয় কর্মনীতিতে রয়েছে: [১] সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা; [২] কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক শিল্পকলার উপর গুরুত্ব দেয়া এবং জনজীবন ও কমিউনিস্ট নির্মাণের সঙ্গে এর বন্ধন মজবুত করা; (৩) গোটা সংস্কৃতির সামাজিক ও ভাবাদর্শগত প্রদেয় বৃদ্ধি এবং কমিউনিস্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিস্তার — সোভিয়েত মানুষের মধ্যে মৈত্রী, সমাজের প্রতি নাগরিকের প্রতিশ্রুতিবোধ উন্নয়ন, একটি প্রগতিশীল নৈতিকতা ও ভাবাদর্শগত প্রত্যয় গড়ে তোলা; (৪) গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্তব্য সম্পাদনের উদ্যোগে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রভাব বৃদ্ধি, শ্রমসংঘে অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি, শহর ও গ্রামের জীবনযাত্রার মধ্যেকার পর্যাপ্ত পার্থক্য দূরীকরণ এবং ব্যষ্টির সমন্বিত বিকাশ সাধন।

বিকশিত সমাজতন্ত্রের অধীনে সংস্কৃতির ভূমিকা সোভিয়েত জনগণের মননমূলক বিকাশে, বিশ্রামের জন্য যথাযোগ্য সুবিধাদি সৃষ্টিতে, কমিউনিস্ট শিক্ষা উন্নয়নে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সাধনে ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্তব্য বাস্তবায়নে সর্বকালের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট অর্থেই সোভিয়েত জীবনধারার একটি অংশ হয়ে উঠেছে। এটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে — জনগণের কার্যকলাপ ও জীবনযাত্রা উন্নয়নে, প্রতিটি

সমবায়, প্রতিটি পরিবারে সুস্থ ভাবাদর্শগত ও নৈতিক আবহ সৃষ্টিতে আজ সম্প্রসারিত। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির — সমাজকেন্দ্র, গ্রন্থাগার, জাদুঘর, বিনোদন পার্ক, ও পেশাদারী শিল্পের — উল্লেখ্য ভূমিকা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

প্রতিক্রিয়া, জাতিদম্ভবাদ ও সমরবাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিরোধী। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি বৈশ্বিক পরিসরে সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্য এক মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতি অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে — লেনিনের এই মতবাদটিতে বর্তমান অবস্থা বিশেষ তাৎপর্য যোগ করে। আমরা যারা সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন ও এগুলির আরও উন্নয়নে ইচ্ছুক তারা বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অর্থে সত্যিকার কর্মমুখর জীবনধারার উচ্চাদর্শের জন্য বৈশ্বিক পরিসরে জায়মান সংগ্রাম সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারি না। সংস্কৃতির আদর্শ বস্তুত শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মানবিক নীতি রক্ষা এবং সভ্যতার সাফল্যগুলির নিরাপত্তা বিধান থেকে অবিচ্ছিন্ন।

সপ্তম অধ্যায়

# মানব ও সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের মার্কসীয়-লেনিনীয় প্রত্যয়

## ব্যষ্টি সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রত্যয়

মানুষ সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রত্যয় মানবতাবাদী পূর্বসূরীদের তত্ত্বাবলীর শ্রেষ্ঠতম উপাদানগুলির উত্তরাধিকার পেয়েছে, ওগুলির বিকাশ ঘটাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ মার্কসবাদীরা আঠার শতকী ফরাসী বস্তুবাদীদের তত্ত্ব, যাতে বলা হত মানুষ সামাজিক প্রতিবেশ ও শিক্ষার সৃষ্টি, তা বিশদক্রমে যোগ করেছেন — মানুষ আপন কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়ায় এই প্রতিবেশ বদলায়।

মার্কস ও এঙ্গেলস মানুষ সম্পর্কিত বুর্জোয়া বিবেচনা ও নৃবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গি নাকচ করেছেন। নৃবিদ্যাগত তত্ত্বানুসারে মানুষ হল একটি বিশুদ্ধ জৈবিক সত্তা। সমকালীন বুর্জোয়া সমাজবিদ্যায় সজীব এই নীতিটি সমাজবিকাশের বিষয়গত নিয়মভিত্তিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মূল্যহানি

ঘটায় এবং ব্যষ্টির উপর, মানুষের 'সর্বজনীনভাবে মানুষী' লক্ষণগুলির উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে। এই নীতি, এঙ্গেলসের ভাষায়, 'সত্যিকার স্বভাব বা সত্যিকার মানুষ কোনটি সম্পর্কেই নির্দিষ্ট কিছু বলতে অপারগ।'* নৃবিদ্যাগত তত্ত্ব থেকে পৃথক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে মানুষ হল সামাজিকভাবে শর্তাবদ্ধ ও একক প্রলক্ষণসমূহের এক সমষ্টিফল।

মানুষের মর্মবস্তুর সংজ্ঞার্থ দেওয়ার সময় মার্কস মানবসত্তার অনিবার্য, চিরন্তন ও নির্ধারক উপাদানের উপর জোর দিয়েছিলেন, যা জৈবসত্তাকে মানবসত্তায় রূপান্তরিত করেছে। এই উপাদান হল শ্রম — 'একটি চিরন্তন প্রকৃতি-আরোপিত অপরিহার্যতা'।** মানুষের মানুষী মর্মবস্তু শ্রমে ও কর্মেই প্রকটিত।

মানুষের শ্রমে রূপান্তরিত বিষয়গত বাস্তবতা, মানুষের শ্রমের উৎপাদনগুলি, মানবজীবনের বাস্তবতা, মানুষের জগৎ তার 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' হয়ে উঠেছে। মানুষের শ্রমের উৎপাদনগুলি হল যথার্থ প্রকৃতির নিরিখেই 'দ্বিতীয়', 'মানবিকীকৃত' প্রকৃতি।

মানুষ একটি সামাজিক সত্তা, একটি ব্যক্তিত্ব, একটি ব্যক্তিবিশেষ। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসাবে তার ব্যক্তিত্ব

* Frederick Engels, 'Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three Volumes, Vol. 3, p. 360.

** Karl Marx, *Capital*, Vol. I, Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 50.

ও ভূমিকার ব্যাপারে মানুষ শেষাবধি তার বসবাস ও কর্মস্থলের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সামাজিক সম্পর্কগুলিরই সৃষ্টি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিগত মর্মবস্তু সামাজিকভাবে শর্তাবদ্ধ ও সমাজসম্পর্কের বিদ্যমান সমষ্টিফলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যেসব সম্পর্কে প্রকটিত হয় সমাজ বা শ্রেণীর নির্দিষ্ট আইনগত, নৈতিক ও নান্দিক মানদন্ডগুলি। ব্যক্তিত্ব গঠনের নিয়ন্তা এই আইন সামাজিক সম্পর্কগুলির তাৎপর্যের উপর ও ব্যষ্টির প্রগতির পথে আলোকপাত করে। এইসঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ মানুষের একক প্রলক্ষণগুলির বৈচিত্র্যও বিবেচনা করে দেখে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব উৎপাদন-সম্পর্কের চূড়ান্ত ভূমিকা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ব গঠনে সামাজিক সম্পর্কের গোটা পরিসরটির কৃত ভূমিকা পরীক্ষার এবং অণুপ্রতিবেশ, বসবাসের পরিস্থিতি, পরিবার ও মানুষের একক প্রলক্ষণগুলির প্রভাব পুরোপুরি বিবেচনার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রত্যয়ের আরেকটি মজ্জাগত চারিত্র্য — প্রয়োগের সঙ্গে, মেহনতিদের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। গভীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ও সামাজিক বিকাশগুলির, বিশেষত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের শিক্ষা গ্রহণের ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মানুষের দাসত্ববন্ধনের সামাজিক শর্তাধীন কারণগুলি সনাক্ত করেছে ও মানবমুক্তির পথরেখা তৈরি করেছে।

মেহনতির সৃজনী ক্ষমতার মুক্তিসাধনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব মানুষের দাসত্বের মূল কারণ (পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা), এই কারণনাশী প্রধান ঐতিহাসিক শক্তি (প্রলেতারিয়েত) ও মুক্তির উপায় (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) চিহ্নিত করেছে। শ্রেণী-সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব অবদমননির্ভর নয়, যে-অবদমনের কথা বুর্জোয়া প্রতারকরা আমাদের বোঝাতে চায়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ওই তত্ত্ব মানুষের শোষণ অবসানের, জনগণের মধ্যে সত্যিকার মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উপায়গুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ উপস্থাপন করে।

নতুন ধরনের মানুষ — আত্মোৎসর্গী যোদ্ধা ও বিপ্লবী — গড়ে তোলার উপর লেনিন অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে সামাজিকভাবে বিশিষ্ট কোন মানুষ গড়ে তোলার ব্যাপারটি একজন সক্রিয় বিপ্লবীর ব্যক্তিত্ব হিসাবে তার বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। বিপ্লব মানুষের অন্তঃসত্তা বদলাতে সমর্থ নয়, তা বদলায় মানুষের অস্তিত্বের শুধু 'বাহ্যিক' অবস্থাটি আর তাতে ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে — এই মত অস্বীকার করে লেনিন দেখান যে কেবল বৈপ্লবিক সংগ্রামেই ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া, স্বাধীনতা ও মর্যাদা দাবি করা এবং নিজের সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটান যায়। পক্ষান্তরে, একটি শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সুবিধাবাদী

আপস ব্যক্তিত্বকে অবদমিত বা পঙ্গু করে দেয়, সামাজিকভাবে অবিকশিত ও মননশীলতার দিক থেকে বিশুদ্ধ সব মানুষ সৃষ্টি করে, যারা নিরন্তর সবকিছু সম্পর্কে — পুলিশ, ধর্মঘট ও সামাজিক আন্দোলনে শরিকানার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানুষকে চূড়ান্ত মূল্য হিসাবেই দেখে। জনগণের কল্যাণ ও সুখশান্তি যেকোন মানবতাবাদী সমাজেরই শেষলক্ষ্য হওয়া উচিত।

**ব্যক্তিত্বের প্রত্যয়**

প্রতিটি মানুষই একটি ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ সামাজিকভাবে উল্লেখযোগ্য প্রলক্ষণের অধিকারী। বলা যায়, প্রতিটি মানুষ এক ও অভিন্ন সময়ে সামাজিক প্রতিবেশের সৃষ্টি এবং সে এই প্রতিবেশের, জীবন ও তার সামাজিক বর্গের, সর্বজনীন একটি মৌলিক ও অনন্য অভিব্যক্তি। সামাজিক প্রলক্ষণগুলি কমবেশি প্রতিটি ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই বংশানুসৃত এই বিচারে যে মানুষ সামাজিক সম্পর্কের একটি প্রণালীতে চালিত হয়। ব্যক্তিত্বের সামাজিক মর্মবস্তু স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানুষের বিশুদ্ধ জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রলক্ষণগুলি অস্বীকার করে না।

ব্যক্তিত্বের কাঠামোয় থাকে: (১) সামাজিক অভিমুখিনতা, বিশ্ববীক্ষা, স্বার্থ, চাহিদা ও নৈতিক প্রলক্ষণ; (২) নির্দিষ্ট ব্যক্তিক মেজাজ, জন্মগত গুণ, প্রাথমিক চাহিদা; (৩) অভিজ্ঞতা — লক্ষ্য, জ্ঞান, দক্ষতা

ও অভ্যাসের পরিসর ও মান; (৪) বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার একক বৈশিষ্ট্যগুলি।

ওই ব্যক্তিত্বের যাবতীয় উপাদান অল্পবিস্তর মাত্রায় বিশ্ববীক্ষার উপর নির্ভরশীল আর শেষোক্তই এই কাঠামের কেন্দ্রবস্তু। ব্যক্তিত্বের মর্মবস্তু উদ্ঘাটনের জন্য স্বীয় বিশ্ববীক্ষার ধরন বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বিশ্ববীক্ষা হল সামাজিক ও চিন্তাশীল সত্তা হিসাবে প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ অধিকার। বিশ্ববীক্ষাবিহীন অর্থাৎ বিশ্ব-সম্পর্কে ও সেখানে মানুষের স্থান সম্পর্কে বা মানবজীবনের অর্থ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তাহীন বা ধ্যানধারণাহীন মানুষ বলতে কোনকিছু নেই।

বিশ্ববীক্ষা হল ব্যাপ্ত বিশ্ব-সম্পর্কে — প্রাকৃতিক ঘটনা, সমাজ ও নিজের সম্পর্কে — পরিশেষে সাধারণীকৃত ও ধারাবাহিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা মানুষের মূল মনোভাব, বিশ্বাস এবং সামাজিক-রাজনৈতিক, নৈতিক ও নান্দনিক ধ্যানধারণা, বিশ্বের এই সাধারণ ছবি থেকে উদ্ভূত বিষয়গত ও নান্দনিক ঘটনাবলী অবধারণ ও মূল্যায়নের নীতি।

প্রতিটি ব্যক্তিত্ব নিজস্ব ধরনে, বিবিধ মাত্রায় সমাজ-জীবনের মূল্যবোধগুলি আত্তীকরণ করে। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সমাজ-সম্পর্ক ব্যবহারক্রমে যে-ব্যক্তিত্বের ওই আত্তীকরণের মাত্রা যতবেশি তা ততটাই উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিত্ব যত সমৃদ্ধ হয় তাতে ততোধিক মাত্রায় প্রকটিত হয় নির্দিষ্ট সমাজ-সম্পর্কের মর্মবস্তু।

## ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক ধরনসমূহ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিবেচনায় অপরিবর্তনীয় মানবচরিত্র বলে কিছু নেই, কেননা মানুষ তার কালের সৃষ্টি, একটি শ্রেণীসমাজে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিনিধি। সামাজিক শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের বিবিধ ঐতিহাসিক ধরনকে শর্তাধীন করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, দুই ধরনের ব্যক্তিত্ব — পুঁজিবাদী ও মেহনতি — এ হল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। পুঁজিপতি প্রথমত ও প্রধানত উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক। মেহনতির কোন উৎপাদনের উপায় থাকে না। সংকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের মধ্যেই মেহনতির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

শ্রেণীসমূহে সমাজের বিভাজন ও ব্যক্তিত্বের শ্রেণীগত মূল থাকা সত্ত্বেও অভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের সকল বাসিন্দার কতকগুলি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন জাতীয় চরিত্র, সংস্কৃতি, দৈনন্দিন অভ্যাস ও রীতিনীতি, ইত্যাদি, যেগুলি গড়ে ওঠে অভিন্ন সমাজ-জীবন, সাধারণ উৎপাদন-সম্পর্ক, যোগাযোগ ও পারস্পরিক প্রভাবের শর্তাধীনে। তাদের মেলামেশা ও পারস্পরিক প্রভাব তথা জীবনের সাধারণ পরিস্থিতি মানুষের সামাজিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে কোন বিধ্বস্ত কৃষক (বা বেকার বুদ্ধিজীবী) একজন সাধারণ মেহনতি হয়ে গেলে তার সামাজিক অবস্থান ও কালক্রমে তার দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিষঙ্গী পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি

ম্লগতভাবে অন্যান্য মেহনতির অন্রূপ হয়ে ওঠে। তেমনি একজন কৃষক ধনী হয়ে উঠলে বা কোন শ্রমিকসন্তান স্নশিক্ষার দৌলতে লাভজনক চাকুরি পেলে ও কালক্রমে বাণিজ্যশরিক বা এমন কি কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হলে সে অবশ্যই ব্র্জোয়া শ্রেণীতে যোগ দেবে এবং ব্র্জোয়া মানসিকতা ও ভাবাদর্শ লাভ করবে।

## ব্যক্তিত্বের সমাজতান্ত্রিক ধরন

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের দ্রদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনর্প প্রথম পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটবে মানবেতিহাসের সমগ্র ধারার মতো শ্রম ও বিদ্যমান সামাজিক (বৈষয়িক ও মননম্লক) উৎপাদন প্রণালীর শর্তাধীনে।

তাঁদের প্র্বাভাস অন্যায়ী নতুন, সমাজতন্ত্রী মান্ষের অভ্যুদয় ঘটেছিল রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয়ের ফলে, সোভিয়েত মান্ষের আত্মত্যাগী শ্রম ও সংগ্রামের ফলে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে। নতুন, সমাজতান্ত্রিক ধরনের মান্ষের আচরণ ও ব্যক্তিগত প্রলক্ষণগ্নলি ম্লগতভাবে সমাজ-সম্পর্কের গ্ণগত নতুন প্রণালী ও নতুন সামাজিক প্রতিবেশের শর্তাধীন থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তনগ্নলির আধেয় থেকে দেখা যায় যে

সোভিয়েত সমাজ ক্রমান্বয়ে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ উৎখাত করেছে; যাবতীয় বৈষয়িক ও মননমূলক সম্পদ মেহনতিদের সেবায় নিয়োজিত করেছে, যাতে শ্রম শুধু জীবিকার্জনের উপায়ই নয়, সমাজসেরার উপায়ও হয়ে উঠেছে; মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিতে স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে সামাজিক সমসত্ত্বতা, ঐক্য, যৌথতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা।

কেবল আধেয়ই নয়, যে-পথে সামাজিক প্রতিবেশ মানুষের চেতনা ও আচরণকে প্রভাবিত করে, তাও পরিবর্তিত হয়েছে।

মানবতাবাদ, সম্ভাবনা ও তীব্রতা — এগুলি হল প্রভাবের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রবর্তিত অপরিহার্য নতুন বৈশিষ্ট্য, যে-প্রভাব সমাজ ব্যক্তিত্বের উপর প্রয়োগ করে।

নতুন, সমাজতন্ত্রী ধরনের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যরূপী তিনটি বর্গ পৃথক করা যায়।

**প্রথম বর্গের প্রলক্ষণগুলি** গোটা সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতি ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত।

**সমাজতন্ত্রী ধরনের ব্যক্তিত্ব হল ভাবাদর্শগতভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিত্ব, যার শরিকানা থাকে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের লক্ষ্য ও নীতিতে, সামাজিক স্বার্থকে সর্বোপরি স্থাপনে।** এজন্যই দেশ ও দেশের সম্পদের প্রতি সমাজতন্ত্রী ব্যক্তিত্বের অত্যুন্নত দায়িত্ববোধ, মেহনতির মর্যাদাবোধ, আশাবাদ, একনিষ্ঠতা, ভবিষ্যতে আস্থা, রাজনীতিতে জড়িত থাকার ইচ্ছা, ও শ্রমোদ্যম. ইত্যাদি। স্বভাবতই ব্যক্তি অনুসারে এই প্রলক্ষণগুলির মাত্রাভেদ ঘটে।

দ্বিতীয় বর্গের প্রলক্ষণগুলি শ্রম-সম্পর্কে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমাজতন্ত্রের অধীনে শ্রম অতিরিক্ত আধেয় অর্জন করে, সর্বজনীন কল্যাণ, জনগণ ও সমাজতন্ত্রের উন্নতিবিধানের, তথা জীবনকে সামর্থ্যদানের উপায় হয়ে ওঠে। একজন মেহনতি, কৃষক বা অফিসকর্মীর দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপারের বদলে সর্বজনীন ব্যাপারের রূপলাভ করে এবং তাতে উক্ত ব্যক্তির সামর্থ্য ও সামাজিক-রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রকাশ ঘটে।

ফলত, একজনের শ্রমপ্রচেষ্টার বিষয়বস্তু ও ফল সম্পর্কে আগ্রহ ব্যাপক পরিসরে প্রকটিত হয়। কেবল অর্থোপার্জন নয়, উৎপাদনের সাধারণ দিকগুলি এবং কর্মশালা, উদ্যোগ বা কার্যালয়ের সন্তোষজনক পরিচালনায়ও জনগণ নিজেদের জড়িত করে। অন্যদিকে, পুঁজিতন্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রকে গৃহ ও ব্যক্তিগত জীবনের বিপরীতে দাঁড় করায় এবং এভাবে ব্যক্তির প্রলক্ষণ-গুলিকে দুটি সুস্পষ্ট বর্গে বিভক্ত করে — 'পেশাগত' বা 'কৃৎকৌশলগত' ও ব্যক্তিগত। সমাজতন্ত্র পেশাগত ও ব্যক্তিগত প্রলক্ষণের মধ্যেকার ফারাকটি পূরণ করেছে। এখানে পেশাগত দক্ষতা ও প্রলক্ষণ মর্যাদা পায়, ব্যক্তিগত তাৎপর্য লাভ করে। 'যখন কাজ করে না তখন সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে' — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের মেহনতি সম্পর্কে এ কথাটি মার্কস বলেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগের একজন শ্রমিক সম্পর্কে আমরা যথার্থই বলতে পারি যে কাজের সময়ও সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগের

শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে একটি পূর্ণজীবন যাপন করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সুবিধার্থে কাজ জনকল্যাণের জন্য সেবা ও জীবনের মর্মবস্তু হিসাবে বিবেচ্য। এটা হল সমাজতন্ত্রী ব্যক্তিত্বের আরেকটি অপরিহার্য প্রলক্ষণ।

আপন কাজ-সম্পর্কে একজন কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্পর্কেও তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী, উচ্চশিক্ষিতরা শ্রদ্ধার উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত হন। মেহনতিরা শিক্ষা ও বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন অনুভব করে। একটি নিবিড় মননশীল জীবন সোভিয়েত বাস্তবতার মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য এবং সেভাবে তা জ্ঞানার্জনের ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্যে পেঁছনোর জন্য সচেষ্ট। ব্যাপক পরিসরের মননমূলক চাহিদা বস্তুত নতুন, সমাজতন্ত্রী ব্যক্তিত্বর এক মজ্জাগত অনুষঙ্গ।

তৃতীয় বর্গের প্রলক্ষণগুলি অন্যান্যদের প্রতি সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ব্যক্তিত্ব অভিমুখিনতার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত হল ঘোষিত লক্ষ্য ও মানুষের আচরণের মানদণ্ডের মধ্যেকার সংযোগ। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত যেসব লক্ষ্য ও মানদণ্ড দ্বারা সমাজের সদস্যরা পরিচালিত হয় সেগুলি অবিরাম ও অদম্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে, যাতে ইন্ধন যোগায় পুঁজিতান্ত্রিক আত্মসাতের সামাজিক চারিত্র্য, শ্রেণীগত বা দলগত স্বার্থের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং নিজ স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবিধ শ্রেণী ও সামাজিক বর্গের উপলব্ধি। এজন্যই

শ্রেণীসমূহ বা অধিজাতিগুলির মধ্যেকার অবিরাম সংঘাত এবং তদনুযায়ী ঘোষিত লক্ষ্যের সঙ্গে বিদ্যমান আচরণের মানদণ্ডের দ্বন্দ্ব।

গোটা সমাজতান্ত্রিক সমাজের আছে সাধারণ লক্ষ্য ও নীতি। এই ঐক্য সাধারণ স্বার্থের ভিতে নিহিত, কেননা সমাজতান্ত্রিক সমাজের নীতিগুলি গণতন্ত্র, যৌথবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ — সকল নাগরিক ও সরকারী সংস্থার জন্যই প্রামাণ্য প্রথা। শ্রেণীসমূহ ও সামাজিক বর্গগুলির মৌল স্বার্থের ঐক্য, সোভিয়েত জনগণের বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহায়তা — যা জারশাসিত রাশিয়ায় বিদ্যমান শোষণ ও বৈরিতাকে প্রতিস্থাপিত করেছে — সেগুলিরই প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্যে, বন্ধুত্বমূলক সহযোগিতায়, পারস্পরিক সাহায্য, যৌথবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদে। জন্ম ও জাতীয়তা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য সম্মানবোধ সমাজতান্ত্রিক সমাজের এক মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। গণ-উদ্দীপনা, কাজ, জ্ঞান ও সততা সমাজতন্ত্রী ব্যক্তিত্বের মানদণ্ড হিসাবে বিবেচ্য।

লেনিনের ভাষায় কমিউনিস্ট সমাজের লক্ষ্য — ‘সমাজের সকল সদস্যের পূর্ণ কল্যাণ এবং অবাধ, সর্বতোমুখী বিকাশের’* নিশ্চয়তা দান। সুসমন্বিতভাবে বিকশিত ব্যক্তিই কমিউনিজমের আদর্শ। প্রসঙ্গত লেনিনের আরেকটি উক্তি উল্লেখ্য:

---

* V. I. Lenin, ‘Notes on Plekhanov’s Second Draft Programme’, *Collected Works,* Vol. 6, 1977, p. 52.

'কমিউনিজম সেই লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে, অবশ্যই এগোবে ও সেখানে পেঁছিবে... জনগণকে শিক্ষা দিতে, শেখাতে, তাদের **সর্বতোমুখী বিকাশ** ও **সর্বতোমুখী** প্রশিক্ষণ দিতে, যাতে তারা **সর্বকর্মক্ষম হতে পারে**।'*

* V. I. Lenin, 'Left-Wing' Communism—an Infantile Disorder', *Collected Works,* Vol. 31, p. 50.

অষ্টম অধ্যায়

# সমাজে মানুষের কর্মকাণ্ড হিসাবে মানুষের ইতিহাস। ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মাবলী

## ইতিহাসের বিষয়গত যুক্তিপদ্ধতি ও জনগণের কার্যকলাপ

মানবেতিহাস হল প্রজন্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও যুগসমূহের একটি শৃঙ্খল। বর্তমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় অতীতে, ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে ওঠে বর্তমানে। আমাদের এযুগ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রাক্তন উপনিবেশগুলির স্থলে বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় দেখেছে। নব্যস্বাধীন দেশগুলির বর্তমান — তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ — সুখী ভবিষ্যতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছে।

আমরা জানি ইতিহাসের আছে স্বকীয় **বিষয়গত** যুক্তিপদ্ধতি, অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা বা চেতনার সঙ্গে অসম্পর্কিত প্রধান ঘটনাবলী ও যুগসমূহের একটি সংযোগ: মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ একটি

ঐতিহাসিক অভিমুখিনতার অস্তিত্ব। কিন্তু ইতিহাসের বিকাশ কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি বা জৈবিক নিয়ম শাসিত নয়, আর মনোগত অবচেতন উপাদান দ্বারা তো নয়ই। ইতিহাসের বিষয়গত যুক্তিপদ্ধতির ভিত্তি এই ঘটনায় নিহিত যে সামাজিক সম্পর্কগুলির পরিবর্তন বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক শর্তাবলীর উপর, উৎপাদনী শক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল, এবং জীবনের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত রূপগুলির বিকাশ অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত, যা তাকে প্রকটিত করে। ইতিহাসের বিষয়গত যৌক্তিকতা হল অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সহ সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থিতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং অবশ্যই সমাজ-জীবনের ধরন ও জনবর্গের ঐতিহাসিক ধরনগুলিরও (কৌম বা উপজাতি থেকে জাতি ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী পর্যন্ত) পরিবর্তন। ইতিহাসের যুক্তিপদ্ধতি অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির বিবর্তনের আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক সংস্থাগুলির গুণগত পরিবর্তন তথা ভাবাদর্শগত মূল্যাদি পুনর্বিবেচনার সামিল। সেজন্যই সমাজবিকাশের মার্কসবাদী সংজ্ঞার্থ একে প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বা প্রকৃতিতে জায়মান পরিবর্তনের অনুরূপ একটি বিষয়গত প্রক্রিয়া হিসাবে দেখে।

সমাজবিদ্যায় **বিষয়মুখিনতার** ধারণার অর্থ: এমন প্রজন্ম বা জাতি কখনই ছিল না যারা আগেকার সমাজ থেকে প্রধানত প্রাপ্ত বৈষয়িক পরিস্থিতি উপেক্ষা করে পুরোপুরি নিজের রুচি বা ইচ্ছা মতো জীবনধারা

নির্বাচন করতে পারত। বলা যায়, প্রতিটি সমাজ আগেকার সমাজকে আশ্রয় করেই তাকে পেছনে ফেলে এগোয়। অটল অস্তিত্বের জন্য মানুষ শ্রম ও উৎপাদনের প্রাপ্তব্য স্তরকে বা পূর্বসূরী প্রজন্মগুলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এর ভিত্তিকে তথা বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক এবং বৈষয়িক, কৃৎকৌশলগত ও বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদগুলিকে অপরিহার্যভাবে ব্যবহার করে। এটাই বর্তমান প্রজন্মের চারিত্র্য, অভিমুখিনতা, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কার্যকলাপের ধরনগুলি বহুলাংশে নির্ধারণ করে এবং জনগণের মধ্যেকার প্রাসঙ্গিক সম্পর্কসমূহ সজ্ঞানে গড়ে তোলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি বৈষয়িক পণ্য ও মননমূলক মূল্যাদি বিনিময় করে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে শরিক হয়, ইত্যাদি। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ ও সাধারণ সম্পর্কগুলি এবং জায়মান বিকাশ-প্রবণতাগুলি ব্যষ্টির লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না এবং অধিকন্তু কখনই জনগণের পুরোপুরি বোধগম্য হয় না। এই প্রক্রিয়াগুলি অসংখ্য মানুষের কার্যকলাপের, অজস্র ধরনের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সমষ্টিফল।

মার্কসীয় বিজ্ঞান ইতিহাসের একপেশে বিশ্লেষণ থেকে দূরে থাকে, ইতিহাসের প্রক্রিয়াকে কোন বিষয়গত অলৌকিক শক্তি বলে গণ্য করে না। ইতিহাসে সজ্ঞান ইচ্ছার ভূমিকা প্রতিপাদন এবং ব্যষ্টি, শ্রেণী ও জাতিসমূহের সামাজিক-ঐতিহাসিক কার্যকলাপের মূল কারণ সন্ধান — এই হল বিজ্ঞানের কর্তব্য।

## ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মাবলী

ইতিহাসের বিষয়গত যুক্তিপদ্ধতি ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মাবলীতে প্রকটিত হয়। কার্ল মার্কস এই নিয়মগুলির আবিষ্কারক। এঙ্গেলস লিখেছিলেন: 'সজ্ঞান উদ্দেশ্য, ঈপ্সিত লক্ষ্য ছাড়া কিছুই ঘটে না। ইতিহাস অনুসন্ধানে এই বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব সত্ত্বেও... তা এই সত্যকে বদলাতে পারে না যে ইতিহাসের গতিপথ অভ্যন্তরীণ সাধারণ নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রিত।'* সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হল বিষয়গত বৈশিষ্ট্যধর — লেনিন এই মার্কসীয় সিদ্ধান্তকে অটলভাবে সমর্থন করতেন। তিনি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলতেন যে সমাজের যাবতীয় বিচলন যেসব নিয়মশাসিত, সেগুলি 'মানুষের ইচ্ছা, চেতনা ও উদ্দেশ্য নিরপেক্ষই শুধু নয়, বরং অংশত, পক্ষান্তরে মানুষের ইচ্ছা, চেতনা ও উদ্দেশ্যের নির্ধারক।'**

সামাজিক ঘটনাবলীর নিয়ামক নিয়মাবলী হল ওই ঘটনাবলীর **মর্মবস্তুর সাধারণ** উপাদান যা তাদের বিচলন ও বিকাশের মূলে নিহিত থাকে। বিজ্ঞান ওগুলিকে

---

* Frederick Engels, 'Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. 3, p. 366.

** V. I. Lenin, 'What the 'Friends of the People' Are and How They Fight the Social-Democrats', *Collected Works,* Vol. 1, p. 166.

তত্ত্বীয় সংজ্ঞার্থ ও বর্ণনা হিসাবে সূত্রবদ্ধ করে। ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিয়মগুলি ঘটনাবলীর সর্বজনীন (সকল সামাজিক ঘটনার মর্মবস্তু প্রসঙ্গে), অপরিহার্য, জরুরি ও আবৃত্তিশীল সংযোগ, ওগুলির উপাদান, প্রবণতা, ইত্যাদি হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়, যেগুলিতে গঠিত থাকে যেকোন ঐতিহাসিক কার্যকলাপের ও সামাজিক সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ বিষয়গত দিকটি।

সমাজ-জীবনের সকল নিয়মের বিষয়গত প্রকৃতির মধ্যে কী সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে মানুষ ইতিহাসের নিয়ম শিখতে, সেগুলি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বদলাতে পারে। কিন্তু এই নিয়মগুলি আমাদের জানা বা না-জানা নির্বিশেষে সক্রিয় থাকে। মার্কসবাদের আগে সমাজবিপ্লব সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবের কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছিল না। সমাজ-জীবন নিয়ন্তা নিয়মাবলী ব্যক্তি, শ্রেণী, জাতি বা পার্টি দ্বারা সৃষ্ট বা বিলুপ্ত হয় না। এগুলি ব্যষ্টির, বিশেষত শ্রেণীসমূহ ও জাতিসমূহের সুবিধা অসুবিধা নির্বিশেষে কাজ করে চলে। বলা বাহুল্য, শাসকশ্রেণী তাদের প্রাধান্যের ভিত্তিরূপী সামাজিক সম্পর্কগুলি (যেমন, বুর্জোয়ারা উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সম্পর্কগুলি রক্ষা করে) প্রতিষ্ঠা ও অব্যাহত রাখার প্রয়াস পায়। কিন্তু তাতে ইতিহাসের নিয়মগুলির বিষয়গত চারিত্র্য বদলায় না।

শেষ বিচারে, নিয়মগুলি সমাজ-জীবনের বৈষয়িক পরিস্থিতি থেকে, বৈষয়িক উৎপাদন থেকে উদ্ভূত হয়।

সমাজ বা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ উদ্ভবের সঙ্গে এই নিয়মগুলির উদ্ভব ঘটে এবং এগুলির স্রষ্টা সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলিও কার্যকরতা হারায়। প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে পৃথক মানবেতিহাসের নিয়ম মানুষের সামাজিক কার্যকলাপ ও সামাজিক সম্পর্কগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। ফলত, ওগুলি ইতিহাস ও সমাজ-জীবনের আগে বা বাইরে বিদ্যমান কার্যকর থাকে না। বিষয়গত নিয়মাবলী হিসাবে বিজ্ঞান সংজ্ঞায়িত সাধারণ উপাদানগুলি, প্রাসঙ্গিক ও আবৃত্তিশীল সংযোগগুলি সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক জীবন, শ্রেণী-সংগ্রাম, রাজনীতি বা জনগণের সংস্কৃতিক বিকাশে প্রকটিত হয়। কেবল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই মানুষকে দেখায় যে এই নিয়মগুলির কার্যকরতা সমাজ-জীবনের খোদ মূল থেকে উদ্ভূত এবং এই প্রক্রিয়াই সমাজব্যবস্থার বা তার উপাদানগুলির (অর্থনীতি, সামাজিক ক্ষেত্র, রাজনৈতিক জীবন, ইত্যাদি) স্বাভাবিক সক্রিয়তা ও বিকাশের নিয়ন্তা।

সামাজিক গঠনরূপগুলি সার্বিক, ঐতিহাসিক, সাধারণ ও নির্দিষ্ট নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রিত। সার্বিক ঐতিহাসিক নিয়মগুলি মানুষের গোটা ইতিহাসের নিয়ন্তা। সাধারণ নিয়মগুলি কয়েকটি গঠনরূপকে নিয়ন্ত্রণ করে আর নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর আওতায় থাকে একক সমাজগুলির বা সমাজ-জীবনের কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রের কার্যকলাপ। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সার্বিক ঐতিহাসিক, সাধারণ

ও নির্দিষ্ট নিয়মগুলি পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে সকল সমাজের বিকাশকেই নিয়ন্ত্রণ করে, কেননা প্রত্যেক সমাজ হল সামান্য, বিশেষ ও এককের দ্বান্দ্বিক ঐক্য। বিষয়গত নিয়মাবলীর সক্রিয়তা থেকে সৃষ্ট ইতিহাসের প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়মশাসিত বা নিয়মানুগ বলা হয়।

## বিষয়গত নিয়মাবলী এবং মানুষের সজ্ঞান কার্যকলাপ। চাহিদা, স্বাধীনতা ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব

ইতিহাস বিষয়গত নিয়মশাসিত এবং তাতে মানুষের সজ্ঞান (অবাধ) কার্যকলাপও স্বীকৃত — এ কি স্বীকার্য? মানুষের চেতনা তো ঘটনাবলীর গোটা শৃঙ্খলটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। ঐতিহাসিক প্রয়োজন ও মানুষের স্বাধীনতার একটি সংশ্লেষ কি আদৌ সম্ভব?

মার্কসবাদের প্রতিপক্ষের জবাব হল — অটল 'না'। তাদের কথা — হয় বিষয়গত নিয়ম থাকবে কিংবা সজ্ঞান কার্যকলাপ, হয় ঐতিহাসিক প্রয়োজন কিংবা স্বাধীনতা। তারা বলে, পূর্বোক্ত শেষোক্তকে নাকচ করে দেয়, কিংবা শেষোক্ত পূর্বোক্তকে। যেহেতু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মগুলিকে স্বীকার করে, তাই তার সমালোচকরা বোঝাতে চায় যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদে শ্রেণী, পার্টি ও ব্যক্তিবর্গের সজ্ঞান কার্যকলাপের ভূমিকা গ্রাহ্য নয়। কিন্তু তা ভ্রমাত্মক।

প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্যতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা অনুচিত। ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি যে ইতিহাসের বিষয়গত নিয়ম হল মানুষের কার্যকলাপ নিয়ন্তা নিয়ম। ব্যাপক জনসাধারণ, সামাজিক শ্রেণীগুলির কার্যকলাপের বাইরে এগুলির কার্যকরতা থাকে না। তবু, মানুষ সজ্ঞানে ও অবাধে ইতিহাস সৃষ্টি করে, তবে তা ইতিহাসের নিয়মগুলির জ্ঞানের আলোকে পরিচালিত হওয়ার শর্তে।

সামাজিক নিয়মাবলীই সকল বিকাশের শর্তাদি ও স্থায়ী সুযোগগুলি গড়ে তোলে। এইসব শর্ত ও সুযোগ আবিষ্কার ও প্রায়োগিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ওগুলির বাস্তবায়ন সমাজের কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম সমাজই প্রগতির লক্ষ্যার্জনের চেষ্টায় সাফল্য লাভ করে। আর যে ব্যর্থ হয় সে ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরে, অবক্ষয়িত হয়, পশ্চাদপসরণ করে। সামাজিক নিয়মাবলীর জ্ঞান ও যথাযোগ্য কর্মেই নিহিত ঐতিহাসিক সাফল্যের নিশ্চয়তা।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ অনিবার্যভাবে বিপ্লবের পথে এগোয়। কিন্তু বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না। রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের, এশিয়ার অনেকগুলি দেশের এবং কিউবা, নিকারাগুয়া, অ্যাঙ্গোলা ও ইথিয়পিয়ার ব্যাপক জনগণের বিপ্লবের প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন এবং সমাজতন্ত্রের বিজয় অর্জনের জন্য ব্যাপক উদ্যোগের এক গোটা ঐতিহাসিক কালপর্ব লেগেছিল।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে ১৯১৭ সালে কেবল রাশিয়ায় নয়, জার্মানি, হাঙ্গেরি ও অন্যান্য

দেশেও বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এই সবগুলি দেশেই এমনকি বৈপ্লবিক বিস্ফোরণও ঘটে। তাসত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের পূর্বাবধি একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যদিকে জার্মানি ও হাঙ্গেরি সম্পূর্ণ ভিন্নপথে বিকশিত হয়েছে। রাশিয়ায় বিপ্লব জয়লাভ করে ও সমাজতন্ত্র নির্মিত হতে থাকে, আর জার্মানি ও হাঙ্গেরিতে রক্তস্নানে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ক্ষমতা সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল, ফ্যাশিস্ট শক্তির করায়ত্ত হয়। অতঃপর হাঙ্গেরি ও পূর্ব-জার্মানিতে নাৎসিবাদ পরাজিত না-হওয়া অবধি ওই দেশগুলি আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগোতে পারে নি। আজ তারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ছে। কিন্তু এজন্য কী বিপুল প্রয়াসের প্রয়োজন ঘটেছিল! কেবল তাদের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বৈপ্লবিক সংগঠন, নেতৃত্ব, ও অবিধ্বংসী সহিষ্ণুতার কল্যাণেই মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুকে উৎখাত করতে ও শোষণের বিলোপ ঘটাতে পেরেছিল।

শোষকদের জনবিরোধী একনায়কত্ব ধ্বংস ও সমাজতন্ত্রের পথনির্মাণে কিউবার জনগণকে কী বিপুল নিঃস্বার্থ প্রয়াস চালাতে হয়েছিল আমরা সকলেই তা জানি।

এভাবে, বিষয়গত নিয়মগুলি পূর্বনির্দিষ্টভাবে কাজ করে না। এজন্য প্রয়োজন সামাজিক শক্তিগুলির কর্মশক্তিকে কাজে লাগান। তাই, আপন দেশে প্রগতির ভবিতব্যের জন্য জনগণ ও তাদের অগ্রবাহিনীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব এত বেশি। যারা বৈপ্লবিক প্রয়োজনের বিষয়গত চাহিদা উপলব্ধি করে এবং

এমনকি বিপুল উদ্যোগ ও আত্মত্যাগের মূল্যেও তা অর্জনের প্রয়াস পায়, ইতিহাসে তাদের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। যারা নিঃস্বার্থভাবে জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, পুরনো ব্যবস্থার আপাত-দুর্ভেদ্য দুর্গের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, ইতিহাস তাদের অনেককেই অমরত্ব দিয়েছে।

যারা স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করে ও স্বাধীনতা কাছে এসে পৌঁছনোর অপেক্ষায় থাকে, যারা বিষয়গত পরিস্থিতি কমবেশি পরিপক্ক হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের বদলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে জোট বাঁধে ও বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা ত্যাগ করে, ইতিহাসে তারা স্থান পায় না। একইভাবে যারা বিষয়গত পরিস্থিতি ও নিয়মনের প্রতি অবহেলা দেখায় ও অপরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রাম শুরু করে এবং তাতে শত শত বা হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা অযথা প্রাণ হারায় ও মুক্তিলাভের সম্ভাবনা বহু বছর পিছিয়ে যায় — ইতিহাস তাদেরও বর্জন করে।

ঐতিহাসিক কার্যকলাপ **স্বতঃস্ফূর্ত** ও **সজ্ঞান** হতে পারে। তদনুযায়ী, নিয়মগুলিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা সজ্ঞানে সমাজ দ্বারা প্রযুক্ত হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপ হল নিকটতম লক্ষ্য ও স্বার্থ কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড, যা দীর্ঘমেয়াদি ও অন্তিম লক্ষ্য ও ফলাফলের মূল্যহানি ঘটায়। এখানে সামাজিক নিয়মগুলির ঐতিহাসিক ক্রিয়া বিদ্যমান শক্তিগুলির মধ্যেকার লড়াইয়ের ফল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাকৃতিক শক্তির মতো সামাজিক শক্তিগুলিও আসলে

অন্ধ, হিংস্র ও বিধ্বংসী। ঐতিহাসিক স্বতঃস্ফূর্ততার একটি দৃষ্টান্ত হল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান প্রতিযোগিতার নিয়মটি।

সজ্ঞান কর্মকাণ্ড হল গোটা সমাজ বা শ্রেণীর স্বার্থে, সামাজিক পরিসরে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তিগুলির পরিকল্পিত ও সুসমন্বিত ক্রিয়াকলাপ। সজ্ঞান কর্মকাণ্ডে শেষ লক্ষ্য ও ফলাফল বিবেচিত ও অর্জিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ হল সজ্ঞান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকটিত বিষয়গত নিয়মগুলির নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি।

সকল মানুষের নিজ নিজ যুক্তি থাকলেও তাতে একথা বোঝায় না যে তারা সজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করে। সজ্ঞান ঐতিহাসিক কার্যকলাপ বলতে আমরা বুঝি আইন সম্পর্কে জ্ঞান এবং জনগণ ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক দৃষ্ট সমাজবিকাশের রূপ, সজ্ঞানে তাদের কার্যকলাপকে এইসব নিয়ম উপলব্ধির অনুবর্তীকরণ। একবার বিষয়গত শক্তিগুলি বুঝতে পারলে লিখেছিলেন এঙ্গেলস, এবং 'একবার ওগুলির কর্মপ্রক্রিয়া, অভিমুখ, ফলাফল উপলব্ধি করলে সেগুলিকে ক্রমাগত অধিক মাত্রায় আমাদের ইচ্ছার অধীনস্থ করা এবং ওগুলির সাহায্যে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছন কেবল আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।'*

সজ্ঞান ঐতিহাসিক কার্যকলাপ হল ঐতিহাসিক

---

* Frederick Engels, *'Anti-Dühring, p. 331.*

স্বাধীনতা। স্বীকার্য যে, ঐতিহাসিক নিয়মনগুলির সঙ্গে স্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই। পক্ষান্তরে ওগুলি উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক স্বাধীনতা বাস্তবতার নিয়মগুলির জ্ঞানভিত্তিক জীবন ও কর্মকাণ্ডেরই নামান্তর। বাঁচার, কাজের, চিন্তার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা বস্তুত সমাজ ও প্রকৃতি নিয়ন্তা বিষয়গত নিয়মনের উপর স্থাপিত। উৎপাদন নিয়ন্তা নিয়মগুলি আয়ত্তকরণের ফলে মানুষের পক্ষে অত্যুন্নত প্রযুক্তি সৃষ্টি ও ব্যাপক পরিসরে উৎপাদন সংগঠন সম্ভবপর হয়েছে। একইভাবে রোগের মর্মবস্তু উৎঘাটনের ফলেই মানুষ মারাত্মক রোগগুলি মোকাবিলা করতে শিখেছে। সভ্যতার অগ্রগতি আসলে স্বাধীনতার অগ্রগতিরই নিদর্শন।

ঐতিহাসিক স্বতঃস্ফূর্ততা হল উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিরোধী শ্রেণীস্বার্থের অস্তিত্বের শর্তাধীন। অন্যদিকে, সজ্ঞান ঐতিহাসিক কার্যকলাপ উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিক মালিকানা ও সামাজিক ঐক্যের সম্পর্কের মধ্যেই আত্মপ্রকাশের অবকাশ পায়।

সামগ্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ হল সজ্ঞানে পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া — কিন্তু অত্যন্ত সরলভাবে তা বোঝা সঠিক নয়। সমাজতন্ত্রেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া থাকে (যেমন কোন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের অননুমেয় ফলাফল, বা বাহিরের পরিস্থিতির প্রভাব)। ততোধিক গুরুতর হল যখন নতুন সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি,

তাতে রয়েছে পুরনো শ্রেণীকাঠামোর জেরগুলি, বৈষয়িক কৃৎকৌশল ভিত্তি ও সংস্কৃতি যথেষ্ট বিকশিত হয় নি, তখনকার পরিস্থিতি। নতুন সমাজের বিকাশ যতটা উন্নত হয় স্বতঃস্ফূর্ততার পরিমন্ডলও ততই সংকীর্ণ হয়ে আসে। সমাজতন্ত্রের অধীনে স্বাধীনতার ভুবনে 'উল্লম্ফনের' চূড়ান্ত শর্ত হল নতুন সমাজের নিয়ন্তা নিয়মগুলির গভীর নিরীক্ষা এবং সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। আজ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির একটি মূল দাবি: বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রামাণ্য একটি সমাজ-পরিচালন ব্যবস্থা।

## ইতিহাসে বিষয়গত শর্ত ও বিষয়ীগত উপাদান

ইতিহাসের **বিষয়গত শর্ত** ও **বিষয়ীগত উপাদানের** প্রত্যয়গুলি একদিকে ইতিহাসের বিষয়গত যুক্তিপদ্ধতি ও ইতিহাসের নিয়মগুলির মধ্যেকার পারম্পর্য এবং অন্যদিকে মানুষের সজ্ঞান কর্মকান্ড প্রতিফলিত করে। বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া বোঝা ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পক্ষে এই প্রত্যয়গুলি পরীক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক।

বিষয়গত শর্তসমূহে থাকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে স্বাধীন ঐতিহাসিক কার্যকলাপের শর্তাবলী এবং ব্যষ্টি, শ্রেণী বা ইতিহাসনির্মাতা পার্টিগুলির ইচ্ছা ও চেতনার শর্তাবলী। সংগঠন, সচেতনতা, দৃঢ়সংকল্প

ও ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইচ্ছা সমবায়েই বিষয়ীগত উপাদান গঠিত।

সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রতিবেশ, গোটা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিবেশ নিয়েই বিষয়গত শর্তাবলী গঠিত। সমাজবিকাশের বিষয়গত শর্তাবলী হল মূলত বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক শর্তাবলী (উৎপাদনী শক্তির স্তর ও উৎপাদন-সম্পর্ক) তথা সমাজকাঠাম, শ্রেণী ও জাতীয় সম্পর্কগুলি। দৃষ্টান্ত হিসাবে, দেশের অভ্যন্তরে জায়মান শ্রেণীশক্তিগত পারম্পর্য বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্বে জনগণের ইচ্ছা নিরপেক্ষ অন্যান্য বিষয়গত শর্তাদিও বিদ্যমান থাকে: রাজনৈতিক সম্পর্কগুলির পরিস্থিতি, সংস্কৃতির মান, ইত্যাদি।

সামাজিক ব্যাপারগুলির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ইতিহাসের নিয়মাবলী ও অন্যান্য সজ্ঞান রূপ যদ্দ্বারা মানুষ জীবনের সামাজিক পরিস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার করে — সেগুলির জ্ঞান নিয়েই বিষয়ীগত উপাদান গঠিত। অতীতে ইতিহাসের নিয়ম সম্পর্কে মেহনতিরা অজ্ঞ থাকলেও তারা সজ্ঞানে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল, কেননা শাসক শোষকশ্রেণীকে উৎখাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের প্রায়োগিক জ্ঞান (অভিজ্ঞতাভিত্তিক) ছিল।

সমাজতন্ত্র নির্মাণকালে বিষয়ীগত উপাদানে অন্তর্ভুক্ত হয়: সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গ, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুসারী হয়ে এবং জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা, সুসংগঠন, জনগণের

অগ্রবাহিনী ও খোদ জনগণের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল থেকে পার্টি কর্তৃক উপস্থাপিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে তৎপর; সমাজের নৈতিকতা; বৈজ্ঞানিক সাফল্যাদি, ইত্যাদি।

বিষয়গত শর্ত ও বিষয়ীগত উপাদানের মধ্যেকার পারম্পর্য কী? ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এর কোনটিরই অবমূল্যায়ন সমর্থন করে না। বিষয়গত উপাদান হল সমাজবিকাশের নির্ধারক হেতু। এর আওতাধীন:

ক) উন্নয়নের চাহিদা তথা উন্নয়নের বিবিধ পন্থা, রূপ ও সম্ভাবনা',

খ) কার্যকলাপের দায়িত্ব, লক্ষ্য ও অভিপ্রায়। মানুষ বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শুধু সম্ভবপর কাজগুলিরই দায়িত্ব গ্রহণ করে;

গ) এইসব দায়িত্ব পূরণের উপায়সমূহ।

মূলত বিষয়গত শর্তগুলিই কার্যকলাপের চারিত্র্য ও ফলাফল নির্ধারণ করে। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে গোটা সমাজ পরিসরে সজ্ঞান কার্যকলাপ চালান কোন নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ বৈরগর্ভ শ্রেণীসমূহের অনুপস্থিতিতেই কেবল সম্ভব।

যেখানে বিষয়গত শর্তাবলী চূড়ান্ত ভূমিকাসীন সেখানে বিষয়ীগত উপাদান পূর্বোক্তের উপর বিপরীত প্রভাব ফেলে। এটি ছাড়া প্রগতি সম্ভবপর নয়। বিষয়গত চাহিদাগুলি আপনা থেকে পূরণ হয় না, এগুলি আপন স্বার্থ ও লক্ষ্যের জন্য শ্রেণী, জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের সংগ্রামের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে থাকে। বিষয়ীগত উপাদান

অস্বীকার করা স্থূল (একপেশে, অবৈজ্ঞানিক) অর্থনৈতিক বস্তুবাদের চারিত্র্য।

কোন কোন পরিস্থিতিতে বিষয়ীগত উপাদান এমন কি চূড়ান্ত ভূমিকাসীনও হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, বিষয়ীগত উপাদান (বিপ্লবী পার্টি, বৈপ্লবিক চেতনা, মেহনতিদের উত্তম সংগঠন) চূড়ান্ত হয়ে ওঠে যখন বিপ্লবের জয়লাভের বিষয়গত শর্তগুলি ইতিমধ্যেই পরিপক্ক হয়ে থাকে।

ইতিহাসে বিষয়গত শর্ত ও বিষয়ীগত উপাদানের পারম্পর্যের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী উপলব্ধি হল খামখেয়ালিপনা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও ঘটনার নিয়তি সম্পর্কে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিপ্লবীদের জন্য এক নির্ভরযোগ্য আলোকবর্তিকা। অতীত অভিজ্ঞতা দেখায় যে নতুন সমাজের জন্য সংগ্রামে মেহনতি ও তাদের অগ্রবাহিনী জয়ী হতে পারে যদি তারা সমাজবিকাশের নিয়মগুলি বোঝে ও তাদের দেশে বিদ্যমান নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সেগুলি প্রয়োগ করতে শেখে থাকে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়বদ্ধ সৈন্যদল হিসাবে সংগঠিত হয়ে ওঠে।

নবম অধ্যায়

# ঐতিহাসিক বিকাশের চালিকা শক্তি

## ঐতিহাসিক বিকাশের চালিকা শক্তিগুলি কী?

মানবেতিহাসকে জনগণের কার্যকলাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আরেকটি প্রশ্নের সামাজিক-ঐতিহাসিক বিকাশের পশ্চাদ্বর্তী **চালিকা শক্তিগুলির** প্রশ্নের সম্মুখীন হয় ও তা সমাধান করে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ইতিমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে যে অর্থনীতি, সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর বিকাশ ও মননমূলক ঘটনাবলী সংঘটিত হয় অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিগুলির, প্রথমত ও প্রধানত উৎপাদনের ধরনের অর্থাৎ উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের সংঘাতের মাধ্যমে এবং সমাজ ও প্রকৃতির, সমাজের ভিত্তি ও তার উপরিকাঠামোর, বিষয়গত শর্তাবলী ও বিষয়ীগত উপাদান, ইত্যাদির মধ্যেকার সংঘাতের মাধ্যমে।

বিষয়গত অসঙ্গতিগুলি বিকাশের উৎস হওয়া সত্ত্বেও ওগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরসিত হয় না, জনগণ, শ্রেণী, জাতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বাধীন পার্টিগুলির উদ্যোগের মাধ্যমেই এইসব অসঙ্গতির অবসান ঘটে। ইতিহাসের বিষয়গত ধারার সৃষ্ট সমস্যা ও কর্তব্যগুলি যেসব সামাজিক শক্তি মোকাবিলা করে সেগুলিই হল ঐতিহাসিক বিকাশের **চালিকা শক্তি**। যেসব কারণ, উদ্দীপনা, অভিপ্রায় ব্যাপক জনগণ, শ্রেণী ও পার্টিগুলিকে ঐতিহাসিক কার্যকলাপে নিযুক্ত হতে সক্রিয় করে সেগুলির গোটাটিই চালিকা শক্তির প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলিতে রয়েছে সামাজিক চাহিদা, স্বার্থ, লক্ষ্য ও ভাবাদর্শ। এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে ইতিহাসের যথার্থ চূড়ান্ত চালিকা শক্তিগুলি, চালিকা হেতুগুলি হল 'সেইসব অভিপ্রায় যা ব্যাপক জনগণকে, সমগ্র জাতিকে, আবার প্রতিটি জাতির জনগণের সবগুলি শ্রেণীকে সচল করে তোলে এবং তা স্বল্পকালীন ক্ষণজীবী কোন খড়ের আগুন জ্বালা নয় যা দ্রুত নিভে যায়, এ হল বিপুল ঐতিহাসিক রূপান্তর সাধনক্ষম একটি স্থায়ী সংগ্রাম।'* এঙ্গেলস প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী আধুনিক ইতিহাসের চালিকা শক্তি হল

---

* Frederick Engels, 'Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. 3, p. 367.

'শ্রেণীসমূহের... সংগ্রাম... তাদের স্বার্থগুলির সংঘাত।'*

ফলত, ইতিহাসের চালিকা শক্তিগুলির প্রত্যয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকে ঐতিহাসিক কার্যকলাপের বিষয়বস্তু তথা জনগণের সংগ্রাম ও সামাজিক কার্যকলাপের প্রেরণাদায়ক হেতুসমূহ।

বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা থেকে পৃথক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তার আপন মূলনীতির অবস্থান থেকে — অর্থাৎ বৈষয়িক অর্থনৈতিক জীবনই মুখ্য, মননমূলক ঘটনাবলী গৌণ — ইতিহাসের চালিকা শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ভাববাদী চিন্তকদের এইসব দাবি নাকচ করে, যাঁরা মনে করেন যে 'ধারণার বিবর্তন', 'ঐতিহাসিক আদর্শের শক্তি', 'বৈজ্ঞানিক প্রগতি', ইত্যাদির মতো মননমূলক ব্যাপারগুলিই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। যেহেতু প্রতিটি সমাজের ভিত্তিতে বৈষয়িক সুবিধা উৎপাদনের ধরন অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেজন্য মূল উৎপাদনী শক্তি হিসাবে ব্যাপক জনগণ ও তাদের কার্যকলাপ দ্বারাই ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি গঠিত হয়।

বৈষয়িক চাহিদা ও ব্যাপক জনসাধারণ, শ্রেণী ও জাতিগুলির স্বার্থ হল ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মাবলীর দাবির পশ্চাদ্বর্তী মূল সামাজিক হেতু। সমাজবিকাশের বর্তমান স্তর ও সামাজিক সম্পর্কের বিদ্যমান প্রণালী দ্বারাই গঠিত হয় চাহিদা ও স্বার্থগুলি।

---

* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৮।

মানুষের মৌলিক স্বার্থগুলিতে প্রতিফলিত হয় অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির চারিত্র্য। বৈষয়িক স্বার্থগুলিই হল আধার, যাতে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি আত্মপ্রকাশ করে। উৎপাদন উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সমাজে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। শোষকশ্রেণীর উৎখাত এবং উৎপাদনের উপায়গুলিতে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক বর্গের স্বার্থের মধ্যে একটি ঐক্য গড়ে ওঠে।

মানুষ যা-কিছু করে তার সবই আপন চাহিদা ও স্বার্থ পূরণের জন্য। এই সামাজিক কর্মকান্ড নিশ্চিতই সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক স্বার্থ প্রণোদিত। একটি সামাজিক চাহিদা মানুষের জীবনের আনুষঙ্গিক বৈষয়িক ও অন্য শর্তাধীনে একটি সামাজিক সত্তার প্রয়োজনকে প্রকটিত করে: সেরা শ্রমশর্ত, শ্রমফলের যৌথ পরিভোগ, উদ্যোগ পরিচালনায় শরিকানা, ইত্যাদি। বর্তমান কালের সমাজে মননমূলক চাহিদার তাৎপর্য বাড়ছে। মানুষ কেবল রুটি খেয়েই বাঁচে না — প্রবচনটি সকলেই জানে।

বিবিধ ধরনের সামাজিক ও ব্যক্তিগত চাহিদা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলি মজ্জাগতভাবে সংযুক্ত এবং একটি একক, স্বাভাবিক তন্ত্রে বিন্যস্ত। সমাজের বিকাশ যত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় মানুষের চাহিদারও রকমফের ততই বৃদ্ধি পায়। মানুষের চাহিদাবৃদ্ধি আসলে বিকাশেরই একটি সার্বিক ঐতিহাসিক নিয়ম। মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবসান ঘটলে নিয়মটি পূর্ণতম মাত্রায় কার্যকর হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ

সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক চাহিদার সুযোগ বাড়ায় এবং অপ্রাসঙ্গিক চাহিদাকে — যেগুলি ব্যক্তিত্বের সৃজনশীল উপাদানের পক্ষে ক্ষতিকর এবং দৈহিক ও মনোগত বিকাশের প্রতিবন্ধ — সীমিত করে।

জনগণের নিরন্তর বর্ধমান বৈষয়িক ও মননমূলক চাহিদা, সর্বোপরি সৃজনশীল কার্যকলাপের চাহিদা এবং, এইসব চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তা হল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক শক্তিশালী অনুপ্রেরণা।

চাহিদাগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে স্বার্থের সঙ্গে, যাতে প্রকটিত হয় কোন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একটি কাজের অভিমুখিনতা। স্বার্থবোধ চেতনার অবিমিশ্র ক্রিয়া নয়, তাতে একটি বিষয়গত দিকও থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, একটি সর্বজনীন স্বার্থ কেবল সমাজসদস্যদের চেতনায়ই নয়, সেটা আরও থাকে 'সর্বপ্রথম বাস্তবতায়, যাদের মধ্যে শ্রম বিভক্ত হয় সেইসব ব্যাষ্টমানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা হিসাবে'।* সর্বজনীন স্বার্থ শত শত, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিবিধ আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের অজস্র বৈচিত্র্যকে একটি একক কর্মকাণ্ডে মিশ্রিত করে এবং তা সাধারণ লক্ষ্য, কর্ম ও অভিপ্রায়ের ভিত্তি হয়ে ওঠে। শ্রেণীসমাজে শোষকের, ধনীর সাধারণ স্বার্থগুলি শোষিতের, গরীবের সাধারণ স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

---

* Karl Marx and Frederick Engels, 'The German Ideology', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Collected Works,* Vol. 5, 1976, p. 46.

যথানিয়মে শাসক শ্রেণীগুলি নিজেদের স্বার্থকে গোটা জাতির স্বার্থ হিসাবে দেখানোর প্রয়াস পায়। এ থেকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে বর্তমান কালের বুর্জোয়া রাষ্ট্র আসলে একটি 'কল্যাণমুখী' রাষ্ট্র।

শোষকদের সঙ্গে লড়াইয়ের মাধ্যমে মেহনতিরা ক্রমেই আপন স্বার্থ সম্পর্কে এবং এই জগতের 'ধনী ও প্রখ্যাতদের' স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের অসঙ্গতি সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। শ্রেণীগত স্বশিক্ষার প্রক্রিয়াটি বুর্জোয়া মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জটিল পরিস্থিতিতে এগোয়, যেসব মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে পুঁজিতান্ত্রিক প্রচার মেহনতিদের মনে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে।

কেবল সমাজতন্ত্রের অধীনেই সামাজিক, গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনসৃষ্টি এবং বৈরগর্ভ স্বার্থগুলির ক্রমবিলুপ্তি সম্ভব।

এভাবে সমাজে সত্যিকার ঐক্য গড়ে ওঠে ও সংহত হয়। তাসত্ত্বেও নতুন সমাজের অবস্থাকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে-জনগণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন করেছে তারা যে গোটা সামাজিক সম্পদের একমাত্র মালিক তা বোঝতে, এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবে তা শিখতে, একটি যৌথ চেতনা ও আচরণের বিকাশ ঘটাতে, অঢেল সময় লাগে। এজন্যই, এমনকি সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পরও কেউ কেউ অন্যের স্বার্থের বিনিময়ে, সমাজের স্বার্থের

বিনিময়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধির ব্যক্তিবাদী ধারা ও আকাঙ্ক্ষা টিকিয়ে রাখে, এমনকি সেগুলিকে বাড়িয়েও তোলে। অবশ্য মূল বৈশিষ্ট্য খুবই স্পষ্ট: সমাজতন্ত্রের অধীনে গোটা জাতি সামাজিক স্বার্থকে সাধারণ স্বার্থ হিসাবে দেখে: এগুলি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মননমূলক বিকাশের একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি।

'যা-কিছু মানুষকে সচল করে তা অবশ্যই তার মনের মধ্য দিয়ে যাবে। কিন্তু তা তার মনে কী রূপ পরিগ্রহ করবে সেটা বহুলাংশে নির্ভর করবে প্রতিবেশের উপর।'* এঙ্গেলসের উচ্চারিত এই কথাগুলি ঐতিহাসিক বিকাশের মননমূলক চালিকা শক্তির ভূমিকা উপলব্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সামাজিক সম্পর্ক, চাহিদা ও স্বার্থগুলি ভাবাদর্শগত মূল্যের রূপ — দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণা, নীতি ও লক্ষ্য — হিসাবে বাস্তবায়িত হয়, জনগণ যখন বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ আত্তীকরণ করে তখন তা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের একটি বৈষয়িক শক্তি ও প্রবল উদ্দীপক হয়ে ওঠে। একটি দৃষ্টান্ত হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের ভূমিকা, যা ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজনির্মাণের মননমূলক ভিত্তি। বৈপ্লবিক ভাবাদর্শে গঠিত জনগণের ভাবাদর্শগত ঐক্য হল অভূতপূর্ব শক্তিধর একটি চালিকা শক্তি।

---

* Frederick Engels, 'Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. 3, pp. 367-68.

## ইতিহাসে ব্যাপক জনগণের চূড়ান্ত ভূমিকা

ইতিহাসে ব্যাপক জনসাধারণের চূড়ান্ত ভূমিকার স্বীকৃতি ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই সরাসর গৃহীত। মার্কসবাদের অন্যতম অতিগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত — ব্যাপক জনসাধারণই আসলে সমাজের মূল উৎপাদনী শক্তি। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির একালের তাত্ত্বিক ও রাজনীতিকদের মতো প্রাক-মার্কসীয় সকল ভাবাদর্শী সমাজবিকাশের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে ব্যাপক জনসাধারণের ভূমিকা অস্বীকার করতেন। বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা জনসাধারণের জন্য অনেকগুলি ঘৃণাত্মক নাম উদ্ভাবন করেছেন: 'নির্মুখ জনতা', 'দঙ্গল', 'ইতিহাসের উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরশাসক', 'সভ্যতা ধ্বংসকারী', ইত্যাদি। তথাকথিত রাজনৈতিক, টেকনোক্র্যাটিক, বৈজ্ঞানিক, ইত্যাদি এলিটের (অর্থাৎ বিশিষ্ট বর্গ) ধারণা চালু করা হয়েছে এবং ইতিহাস অতিমানবের সৃষ্টি — সেই পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব নতুন মোড়কে বিতরিত হচ্ছে।

কিন্তু এগুলি ও ব্যাপক জনসাধারণের ভূমিকা নস্যাৎকারী অনুরূপ অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক ধারণা ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে খণ্ডন করতে পারে না। আমাদের যুগের মূল আধেয় — সমকালীন বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া 'এলিট' বা 'অতিমানব' দ্বারা চালিত নয়। প্রক্রিয়াটির চালক ব্যাপক জনসাধারণ, কেননা তা হল শেষোক্তের স্বার্থ, যাতে প্রতিফলিত ইতিহাসের নিয়মাবলীর বিষয়গত চাহিদা।

'ব্যাপক জনসাধারণ' ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি সুনির্দিষ্ট প্রত্যয়, যা শ্রেণী-সংক্রান্ত প্রত্যয়ে মিশে যায় না বা তার বিরোধিতা করে না। **ব্যাপক জনসাধারণ হল সমাজে আপন আপন বিষয়গত অবস্থানের দরুন ইতিহাসের বিকাশ সাধনে তৎপর শ্রেণীসমূহ, জাতীয় সহ সামাজিক বর্গাবলী ও স্তরসমূহের এক সমষ্টিফল।**

জনসাধারণ সংক্রান্ত লেনিনের সংজ্ঞার্থ তাদের শ্রেণী কাঠামো বুঝতে সহায়তা যোগায়: 'সকলেই জানে যে জনসাধারণ শ্রেণীসমূহে বিভক্ত এবং শ্রেণীসমূহের সঙ্গে জনসাধারণের প্রভেদ দেখান যায় কেবল সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান দখলকারী বর্গসমূহের সঙ্গে সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতিতে অবস্থান অনুযায়ী বিভাগ-নির্বিশেষে মোটামুটি ব্যাপক সংখ্যাগুরুর প্রভেদ দেখিয়ে...'*

**ব্যাপক জনসাধারণ** হল প্রথমত ও প্রধানত মেহনতিরাই, কেননা তারা সমাজ-জীবনের মূল ক্ষেত্র, বৈষয়িক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। ঐতিহাসিক বিকাশের কোন কোন পর্যায়ে মেহনতিদের সঙ্গে যোগ দেয় জনগণের অমেহনতি অংশগুলি। দৃষ্টান্ত হিসাবে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মেহনতিদের সঙ্গে শরিক হয় জাতীয় বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক স্তরগুলি। এগুলি একত্রে গড়ে তোলে জাতীয় মুক্তি ও প্রগতির জন্য সংগ্রামরত ব্যাপক জনসাধারণ, একটি অখণ্ড ফ্রণ্ট।

ইতিহাসের বিকাশে ব্যাপক জনসাধারণের চূড়ান্ত

---

* V. I. Lenin, 'Left-Wing' Communism—An Infantile Disorder', *Collected Works,* Vol. 31, p. 41.

ভূমিকা সমাজ-জীবনের সবগুলি মুখ্য ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। মূল উৎপাদনী শক্তি হিসাবে জনগণই যাবতীয় বৈষয়িক মূল্য ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির স্রষ্টা। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শ্রমক্রিয়ার পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটায়, শ্রমের পুরনো হাতিয়ারকে নতুন হাতিয়ার দিয়ে বদলায়। এভাবে তারা প্রখ্যাত উদ্ভাবক ও বিজ্ঞানীদের প্রবর্তিত প্রধান প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলির ভিত্তি তৈরি করে। সাধারণ মেহনতিদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে ও বহু বছর, বহু শতক ধরে তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত থাকে উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের উৎস।

বৈষয়িক মূল্যসৃষ্টির মাধ্যমে মেহনতিরা মননশীল সংস্কৃতি বিকাশের বৈষয়িক পূর্বশর্ত সৃষ্টির ব্যবস্থা করে, কেননা জীবিকার উপায়ের অনুপস্থিতিতে সমাজের পক্ষে বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন ইত্যাদির উন্নতি সাধনে, বা কথান্তরে মননমূলক উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়া সম্ভবপর হত না।

মননশীল সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে ব্যাপক জনসাধারণের কার্যকলাপ সমাজ-জীবনের বৈষয়িক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সীমিত নয়। ব্যাপক জনসাধারণ মনোজীবনে সরাসর শরিক হয়ে থাকে। অসংখ্য প্রজন্মের প্রয়াসে সৃষ্টি হয়েছে চিন্তনের হাতিয়ার হিসাবে ভাষা। মানবজাতির মননমূলক অভিজ্ঞতা যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মাবলীতেও মূর্ত। ব্যাপক জনসাধারণ সৃষ্টি করেছে লোকশিল্পের সম্পদ যা সর্বদাই ছিল ও থাকবে মহান শিল্পীদের কল্পনার অফুরান উৎস হয়ে।

ব্যাপক জনসাধারণের কার্যকলাপ ব্যতিরেকে সামাজিক সম্পর্কগুলির অস্তিত্ব বা সেগুলির পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। নির্যাতিতের অটল সংগ্রামের ফলেই দাস ও ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ঘটেছিল। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা উৎখাত করেছে। সমগ্র মেহনতী জনগণ সহ পুঁজিতন্ত্রকে দুর্বল করছে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম। নতুন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ব্যাপক জনসাধারণের সজ্ঞান উদ্যোগের এক ফলশ্রুতি।

জনসাধারণের উদ্যোগের সীমানা ও সম্ভাবনা, পরিসর ও গভীরতা বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। জনসাধারণ কর্তৃক তাদের চালিকা শক্তির ক্রিয়া প্রয়োগের পরিসর কয়েকটি শর্তনির্ভর: (ক) অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার চারিত্র্য এবং পূর্বোক্ত দ্বারা শর্তাধীন মেহনতিদের সামাজিক অবস্থান; (খ) সমাজে জায়মান পরিবর্তনগুলির চারিত্র্য; (গ) জনসাধারণের চেতনা ও সংগঠনের স্তর।

নিঃসন্দেহে একালের পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ব্যাপক জনসাধারণের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে সক্ষম নয়। সেজন্যই পুঁজিতন্ত্রী শাসকচক্র এই কার্যকলাপকে আপন লক্ষ্যের অনুকূলে পরিচালনার প্রয়াস পায়। একচেটিয়ারা অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য মেহনতিদের শ্রমকার্যে উৎসাহ যোগায়। মেহনতিদের রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে আনা এবং পুরোপুরি ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে তাদের কার্যকলাপ সীমিত রাখাই বুর্জোয়া রাজনীতিকদের উদ্দেশ্য।

শাসকশ্রেণীর এই উদ্যোগগুলি শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিক সহ শ্রমিক শ্রেণীর একটা বড় অংশকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে।

বিদ্যমান সমাজতন্ত্র শোষণ উৎখাত করেছে এবং ফলত মেহনতিদের কার্যকলাপ সীমিতকরণের যাবতীয় শ্রেণীগত হেতুর লুপ্তি ঘটিয়েছে। জনসাধারণের ঐতিহাসিক কার্যকলাপ বিকাশে সমাজতন্ত্রের সাফল্য সারা দুনিয়ায় সুপরিজ্ঞাত। মেহনতিদের কার্যকলাপের মাত্রা ও পরিসরের স্থায়ী বৃদ্ধি নতুন সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক তথা সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ভিত্তির দৃঢ়তাবিধান ও উন্নয়নের সঙ্গে সরাসর সম্পর্কিত।

মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাসে ব্যাপক জনসাধারণের বর্ধমান ভূমিকা এভাবে সূত্রবদ্ধ করেছেন: 'ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতার সঙ্গে এই কর্মকাণ্ডের হোতা জনসাধারণের আয়তনও তাই বৃদ্ধি পাবে।'* আর লেনিনের ভাষায়: 'ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সম্ভাবনা ও পরিসর যত বাড়ে তাতে শরিক জনগণের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পায় এবং পক্ষান্তরে, যত গভীর পরিবর্তন আমরা আনতে চাইব তার প্রতি ততটা কৌতূহল ও

---

* Karl Marx and Frederick Engels, 'The Holy Family', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Collected Works,* Vol. 4, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 82.

বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জাগাতে হবে এবং লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষকে বোঝাতে হবে যে এটা প্রয়োজন।'*

আমাদের যুগ সমাজবিকাশে ব্যাপক জনসাধারণের বর্ধমান কার্যকলাপের সাধারণ সমাজতাত্ত্বিক নিয়মের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করে। বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণগুলি বস্তুত কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি দ্বারা পরিচালিত মেহনতিদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপেরই ফলশ্রুতি। ফলত, সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিমাণ ও সম্ভাবনা জনসাধারণের কার্যকলাপ এবং প্রগতির আদর্শের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির মাত্রা দ্বারাই বহুলাংশে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

## প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা

সমাজবিকাশে ব্যাপক জনসাধারণকে প্রধান চালিকা শক্তির স্বীকৃতিদানের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকাকেও মোটেই অস্বীকার করে না। তাদের কার্যকলাপ জনসাধারণ বা শ্রেণীসমূহের কার্যকলাপের প্রতিপক্ষীয় নয়, বরং শেষোক্তের সঙ্গে সরাসর সম্পর্কিত হিসাবে, অর্থাৎ

* V. I. Lenin, 'The Eighth All-Russia Congress of Soviets, December 22-29, 1920. Report on the Work of the Council of People's Commissars, December 22', *Collected Works,* Vol. 31, p. 498.

প্রগতির জন্য ব্যাপক জনসাধারণের পূর্ণাঙ্গ সংগ্রামের একাংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।

কোন প্রখ্যাত ব্যক্তির অভ্যুদয় যেকোন দেশের ইতিহাসে একটি অনুঘটনার অধিক কিছু নয়। আরেকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি অবশ্যই তার স্থলবর্তী হতে পারতেন। এক্ষেত্রে যা আপতিক নয় তা হল এই যে ইতিহাস প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করে। ইতিহাসস্রষ্টা ব্যক্তিরা বিভিন্ন ক্ষমতার মানুষ। তাঁরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করেন এবং বিভিন্ন সামাজিক বর্গের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই অভিন্ন ঐতিহাসিক পরিণতিতে তাঁদের অবদান বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাঁরাই **প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ** যাঁরা কোন জাতি বা দেশের উন্নয়নে বা মানবজাতির সার্বিক বিকাশে অতিগুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মনে জাগ্রত প্রশ্নের মূলে থাকে জনগণ বা শ্রেণীসমূহের কার্যকলাপের খোদ যুক্তিপদ্ধতি। শেষোক্তটি একটি আন্দোলনের সাধারণ লক্ষ্য ও স্বার্থ অনুসারে সংগঠিত ও পরিচালিত হলেই ফলপ্রসূ হতে পারে। ইতিহাস দেখিয়েছে যে একটি শ্রেণী নিজ নেতৃবর্গ, সামাজিক আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনায় সমর্থ নিজ প্রাগ্রসর ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি না-করা অবধি কখনই রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভে সমর্থ হয় না।

শ্রেণীর নেতৃবর্গ সামাজিক আন্দোলনের শীর্ষে থাকেন এবং নিম্নোক্ত সাধারণ কার্যাদি সম্পাদন করেন: আন্দোলনের কর্মসূচি এবং তা বাস্তবায়নের

ফলপ্রসূ পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ, কর্মসূচির লক্ষ্যার্জনের সংগ্রামের জন্য জনগণকে সংগঠিতকরণ। আমাদের কালে এই ধরনের কাজ সম্পাদন করে উদ্দীষ্ট শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে অভিজ্ঞতম ও সমর্থতম ব্যক্তিবর্গ পরিচালিত রাজনৈতিক পার্টিগুলি।

ছদ্ম-বিপ্লবী ধারণা, যাতে বলা হয় 'নেতৃত্ব নিষ্প্রয়োজন', তার লেনিনকৃত সমালোচনা সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস সমর্থন করেছে। প্রলেতারিয়েতের প্রয়োজন 'চিন্তাশীল, অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ।'* প্রলেতারিয়েতের জন্য নেতৃত্ব এই অর্থে প্রয়োজন যে তরুণ মেহনতিদের চাই শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাকাপোক্ত সংগ্রামীদের অভিজ্ঞতা, যারা অনেকগুলি বৈপ্লবিক লড়াইয়ে শরিক হয়েছে ও যারা শিক্ষাগ্রহণ করেছে বৈপ্লবিক ঐতিহ্য থেকে, ও তাদের উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। লেনিন মার্কসকে, তাঁর তত্ত্ব ও বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতাকে এমন একটি নেতৃত্ব হিসাবেই দেখেছিলেন। বিশ শতকের বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে প্রলেতারীয় যোদ্ধাদের জন্য এমনই একজন বিশারদ সৃষ্টি করেছে — লেনিন। লেনিনের ঐতিহাসিক বিশালত্ব অকমিউনিস্ট প্রগতিশীলরাও স্বীকার করে। সারা দুনিয়ায় সকল প্রগতিশীলের কাছে তাঁর নাম বিশ শতকে দুনিয়াবদলকারী ঘটনাপ্রবাহ থেকে অবিচ্ছিন্ন।

---

* V. I. Lenin, 'Left-Wing' Communism—An Infantile Disorder', *Collected Works,* Vol. 31, p. 52.

প্রত্যেকটি দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রখ্যাত যোদ্ধা ও জননেতা সৃষ্টি করেছে: কিউবায় হসে মার্তি ও ফিদেল কাস্ত্রো, ভিয়েতনামে হো চি মিন, অ্যাঙ্গোলায় আগস্তিনো ন্যেতো, জার্মানিতে আর্নস্ট টেলম্যান, ইতালিতে আন্তনিও গ্রাম্‌শি ও পালমিরো তোগলিয়াত্তি ফ্রান্সে মরিস তোরেস এবং আরও অনেকে।

প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের উদ্ভব ও বিকাশের মূলে থাকে কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, বিশেষত পুরনো ব্যবস্থার পতন ও নতুনের অভ্যুদয়ের কালপর্ব। যখন নতুন ব্যবস্থা পূর্ণ বিকশিত হয় নি, কেবল, অঙ্কুরিত হচ্ছে তখন সম্ভাবনা উদ্ঘাটন ও সেগুলি অর্জনের পথ খোঁজার জন্য বিপুল উদ্যোগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সনাক্ত করা, বোঝা ও অন্যদের তা দেখানোর জন্য দিশারী প্রতিভার প্রয়োজন দেখা দেয়: পুরনোর বাধা ভেঙ্গে ফেলা, মুমূর্ষুকে প্রত্যাখ্যান, শ্রেণীগুলির স্বার্থের অনুকূল নতুন ও প্রগতিশীল ব্যবস্থার অভ্যুদয়ে সহায়তা যোগান এবং নতুনের সংগ্রামে জয়লাভে ওই শ্রেণীগুলির ঐক্যসাধন।

প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ স্বকালের সামাজিক মহাকর্ম সম্পাদনের আনুষঙ্গিক গুণাবলীর অধিকারী হন। সামাজিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠায়, অন্যদের অপেক্ষা দূরদৃষ্টির অধিকারী ও বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তনে ইচ্ছুক বিধায় তাঁরা বিশ্ব-ইতিহাসে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অভিমত হল প্রখ্যাত যেকোন ব্যক্তির কার্যকলাপের মধ্যে সর্বদাই প্রগতিশীল শ্রেণীর

স্বার্থের অভিব্যক্তি ঘটে। এই ব্যক্তির পালিত ভূমিকা তাঁর শ্রেণী এবং আলোচ্য সামাজিক আন্দোলনে সেই শ্রেণীর অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। শ্রেণী যত প্রগতিশীল হয় সে তত বেশি মহান ব্যক্তি সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে এই ব্যক্তিরা যতদিন নিজ শ্রেণীস্বার্থের জন্য, জরুরি সামাজিক লক্ষ্যের জন্য কাজ করেন ততদিনই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করতে পারেন। সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস থেকে আমরা কিছুসংখ্যক নাম জানি যাঁরা তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, বিপ্লবী যোদ্ধা থাকাকালে জনগণের নেতৃত্বের মর্যাদা পেয়েছিলেন এবং নিজ অনুসারীদের পরিত্যাগ করা মাত্র যাবতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের পালিত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা স্বীকার করলেও বীরপূজা বা ব্যক্তিভক্তি অস্বীকার করে। কখনই তা জনসাধারণ, শ্রেণীসমূহ বা পার্টিগুলির বিরুদ্ধে একক ব্যক্তিকে দাঁড় করায় না। ব্যক্তিভক্তি কার্যত বিপ্লবের বিজ্ঞান এবং বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের প্রয়োগের পক্ষে পরকীয়। কোন সাময়িক কারণে যখন ও যেখানে এমনটি ঘটে তাতে বৈপ্লবিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দশম অধ্যায়

# ঐতিহাসিক বিকাশের একটি রূপ হিসাবে সমাজ বিপ্লব

ইতিহাসের বিষয়গত যুক্তিপদ্ধতি ও জনগণের সজ্ঞান কার্যকলাপের ঐক্য সামাজিক বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করে। সমাজ বিপ্লবে একটি অর্থনৈতিক গঠনরূপ থেকে অন্যটিতে উত্তরণের সাধারণ বিষয়গত নিয়ম প্রকটিত হয়ে থাকে। এগুলি হল শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতের শ্রেণীসংগ্রামের তুঙ্গাবস্থা এবং জনসাধারণের সজ্ঞান ঐতিহাসিক সৃজনশীলতার সর্বোচ্চ রূপও।

সমাজ বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ 'জনসাধারণের বৈপ্লবিক শক্তি, বৈপ্লবিক সৃজনশীল প্রতিভা ও বৈপ্লবিক উদ্যোগের সঙ্গে এবং অবশ্যই এক বা অন্য শ্রেণীর সঙ্গে যোগাযোগ উদ্ভাবন ও অর্জনে সমর্থ ব্যাষ্টি, দল, সংগঠন ও

পার্টিগুলির গুরুত্বের জোরাল স্বীকৃতির সঙ্গে ঘটনাবলীর বিষয়গত অবস্থা ও (ইতিহাসের — লেখক) বিবর্তনের বিষয়গত ধারার'* বিশ্লেষণকে সংযুক্ত করে।

সাধারণভাবে বিপ্লবের তত্ত্ব ও বিশেষভাবে সমাজ বিপ্লব হল কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের তত্ত্বীয় ও ভাবাদর্শগত কোষকেন্দ্র। এই তত্ত্ব গ্রহণ বা বর্জনের দ্বারাই সত্যিকার মার্কসবাদী বিপ্লবী পার্টিগুলি ও বর্তমান কালের শোধনবাদী ধারার মধ্যেকার সীমারেখাটি সুচিহ্নিত।

সেজন্যই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিটি সত্যিকার সংগ্রামীর জন্য সমাজ বিপ্লবের তত্ত্বের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী ভিত্তিটি আত্তীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## সমাজ বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার মর্মবস্তু

সমাজ বিপ্লব হল **সামাজিক সম্পর্ক-প্রণালীতে সংঘটিত একটি মৌলিক পরিবর্তন, যার ফলে একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ অন্যটিতে রূপান্তরিত হয়।**

সমাজ বিপ্লবকে সমাজের একক পরিমণ্ডলে সংঘটিত বিপ্লব (শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব ইত্যাদি) থেকে, প্রতিটি সমাজে সংঘটিত বিবর্তনমূলক পরিবর্তন থেকে আলাদা করা প্রয়োজন। এটি যুদ্ধ থেকেও পৃথক।

---

* V. I. Lenin, 'Against Boycott', *Collected Works,* Vol. 13, p. 36.

সমাজ বিপ্লব হল একটি সমাজে উদ্ভূত প্রধান সামাজিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীগত অসঙ্গতিগুলি সমাধানের একটি প্রক্রিয়া। কয়েক দশক, এমন কি কয়েক শতাব্দীতর কালপর্বে জায়মান অসঙ্গতিগুলি বিপ্লবের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কিউবার বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সমাধান করেছে বহু অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতিগুলি: কিউবার জনগণ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার: জাতীয় শাসকদের স্বৈরতন্ত্র (মার্কিন একচেটিয়া বুর্জোয়া সমর্থিত) ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়া সহ কিউবায় সমাজের অন্যান্য স্তরের মধ্যেকার; একদিকে বুর্জোয়া, জমিদার, বিত্তশালী ভাড়াটে, মহাজন ও ব্যাঙ্কমালিক ও অন্যদিকে মেহনতিদের মধ্যেকার; জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা ও প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল উপরিকাঠামোর মধ্যেকার; কিউবার জাতীয় সংস্কৃতি ও উত্তর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের মধ্যেকার, ইত্যাদি।

বিষয়গত প্রয়োজনই সমাজ বিপ্লবের স্রষ্টা। সমাজ বিপ্লবের মূল কারণ: উৎপাদনী শক্তিসমূহ (তাদের বিকাশের চাহিদা) ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া প্রহতকারী সেকেলে উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার সংঘাত। এই ধরনের উৎপাদন-সম্পর্ক অতঃপর উৎপাদনী শক্তির বিকাশের সামাজিক রূপ না-থাকার দরুন তার শৃঙ্খল হয়ে ওঠে। ফলত, সমাজ বিপ্লব শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রণালীর, মূলত মালিকানার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়।

অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলিই সমাজ বিপ্লবের নিগূঢ়তম কারণ, আর তার আশু কারণ হল সামাজিক শ্রেণীসম্পর্কের অসঙ্গতিগুলির সমাহার, সর্বপ্রথম শাসকশ্রেণী ও নির্যাতিত জনগণের মধ্যেকার অসঙ্গতি, প্রতিক্রিয়াশীল উপরিকাঠাম ও পুরনো সমাজের গর্ভে অঙ্কুরিত নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপাদানগুলির (বা প্রণালীর) মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।

যেহেতু রাষ্ট্রই মূলত শাসকশ্রেণী ও বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে সেজন্য বিপ্লব কর্তৃক সমাধানকৃত মূল অসঙ্গতি হল শোষিত শ্রেণীগুলি ও শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যেকার অসঙ্গতি।

কঠোর তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক রাজনৈতিক উভয় অর্থেই বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান প্রাসঙ্গিক বিষয় হল এক শ্রেণীর কাছ থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা অন্য শ্রেণীর কাছে হস্তান্তর।* তাই প্রতিটি সমাজ বিপ্লব আসলে একটি রাজনৈতিক বিপ্লব, যদিও প্রত্যেকটি রাজনৈতিক অভ্যুত্থান সমাজ বিপ্লব পদবাচ্য নয়। অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশে ক্যু-দেতা প্রায় নিত্যকার ব্যাপার। কিন্তু এগুলি কোন মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটায় না। এতে কেবল বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার একক উপাদানগুলিই (প্রায়শ অনুল্লেখ্য) বদলায়।

---

* দ্রষ্টব্য: V. I. Lenin, 'Letters on Tactics', *Collected Works,* Vol. 24, p. 44.

তাই সমাজ বিপ্লব কেবল অর্থনৈতিকই নয়, সামাজিক-শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর বিপর্যয় হল ইতিমধ্যেই ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে ও মূলগতভাবে সংঘটিত বিপর্যয়ের (প্রাক-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির ক্ষেত্রে) এবং ভিত্তিতে এই ধরনের বিপর্যয়ের পূর্বানুমানের (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে) শর্তাধীন। এটা ভিত্তির শর্তাধীন, কেননা শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক উপরিকাঠাম তখন অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের গোটা প্রণালীর বিকাশের নতুন পরিস্থিতি ও চাহিদার সঙ্গে দ্বন্দ্বলিপ্ত হয়। যেসব সামাজিক বর্গ সামাজিক সম্পর্কের প্রগতিশীল রূপগুলিকে এগিয়ে নিতে, জরুরি সামাজিক-ঐতিহাসিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে ও ঐতিহাসিক বিকাশের অগ্রগতির কর্তব্যগুলি সম্পাদন করতে পারে, রাজনৈতিক উপরিকাঠাম তখন সেই বর্গগুলির স্বার্থপূরণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

লেনিন লিখেছিলেন: 'বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক শক্তির অনেকটাই নির্ভর করে স্বাধীনতার সংগ্রাম দমনের কঠোরতা ও স্থায়িত্বের উপর এবং সেকেলে 'উপরিকাঠাম' ও আমাদের কালের সজীব শক্তিগুলির মধ্যেকার অসঙ্গতির গভীরতার উপর।'* রাশিয়ার

---

* V. I. Lenin, 'Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution, *Collected Works*, Vol. 9, 1972, p. 57.

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব, কিউবার ও অন্যান্য বিপ্লব লেনিনের সিদ্ধান্ত সত্যাখ্যান করেছে। ওগুলির বিধ্বংসী শক্তি উদ্ভূত হয়েছিল বহু শতকের সঞ্চিত অসঙ্গতি থেকে, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি কর্তৃক মেহনতি ও প্রগতিশীলদের উপর আরোপিত অবদমন থেকে।

বিপর্যয়ের পরিস্থিতি শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই উদ্ভূত হয় না। বিপর্যয়ের পূর্বানুমান মননমূলক সংস্কৃতির পরিমণ্ডলেও জন্মায়। শাসক শ্রেণীগুলির জীবনযাত্রার ধরনের প্রতিফলক পুরনো ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক মনস্তত্ত্ব আর প্রগতির স্বার্থপূরণ করে না এবং সেজন্য নতুন সামাজিক শক্তিগুলি দ্বারা তা পরিত্যক্ত হয়। শেষোক্তরা নিজেদের স্বকীয় বিশ্ববীক্ষা সৃষ্টি করে। যথানিয়মে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি বিপর্যয়ের আগে অবশ্যই পুরনো ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে এবং নতুন, প্রগতিশীল ভাবাদর্শের জন্য তীব্রতম সংগ্রাম শুরু হয়। বিপ্লবী শ্রেণীগুলি বিপ্লব নিষ্পন্ন করার আগে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ও তা সম্পাদনের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং এভাবে একটি নতুন ভাবাদর্শ গ্রহণ করে। কিন্তু ভাবাদর্শের পরিমণ্ডলের পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয় বিপ্লবের জয়লাভের ফলে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতির ভূমিতেই।

সমকালীন অনেকগুলি শোষকসমাজে জায়মান বিবর্তন হল সমাজ-জীবনের সবগুলি মূল ক্ষেত্রের

বিপর্যয়ের জন্য পরিপক্কমান পরিস্থিতিরই একটি দৃষ্টান্ত। এখানে অসঙ্গতিগুলি বাড়ছে উৎপাদনের সামাজিক চারিত্র্য ও আত্মসাতের ব্যক্তিগত ধরনের মধ্যে, একচেটিয়া ও জনগণের মধ্যে, মেহনতি ও শোষক শ্রেণীগুলির মধ্যে, মূল উৎপাদনী শক্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের মর্যাদা এবং তাদের যথার্থ সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক অধিকারহীনতার মধ্যে। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বর্ধমান সম্পদ এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্যমুক্ত অনেকগুলি নবীন রাষ্ট্রের দারিদ্রের মধ্যেকার ফারাক আজ আর উপেক্ষণীয় নয়। উৎপাদনী শক্তির বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা ও সেগুলির একপেশে ও অযৌক্তিক ব্যবহার, জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠনমূলক শোষণের মধ্যেকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবসৃষ্ট ঐতিহাসিক বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা ও তাপপারমাণবিক যুদ্ধের আগুনে সভ্যতা ধ্বংসের সাম্রাজ্যবাদী বিপদের মধ্যেকার অতল গহ্বরটি এখন ক্রমেই হতবুদ্ধিকর হয়ে উঠছে। সংস্কৃতির অবক্ষয়, ব্যক্তির পরকীয়তা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ — ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থ ও শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর, প্রধানত বুর্জোয়ার রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেকার সংঘাতে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসঙ্গতি আত্মপ্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মনীতির দলিলের বক্তব্য অনুসারে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা মোটামুটি সমাজ বিপ্লবের জন্য আজ পরিপক্ক।

সমকালীন পংজিতন্ত্রের অসংখ্য স্বকীয় অসঙ্গতির তীব্রতা বৃদ্ধিতে তা এখন সহজলক্ষ্য।

পরিশেষে, সমাজ বিপ্লব হল শোষক শ্রেণীর সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশেরই একটি নিয়ম। পুরনো সমাজব্যবস্থার বিকাশের যাবতীয় সম্ভাবনা নিঃশেষিত হলে, ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থের আরও উন্নতিবিধানের জন্য সমাজের বিষয়গত চাহিদার ভিত্তি হিসাবে সমাজ স্বীয় কার্যকরতা হারালে এবং সমাজকে সংকটমুক্ত করার জন্য শাসন শ্রেণীর কৃত যাবতীয় সংস্কার সমাজকে সংকটমুক্ত করতে ব্যর্থ হলে সমাজ বিপ্লব ঘটে।

**বিপ্লবের ঐতিহাসিক ধরনসমূহ।**
**সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যাবলী**

সমাজবিপ্লবগুলিকে তাদের চারিত্র্য (ধরন), চালিকা শক্তি এবং বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তাবলী দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বিপ্লবে নিষ্পন্ন ঐতিহাসিক কর্তব্য ও তা সম্পাদনকারী সামাজিক শক্তিগুলি দ্বারাই সমাজ বিপ্লবের ধরনটি নির্ধার্য।

ইতিহাস থেকে আমরা নিম্নোক্ত ধরনের বিপ্লবগুলির কথা জানি: শহুরে বুর্জোয়ার নেতৃত্বে নিষ্পন্ন সামন্তবিরোধী (বুর্জোয়া) বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিবিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (সাম্রাজ্যবাদের যুগে)। বহু দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিবিপ্লব

বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কিউবার বিপ্লবের প্রথম পর্যায় ছিল জনগণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্রের। এতে ছিল জনগণের (শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক) বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, মৌলিক কৃষিসংস্কার, সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের ভিত্তি উৎখাত ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সামাজিক পরিবর্তন। কিউবার বিপ্লবের চালিকা শক্তির মূলে ছিল তিনটি শ্রেণী: শ্রমিক শ্রেণী, (১০ লক্ষের মতো লোক), মেহনতি কৃষক (৩০ লক্ষের মতো) ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়া, যার মধ্য থেকে এসেছিল বহু ছাত্র ও কর্মচারী। এই তিনটি শক্তি কার্যত তিনটি যুদ্ধ চালায়: জাতীয় মুক্তির পক্ষে, প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক (সামন্ততান্ত্রিক) জেরগুলির ও পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে। র‍্যাডিকাল পেটি-বুর্জোয়ারা নেতৃত্বলাভের প্রয়াসী ছিল। কিন্তু এই পর্যায়ে ইতিমধ্যেই শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের যথার্থ নেতৃত্বলাভ করেছিল। চালিকা শক্তির গঠনরূপ ও প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকা কিউবার বিপ্লবের চারিত্র্য ও সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে তার অপ্রতিহত অগ্রগতি নির্ধারণ করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল সর্বোচ্চ ধরনের বিপ্লব। এই বিপ্লব সমাজতন্ত্রে, অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক মানুষের যেকোন ও যাবতীয় শোষণ উৎখাতকারী ও ফলত সামাজিক-শ্রেণীগত বৈরিতানাশী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ নিশ্চিত করে। এই বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের পরিসর বৃহত্তর এবং তা ধ্বংসাত্মক হওয়ার তুলনায় অনেক বেশি সৃজনশীল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজের শ্রেণীবিভাগ ক্রমলুপ্তির পরিস্থিতি অর্থাৎ এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যেখানে সামাজিক বিবর্তন রাজনৈতিক বিপ্লবে পর্যবসিত হয় না।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করে:

(ক) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটি বিষয়গত নিয়ম। পুঁজিতন্ত্রের মূল অসঙ্গতি, অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক চারিত্র্য ও আত্মসাতের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার অসঙ্গতিই এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার উৎস। মৌলিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব — শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব — তথা পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটজাত অন্যান্য স্বকীয় অসঙ্গতি এর স্রষ্টা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা সাম্প্রতিক ভাবাদর্শগত সংগ্রামের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়।

(খ) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের শ্রেণী-সংগ্রামের তুঙ্গাবস্থা। প্রলেতারীয় বিপ্লবের পর্যায়ে উত্তীর্ণ একটি শ্রেণী-সংগ্রামই কেবল সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজের মৌলিক পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারে।

(গ) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একইসঙ্গে একটি বিষয়গত প্রক্রিয়া এবং জনগণের সজ্ঞান ঐতিহাসিক কার্যকলাপের ফলশ্রুতি। এই বিপ্লবকে জনগণ তাদের বিজ্ঞানসম্মত ভাবাদর্শের অঙ্গীভূত করে এবং এতে তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি দ্বারা পরিচালিত হয়।

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল পুরনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস ও নতুন ধরনের একটি রাষ্ট্র — শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র — প্রতিষ্ঠার নিদর্শন।

(ঙ) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল সামাজিক সম্পর্ক প্রণালীর বিপর্যয়ের ইতিহাসে একটি গোটা যুগ, উৎপাদন-উপায়ের সামাজিক মালিকানাভিত্তিক নতুন সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি যুগ, মূলত মানুষ ও তার সর্বতোমুখী বিকাশের যথাসম্ভব চাহিদা পূরণের লক্ষ্যমুখীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি যুগ।

(চ) যেকোন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভ্যন্তরীণ শ্রেণীগত অসঙ্গতির বিকাশ ও শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই কেবল শর্তাধীন নয়, বিশ্বপুঁজির বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক সংগ্রামের সঙ্গেও তা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি নীতি ও তার চূড়ান্ত বিজয়ের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।

## বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তাবলীর পারম্পর্য

ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে যেকোন সমাজ বিপ্লবই নিয়মশাসিত ব্যাপার এবং নির্দিষ্ট বিষয়গত পূর্বশর্তাধীনেই নিষ্পাদ্য। এক্ষেত্রে মুখ্য শর্তটি হল বিকাশমান উৎপাদনী শক্তি ও সেকেলে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেকার সংঘাত, যা শাসক ও অশাসক শ্রেণীগুলির বৈরিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। তাসত্ত্বেও

একটি বিপ্লব ঘটে কেবল বিদ্যমান **বৈপ্লবিক** পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ যখন বিপর্যয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক শর্তাবলী, বলতে গেলে, সামাজিক অসঙ্গতিগুলি, পরিপক্ক হয়ে ওঠে। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বলতে বোঝায় শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকট, শোষিত শ্রেণীগুলির বর্ধমান দারিদ্র্য ও বঞ্চনা, গণ-আন্দোলন বৃদ্ধি। নানা কারণে এমনটি ঘটে: অর্থনৈতিক সংকট, শাসক শ্রেণীর দেউলেপনা, জাতিগত বা বর্ণগত সংঘাত, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জাতীয় স্বাধীনতা হারানোর ভয়, যুদ্ধে পরাজয়, ইত্যাদি।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উন্মেষ ও বিকাশ একটি অসঙ্গতিকীর্ণ প্রক্রিয়া। এটি সমাজবিকাশের বিরোধী প্রবণতাগুলির সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বিকাশ সর্বদাই অবস্থা সুস্থিরকরণের প্রবণতার, স্বীয় অবস্থান রক্ষায়, এমন কি তা মজবুতের জন্য আপ্রাণ সচেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরোধের সম্মুখীন হয়। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বিকাশের আনুষঙ্গিক হেতুগুলির, সামনে এই প্রক্রিয়া প্রহতকারী হেতুগুলি বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যে বিদ্যমান উপাদানগুলির মিথষ্ক্রিয়ানাশী হেতুগুলি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বলা যায়, এইসব হেতু বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার পথগুলি 'জমাট করে' দেয়।

লাতিন আমেরিকায় পঞ্চাশ দশকের শেষ ও ষাটের দশকের গোড়ার দিকে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বিকাশ

যেসব কারণে প্রহত হয়েছিল প্রসঙ্গত সেগুলি উল্লেখ্য: অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব, প্রধান প্রতিবিপ্লবী শক্তি হিসাবে সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা, মেহনতিদের অসমসত্ত্বতা। গেরিলা যুদ্ধ সহ বিপ্লবী জনগণের অগ্রবাহিনীর অটল সংগ্রাম বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োগ এই বিশ্বাস সমর্থন করে নি যে খোদ 'গেরিলা যুদ্ধের কোন ঘাঁটি' একটি বিষয়গত বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

এ থেকে বোঝা যায় যে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার পরিপক্কতা একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া, আর কিছু নয়। মূলগতভাবে বিষয়গত এই প্রক্রিয়াটি ভিত্তি ও উপরিকাঠামোয় বিদ্যমান পরিস্থিতির সমাহার থেকে জায়মান বিপ্লবী শক্তিগুলি দ্বারা ত্বরিত হতে পারে।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিপ্লবের একটি পূর্বশর্ত হলেও কিন্তু তা এককভাবে বিজয়ী বিপ্লব ঘটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের জন্য তার বিষয়গত পূর্বশর্তগুলির সঙ্গে অবশ্যই বিকশিত বিষয়ীগত হেতুগুলির সন্নিপাত আবশ্যক। বিষয়ীগত হেতুগুলি: বৈপ্লবিক সংগ্রামে শরিকানার জন্য জনসাধারণের ভাবাদর্শগত প্রস্তুতি ও দৃঢ়সঙ্কল্প বিপ্লবী শক্তিগুলির সুসংগঠন, পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনসাধারণকে পরিচালনার জন্য সংগঠিত বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর অস্তিত্ব। লেনিন দেশব্যাপ্ত বৈপ্লবিক সংকটের উদ্ভবকে বিপ্লবের একটি নিয়ম হিসাবে সত্যাখান করেন, আর এই সংকট হল সামাজিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক,

ভাবাদর্শগত ও মনস্তত্ত্বগত হেতুসমূহের একটি সমাহার, যা ক্রমান্বয়ে বিজয়ী বিপ্লবে পৌঁছয়।

বিপ্লবের বিষয়গত পরিস্থিতি ও বিষয়ীগত হেতুসমূহ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল, কেননা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সম্ভাব্য সকল উপায়ে তা প্রতিরোধের প্রয়াস পায়। এইসব শক্তি জয় করার জন্য প্রয়োজন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিষয়গত পরিস্থিতি ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য জনগণের অপ্রস্তুতির মধ্যেকার ফারাক পূরণ, অর্থাৎ অগ্রবাহিনী ও কর্মিসাধারণের মধ্যেকার শূন্যতা দূরীকরণ।

কীভাবে পুরনো ব্যবস্থা ধ্বংসকারী একক শক্তি হিসাবে বাস্তব পূর্বশর্ত ও বিষয়ীগত হেতুগুলি যুক্ত করা যায়, এই প্রশ্নটি বিপ্লবী পার্টির কর্মনীতির একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আসলে বিপ্লবের সাফল্য এর উপরই নির্ভরশীল। দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির নিরিখে বিভিন্ন বিপ্লবী বাহিনী বিষয়টি বিভিন্নভাবে সমাধান করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কিউবা ও নিকারাগুয়ায় বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার গোড়ার দিকের ধরনটি ছিল গেরিলা যুদ্ধ।

বিষয়ীগত হেতুগুলির বিকাশ একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। এর মর্মবস্তু: বিপ্লবের নেতা বা অগ্রবাহিনী হিসাবে প্রাগ্রসরতম শ্রেণী, প্রথমত ও প্রধানত শ্রমিক শ্রেণী এবং জনগণের অন্য সকল মেহনতি ও অমেহনতি স্তরের ঐক্য ও সংহতি বিধানে তার সামর্থ্য। ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে বিষয়ীগত হেতুটি অপরিবর্তনীয় নয়। সর্বক্ষণ তা শক্তিসঞ্চয় করবে এবং বিপ্লবের

স্থায়ী আক্রমণশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংগ্রামের জন্য আপন শক্তি গড়ে তুলবে।

চিলিতে বিপ্লবের পরাজয়ের করুণ ফলাফল বিশ্বে সুবিদিত। প্যাপুলার ইউনিটি সরকারের তিন বছর স্থায়ী শাসনকালে সে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও স্বৈরতন্ত্রবিরোধী বৈশিষ্ট্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। চিলির বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ (নিরস্ত্র) পথে এগিয়েছিল। কিন্তু ফ্যাশিস্ট সামরিক অভ্যুত্থান প্রক্রিয়াটিকে ধ্বংস করে দেয়। চিলির কমিউনিস্ট পার্টির মতে বিপ্লবের এই সাময়িক পরাজয়ের প্রধান কারণ হল পুরোপুরি ও অটলভাবে আপন নেতৃত্ব প্রয়োগে এবং বুর্জোয়া থেকে মেহনতিদের অন্যান্য অংশকে বিচ্ছিন্নকরণে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যর্থতা। বহু সমস্যার চাপে প্যাপুলার ইউনিটি ফ্রণ্টে সংসক্তির অভাব দেখা দিয়েছিল, সেজন্য নেতৃত্বের রাজনৈতিক ভ্রান্তির অংশভাগ যথেষ্ট।

দেশের সামগ্রিক ক্ষমতা দখল এবং বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরণ সম্পর্কে পার্টির কোন সুস্পষ্ট কর্মসূচি ছিল না। রাজনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন মেহনতিরাও পূর্ণক্ষমতা দখলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। ফলত, চূড়ান্ত সমাধান নিশ্চিতকরণে সমর্থ কোন সক্রিয় শক্তি কমিউনিস্টদের পেছনে দাঁড়ায় নি। বিপ্লবী শক্তিগুলির যাবতীয় দুর্বলতা প্রতিক্রিয়াশীলরা দ্রুত কাজে লাগিয়েছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের গোপন সমর্থনে তারা শান্তিপূর্ণ চিলি-বিপ্লবকে হত্যা করে। যে-বিপ্লব আত্মরক্ষায়

অসমর্থ, ধ্বংসই তার ভবিতব্য — চিলির ঘটনা এই সুবিদিত প্রবচনটির সত্যতা আরেকবার প্রমাণ করল। পুরনো, শোষণমূলক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংসকারী ও নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকারী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার রূপ যেমনই হোক — শান্তিপূর্ণ বা ভিন্নতর — তা স্পষ্টতই বিবর্তনমূলক বিকাশ ও শোধনবাদ থেকে পৃথক।

বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের মতো মূল ব্যাপারের কোন অবকাশ সংস্কারে থাকে না। সেজন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নতুন সমাজের জন্য সংগ্রামের একটি ধারণা হিসাবে শোধনবাদকে প্রত্যাখ্যান করে, যদিও সংস্কারের প্রণালীকে পুরোপুরি নাকচ করে না। সংস্কার ছাড়া, সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রের কিছু কিছু সংস্কার ছাড়া বিপ্লব এগতে পারে না। তথাপি সংস্কার বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে এবং বিপ্লবের সাফল্য ও সমাপ্তির সময় সংগ্রামের একটি সহযোগী উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কৃষিসংস্কার ও অন্যান্য বহু গণতান্ত্রিক পরিবর্তন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লবের পক্ষে অপরিসীম গুরুত্ববহ। সহজবোধ্য যে, বিপ্লবী শক্তির হাতে সংস্কার হল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের একটি উপায়, আর প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে তা হল জনসাধারণকে কিছুটা সুবিধাদান, অথবা বৈপ্লবিক সংকটের হুমকির মুখোমুখি একটি কৌশল, কিংবা আপন অবস্থান মজবুতের একটি উপায়।

## সমাজ বিপ্লবে সামান্য ও বিশেষ

এটা তত্ত্ব ও রাজনৈতিক প্রয়োগের একটি মৌলিক প্রশ্ন। আজ তা খুবই প্রাসঙ্গিক, যখন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াগুলি বিবিধ পর্যায় নিয়ে — সামন্তবিরোধী, জনগণতান্ত্রিক, জাতীয়মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — গঠিত। স্মর্তব্য, কেবল বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সামান্য ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ বিবেচনার নিরিখেই কর্মনীতিগত ও কর্মকৌশলগত কর্মকাণ্ডের এবং প্রতিটি পর্যায়ে চালিকা শক্তির শুদ্ধ সংজ্ঞার্থ নির্ণয় সম্ভব।

সমাজ বিপ্লবে সামান্য হল মূল আধেয়। প্রতিটি বিপ্লবই, ব্যাপক জনসাধারণের শরিকানাধন্য শ্রেণীসংগ্রামের তুঙ্গাবস্থা। বিষয়ীগত হেতুগুলির সঙ্গে পরিপক্ক বিষয়গত পূর্বশর্তসমূহের সন্নিপাতের বিদ্যমানতায়ই কেবল বিপ্লব সম্ভব। বিপ্লব সর্বদাই মূলত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির আধিপত্যের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীগুলির একটি সজ্ঞান ও সংগঠিত লড়াই। **জনসাধারণ কর্তৃক আত্তীকৃত বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ ব্যতিরেকে বিপ্লব অসম্ভব।**

বিপ্লবে বিশিষ্ট, প্রথমত ও প্রধানত, সমাজ পরিবর্তনে প্রযুক্ত ধরন ও পদ্ধতিগুলির মধ্যেই প্রকটিত হয়।

সামান্য ও বিশিষ্টের দ্বান্দ্বিকতা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিক থেকে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব অন্যান্য দেশের বিপ্লবের মতোই দেখিয়েছে

যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিয়ন্তা সাধারণ নিয়মাবলী এবং সেগুলির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিশিষ্টতা রয়েছে। এটা ১৯১৬ সালের লেনিনের বৈজ্ঞানিক পূর্বানুমান সম্পূর্ণ সমর্থন করে: 'সকল জাতি সমাজতন্ত্রে পেঁছবে — এটা অনিবার্য, কিন্তু সকলে সম্পূর্ণ অভিন্নভাবে তা করবে না, প্রত্যেকেই কিছুটা নিজস্ব অবদান রাখবে গণতন্ত্রের কোন ধরনে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কোন রকমফেরে, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের মাত্রার নানান হারে।'*

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ নিয়মাবলী আপন মর্মবস্তু প্রকটিত করে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তার স্বকীয় মর্মবস্তু ও রূপকে স্পষ্ট করে তোলে। সাধারণ নিয়মাবলীতে থাকে: শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন মেহনতিদের ব্যাপক স্তরগুলি এবং তার কেন্দ্রবস্তু হিসাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি; বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্পাদন; কোন-না-কোন ধরনে শ্রমিক শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠা, মেহনতিদের অন্যান্য সকল স্তরের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য; উৎপাদনের উপায়গুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা উৎখাত ও সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা; কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর; জনস্বার্থে ধারাবাহিক

---

* V. I. Lenin, 'A Caricature of Marxism and Imperialist Economism', *Collected Works*, Vol. 23, pp. 69-70.

অর্থনৈতিক বিকাশ; সাংস্কৃতিক বিপ্লব; জাতি-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান; জাতিসমূহের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা; বিদেশী ও দেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সুরক্ষা; অন্যান্য দেশের মেহনতিদের সঙ্গে সংহতি — প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা।

বিশেষ চারিত্র্যগুলি তিনটি ক্ষেত্রে প্রকটিত হয়: জায়মান শক্তিগুলির নির্দিষ্ট কাঠাম; বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রূপ ও শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌমত্বের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে অর্জিত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রূপ ও পদ্ধতিসমূহ। সামান্য নিয়মাবলীর সক্রিয়তায় বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভবপর। পক্ষান্তরে, একটি রেডিমেড ফর্মুলায় বিভিন্ন দেশে বিপ্লব ঘটান অসম্ভব। সামান্য নিয়মাবলী বা বিশিষ্ট চারিত্র্যের ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখা তত্ত্বের দিক থেকে সমান ভ্রান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক প্রয়োগের দিক থেকে খুবই বি-পজ্জনক।

বিশ শতক পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের অনেকগুলি রূপের জন্ম দিয়েছে। এগুলি: মোটামুটি উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭ সালে রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব); অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া); সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যে অনুন্নত, স্বল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (কিউবা)।

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার উল্লিখিত প্রতিটি রূপ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবে প্রথম প্রকটিত সামান্য নিয়মগুলিকে সত্যাখ্যান করেছিল। তবু প্রত্যেকটির ছিল বিশিষ্ট চারিত্র্যও। বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানত এজন্য যে উক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বা জাতীয় মুক্তিবিপ্লব থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

দেশে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়নে সমর্থ হতে হলে অগ্রণী দলগুলির পক্ষে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিশিষ্ট চারিত্রগুলি অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন। এইসঙ্গে যাবতীয় বিপ্লবের নিয়ন্তা সামান্য নিয়মগুলির অস্তিত্ব স্বীকারের অর্থ একথাও স্বীকার করা যে কোন দেশের বিপ্লব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মজ্জাগত অসঙ্গতি-তাড়িত অভিন্ন বিশ্বব্যাপ্ত বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটি অংশও এবং তা সংকীর্ণ জাতীয় প্রেক্ষিতে দেখা অনুচিত। সেজন্যই প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার জয়লাভের জন্য সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সংগ্রামরত দেশ, জাতি ও পার্টিগুলির মধ্যেকার সংহতি ও পারস্পারিক সহযোগিতার সম্পর্ক এতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বিপ্লবের মিলন ঘটে। তাদের গুণগত পার্থক্য ও অসঙ্গতিগুলি সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতিগুলির অসম বিকাশেরই শর্তাধীন, যারা পুঁজিতন্ত্রের অধীনস্থ ছিল বা আজও রয়েছে। বর্তমান যুগ প্রথমত ও প্রধানত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ, বৈশ্বিক পরিসরে পুঁজিতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের

যুগ, বহুদেশে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের — যা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপলাভ করছে — সংহতি ও অগ্রগতির যুগ। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর বিবিধ অংশ, শহুরে ও গ্রামীণ কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় সংখ্যাকে বিজড়িত করে বাড়ছে, তার বৈপ্লবিক ক্ষমতা প্রসারিত করছে। বহু দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বৃদ্ধিতে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে তাদের বর্ধমান প্রভাবের, বিশেষত মেহনতিদের অধিকারের উপর পুঁজিবাদী হামলার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ব্যাপক শরিকানার মধ্যেই তার সমর্থন মেলে।

বিকাশমান বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় সবগুলি জাতীয় মুক্তিবিপ্লব একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও এক-একটি দেশের অভ্যন্তরে তার শক্তিগুলি এবং অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি ও প্রগতির জন্য সংগ্রামরত ব্যাপক জনসাধারণ — এই দুয়ের বৈরিতার মধ্যেই এর সর্বাধিক দৃঢ়মূল হেতুটি নিহিত। জাতীয় মুক্তিবিপ্লব বস্তুত জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধরূপী অবক্ষয়িত সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কগুলির বিরুদ্ধেই পরিচালিত। সাম্রাজ্যবাদী দেশে এই সম্পর্কগুলি পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত বিধায় অধীনস্থ দেশগুলিতে এই বিপ্লব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর গুরুতর আঘাত

হানে এবং এভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সহায়তা যোগায়।

বিদ্যমান সমাজতন্ত্র গোটা বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সুদৃঢ় রক্ষাপ্রাচীর ও মূল শক্তি হয়ে উঠেছে। আজ ঐতিহাসিক রিকাশের ধারা দুটি ব্যবস্থার — সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার — সংগ্রাম দ্বারাই নির্ধারিত হচ্ছে। অতীত অভিজ্ঞতা দেখায় যে বিদ্যমান সমাজতন্ত্র হল শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শক্তিগুলির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের শক্তি হল মুক্তিবিপ্লবগুলির নব নব বিজয় অর্জনের একটি নিশ্চিত গ্যারাণ্টি।

## সমাজ বিপ্লবের বুর্জোয়া ও শোধনবাদী বিচার

বিগত দুই দশক ধরে সমাজবিপ্লব সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বুর্জোয়া সমাজবিদদের মধ্যে বর্ধমান উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বুর্জোয়া সমাজবিদ্যায় এমন কি একটি বিশেষ শাখারও অভ্যুদয় ঘটেছে — 'বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব' বা 'বিপ্লবতত্ত্ব' এবং বলা বাহুল্য, এগুলি সমাজ বিপ্লবের তত্ত্বীয় ও রাজনৈতিক দিকগুলি আলোচনায় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদকে মিথ্যাপ্রমাণের চেষ্টায় নিবিষ্ট।

বুর্জোয়া 'বিপ্লবতত্ত্ববিদরা' সমাজ বিপ্লবকে একটি আপতিক ঘটনা এবং বিষয়গত হেতুসমূহের বদলে বিশুদ্ধ বিষয়ীগত উপাদানসমূহের সৃষ্টি হিসাবে চিত্রিত করতে চান। তাঁদের চোখে বিপ্লব একটি

নেতিবাচক ঘটনা: নিরঙ্কুশ ধ্বংস, ও সমাজ প্রগতির প্রতিবন্ধ। অনেক সমাজবিদ বিপ্লবকে সামরিক অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহ হিসাবে দেখেন। কেউ কেউ একে আবার যুদ্ধ বলতেও দ্বিধা করেন না। ইদানীং তাঁদের অনেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সমস্যাকে সমাজ বিপ্লবের স্থলবর্তী করছেন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব 'খন্ডন' এবং পুঁজিতন্ত্রের গোরখনক ও নতুন সমাজস্রষ্টা হিসাবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা অস্বীকার এখন বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের বিচারপ্রণালীতে মুখ্য স্থান দখল করেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সমালোচকরা বিপ্লবের তত্ত্বের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিকৃতিসাধনে তৎপর। অন্যান্যের সঙ্গে তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে বিপ্লবের তত্ত্ব বলতে কিছু নেই এবং আছে শুধু একদিকে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং অন্যদিকে লেনিন কর্তৃক উপস্থাপিত এক লহরী পরস্পরবিরোধী ধারণা। কমিউনিস্ট-বিরোধীদের মতে মার্কস বিপ্লবকে একটি স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছিলেন যা কেবল অত্যুন্নত অর্থনীতির দেশে ও প্রাগ্রসর সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। লেনিনের ধারণায় নাকি বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির এই সূত্রটি অস্বীকৃত এবং বিপ্লব অর্থনৈতিক ও সামাজিক শর্তনিরপেক্ষ ও যেকোন দেশে, এমনকি অনুন্নত দেশেও সম্ভবপর। তাই তাঁদের সিদ্ধান্ত: সমাজ বিপ্লব একালের সমাজবিকাশের কোন নিয়ম নয়, একটি ষড়যন্ত্রের ফলমাত্র।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নাকি

প্রযুক্ত উদ্যোগের নিরিখে অযৌক্তিক, কেননা তাতে ত্যাগের পরিমাণ বিপুল, অর্জন নগণ্য।

অনুরূপভাবে বুর্জোয়া সমাজবিদরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তা উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রযোজ্য নয়।

দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরাও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে আক্রমণ করেন। তাঁরা তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে' তাদের শেষ লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন এবং শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিপ্লব এড়িয়ে সংস্কার ও স্বতঃস্ফূর্ততায় পুঁজিতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে 'রূপান্তরের' পথে সেখানে পেঁছার পরিকল্পনা করছেন। দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী তাত্ত্বিক ও রাজনীতিকরা বর্তমান কালের ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃভূমিকা অস্বীকার করেন ও বুদ্ধিজীবীদের উপর এই দায় ন্যস্ত করতে চান।

শোধনবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলগতভাবে সামাজিক-সংস্কারবাদ থেকে অভিন্ন। তাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন, কিন্তু কার্যত বিপ্লবের তত্ত্বের মূলসূত্র প্রত্যাখ্যান করেন। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তাও তাঁদের কাছে অস্বীকৃত। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কে তা প্রথমত ও প্রধানত সহজলক্ষ্য। তাঁরা বলেন যে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস অনাবশ্যক, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সহ তা কাজে লাগান সম্ভব। অদ্যাবধি কোন দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী সরকার বা সমাজতন্ত্রী পার্টি

যে কোন পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই লক্ষ্যটি অর্জন করতে পারে নি তাতে তাঁরা বিন্দুমাত্র হতোদ্যম নন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 'শোধনকারীরা' বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে লিখলেও তাঁরা কার্যত বিপ্লবগুলির অভিজ্ঞতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা এড়িয়ে যান। তাঁরা সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর একটি 'তৃতীয় পন্থা'র কথা বলেন। আসলে সেটা হল সংস্কারের পথ এবং তা বুর্জোয়া সমাজ কালক্রমে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বানুমানভিত্তিক। এই পণ্ডিতবর্গ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন এবং একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্য একটি বৈপ্লবিক তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন।

মার্কসবাদে 'নতুন' অবদান রেখেছেন বলে বিশ্বাসী এই ধরনের তাত্ত্বিক ও রাজনীতিকরা ঘোষণা করেন যে বর্তমান কালের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আর 'ভাবাদর্শের পার্টি' নয়। তাঁরা 'ভাবাদর্শগত নানাত্ববাদ' অর্থাৎ ভাবাদর্শহীন কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা, বা শ্রমিক শ্রেণীর মৌলস্বার্থবহ বীক্ষণপ্রণালীবর্জিত কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা সমর্থন করেন।

এখানে যে-প্রশ্নটি দেখা দেয়: বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের কার্যকলাপ ও বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির সজীব অভিজ্ঞতা এই ধরনের সিদ্ধান্তের কোন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে কি না। উত্তর — না। এ হল সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের বাস্তব ঐতিহাসিক

অভিজ্ঞতাকে বিমূর্ত নৈতিবাচক যুক্তিভিত্তিক ভেজাল প্রপঞ্চ দ্বারা মোকাবিলার চেষ্টা। এই যুক্তি অনুসারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান সমাজতন্ত্র দ্বারা সমর্থিত সবকিছুই অবশ্যপরিহার্য। তথাপি ইতিহাস দেখিয়েছে বৈপ্লবিক তত্ত্বগুলি প্রত্যাখ্যানের ফলে অবশেষে রাজনীতি তার অভিমুখিনতা হারায় এবং এভাবে একটি দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও সকল মানুষের জন্য সমূহ বিপদ সৃষ্টি করে।

একাদশ অধ্যায়

# সামাজিক প্রগতি

## সামাজিক প্রগতির ধারণা

জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের জীবনে ঘটমান মৌলিক পরিবর্তনগুলি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের দুনিয়ার মৌলিক পরিবর্তন এখন খুবই সহজলক্ষ্য। এই সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে সবগুলি মহাদেশই অবদান রাখছে। আজকের মতো কখনই আর ইতিহাস এতটা দ্রুত গতিতে এগোয় নি। 'পরিবর্তনের ঘূর্ণিবাত্যায়' মানবজীবনের সবগুলি ক্ষেত্রই আলোড়িত: অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, মননমূলক সংস্কৃতি ও জীবনধারা। এই পরিস্থিতিতে মানবজাতির ভবিষ্যৎলগ্ন বিষয়গুলি স্বভাবতই অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেজন্যই সমাজবিদ্যা আজ যেসব জরুরি সমস্যার মুখোমুখি সেগুলিরই একটি — ঐতিহাসিক

প্রগতির **সাধারণ গতিপথ** — এতটা গুরুত্বপূর্ণ। মানবজাতি কি এগোচ্ছে? সে কি সমাজ-জীবনের উন্নততর ও বিচক্ষণ কোন রূপের দিকে এগোচ্ছে, না-কি পেছনে অবক্ষয়ের দিকে চলেছে? সকলের মুক্তি ও সর্বতোমুখী বিকাশের ব্যবস্থাপক নতুন সমাজ কি ইতিমধ্যেই পোক্ত হয়ে উঠছে, না-কি মানুষের জন্য একটি 'ভবিষ্যৎ আঘাত' অপেক্ষিত, যা কোন কোন বুর্জোয়া তাত্ত্বিক আমাদের বোঝাতে চান, এবং তা ব্যাপক সংকটকীর্ণ হবে? কথান্তরে, ইতিহাসের কি প্রগতি ঘটছে, না-কি প্রগতি অস্বাভাবিক?

এইসব প্রশ্নে শুদ্ধ উত্তর শুধু ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ থেকেই পাওয়া সম্ভব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সামাজিক প্রগতির বিষয়গত ও নিয়মিত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যাখ্যাত সিদ্ধান্তগুলির সাহায্যে ইতিহাসের বিকাশ সম্পর্কে বুর্জোয়াদের যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল ইউটোপীয় ধ্যানধারণার মোকাবিলা করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যথার্থ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চায় যে সমকালীন সামাজিক প্রগতির মর্মবস্তু বৈশ্বিক পর্যায়ে পুঁজিতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণের মধ্যেই নিহিত।

মানুষের স্বভাব ও সমাজ উন্নয়নের ধারণা মার্কসবাদের অভ্যুদয়ের বহুকাল আগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। রেনেসাঁর প্রধান চিন্তকরা মানবজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখেছিলেন এবং মরণোত্তর স্বর্গের ধর্মীয় উপকথার বিরোধিতা করেন। সতের ও আঠার শতকী

জ্ঞানপ্রচারকদের বক্তব্যে প্রগতির ধারণা, যুক্তিশক্তি ও ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস আরো জোরে ও নির্ভরযোগ্যভাবে উচ্চারিত হয়েছিল। তৎকালীন পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থবেত্তা এইসব দার্শনিক প্রগতির ধারণাকে সত্য প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল জায়মান বুর্জোয়ার আশাবাদ, সমাজের সামন্ততান্ত্রিক আলম্বগুলি ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্পর্কে তার আস্থা।

ফরাসী মনীষী জ্যাঁ জ্যাঁক রুসো প্রগতির সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তাকে মানবপ্রকৃতির মজ্জাগত ধর্ম — তার উন্নতি বিধানের সামর্থ্যের — সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। রুসোর দৃঢ় অভিমত: এই সামর্থ্য বস্তুত অসীম ও প্রাগ্রসর যুগের সহযোগে মানুষকে ক্রমান্বয়ে তার আদিম অবস্থা থেকে উন্নত করে; এটা জ্ঞানবৃদ্ধি এবং এইসঙ্গে ভ্রান্তি, দোষ ও গুণ বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা যোগায়; এটা মানুষকে তার উপর, প্রকৃতির উপর স্বৈরাচারী করে তোলে। রুসো মানব প্রগতিকে মানুষের বিচারশক্তির উন্নতির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে দুটি কৌশল — ধাতু-প্রসেসিং ও জমিচাষ — উদ্ভাবনের ফলে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে।

‘মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রগতির একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা’ গ্রন্থের লেখক হিসাবে স্বনামখ্যাত ফরাসী তাত্ত্বিক কন্দ্যুরসেত প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ অনুসারে প্রগতি হল বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করার, প্রত্যক্ষীকৃত যাবতীয় থেকে অপরিহার্য ও উল্লেখ্যগুলি সনাক্তির, সেগুলিকে রাখা,

চিহ্নিত ও যুক্ত করার মানুষী ক্ষমতা। রুসোর মতো কন্দুরসেতও সামাজিক প্রগতিকে মানুষের চেতনা, বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞানশক্তির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তিনি মনুষ্যজাতির উন্নতিকে জাতিসমূহের মধ্যেকার বৈষম্য দূরীকরণ, একটি জাতির বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে সমতাবিধানের অগ্রগতি ও মানুষের সত্যিকার উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাবতেন।

জার্মান দার্শনিক হেগেল প্রগতির সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে পূর্বসূরীদের তুলনায় বহুদূর অগ্রগামী ছিলেন। তিনি মানব প্রগতির বিষয়গত চারিত্র্য ও আধেয় সত্যাপনের প্রয়াস পান। তিনি এই দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন যে সামাজিক প্রগতি জটিল ও পরস্পরবিরোধী এবং বিশ্ব-ইতিহাস কোন সুখভূবন নয়। তাঁর মতে সুখযুগগুলি বিশ্ব-ইতিহাসের শূন্যপৃষ্ঠা, কেননা ওগুলি সমন্বয়ের যুগ, বিরোধের দ্বন্দ্বহীনতার যুগ।*

ভাববাদী দার্শনিক বিধায় হেগেল প্রগতিকে চেতনার পরিমণ্ডলে বিদ্যমান বিপরীতের দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং প্রগতিকে বিশ্বশক্তির আত্মবিকাশ হিসাবে (চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দৈব) সংজ্ঞায়িত করেন। প্রগতির বার্তাবহ হেগেল তথাপি এটাকে একটা ঐতিহাসিক সীমানায় আবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁর কাছে ঐতিহাসিক প্রগতির শিখর ছিল জার্মান খিস্টজগৎ, প্রাশীয় রাজতন্ত্র।

---

* Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte,* Stuttgart, Fr. Frommanne Verlag, 1928, p. 56.

উদীয়মান পুঁজিতন্ত্রের ভাবাদর্শীরা প্রগতিতে আস্থাশীল ছিলেন ও তা চেয়েছিলেন এবং যুক্তি-বিচার, বিজ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে প্রগতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনের প্রয়াস পান। অথচ, উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে পুঁজিতন্ত্রের পূর্ণবিকাশের যুগটি মোটামুটি শেষ হয়ে যায় এবং সে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগে পেঁাছায়। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার জন্য তা সত্যিকার বিপদ সৃষ্টি করে। এবং (ইতিহাসে যেমন বহুবার ঘটেছে) শোষক শ্রেণীর জেরগুলির অস্তিত্বের আশঙ্কাকে তার ভাবাদর্শীরা মানবসভ্যতার সংকট হিসাবে সনাক্ত করেন। সামাজিক নৈরাশ্য অতঃপর প্রগতির ধারণার স্থলবর্তী হয়। সমাজিক প্রগতির পূর্বাভাসের ধরনগুলির বদলি হয়ে ওঠে কল্পিত আসন্ন সংকটের বিলাপ।

প্রলেতারিয়েত তখন ইতিহাসের ভুবনে প্রবিষ্ট এবং মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রগতির জন্য সংগ্রামের ঐতিহাসিক কর্মভার গ্রহণ করেছিল। প্রলেতারীয় সংগ্রামের তাত্ত্বিকরা প্রগতি সম্পর্কে পূর্বসূরী চিন্তকদের মতামতের বিশ্লেষণমূলক পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াস পান এবং সেগুলিকে নতুন ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে একটি যুক্তিসঙ্গত দার্শনিক তত্ত্বে বিকশিত করেন।

লেনিনের মতে মার্কসের পূর্ববর্তী সামাজিক প্রগতির সকল তত্ত্বের মূলধারাই বিমূর্ত ভাববাদী চারিত্রচিহ্নিত

ছিল। বৈশ্বিকতার অভিলাষী এই তত্ত্বাবলী কিন্তু সমাজবিকাশের যথার্থ ব্যাখ্যায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। লেনিনের ভাষায়: 'এক্ষেত্রে মার্কসের গৃহীত বিরাট পদক্ষেপ স্পষ্টতই এই যে তিনি... সাধারণভাবে সমাজ ও প্রগতি সম্পর্কে সকল যুক্তি নাকচ করেছিলেন এবং **একটি** সমাজের ও **একটি** প্রগতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছিলেন — যা পুঁজিতান্ত্রিক।'*

প্রগতি সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী উপলব্ধি ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক-বস্তুবাদী প্রত্যয়ে নিহিত। **সামাজিক প্রগতি হল নিম্নতর ধরন থেকে উচ্চতর রূপে মানবসমাজের একটি নিয়মিত, উদীয়মান, অগ্রমুখী অভিযাত্রা।** সামাজিক প্রগতির ধারণা কোন সমাজব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা নীতিগতভাবে প্রত্যাখান করে। এই ধারণানুসারে মানবসমাজের পরিবর্তনশীলতা ও বিকাশ স্বীকৃত এবং ইতিহাস সামাজিক বিকাশের একটি মূলগত শর্তাধীন প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে উচ্চতর সমাজ-জীবনের রূপগুলিতে মানুষের উত্তরণ সর্বাগ্রে বিচারশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচ্য নয়। প্রগতি হল ব্যাপক জনসাধারণের — মূলত বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে (অর্থনীতিতে) ও তার ভিত্তিতে — মননমূলক সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের বিষয়গত

---

* V. I. Lenin, 'What the 'Friends of the People' Are and How They Fight the Social-Democrats', *Collected Works*, Vol. 1, p. 145.

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি। বস্তুবাদে মানুষের মননশীলতার শক্তি অবশ্যই স্বীকৃত, কেননা তা ব্যতিরেকে কোন ক্ষেত্রেই সৃজনশীল উদ্যোগ সম্ভবপর নয়। বস্তুবাদী বিজ্ঞানের দৃঢ় প্রত্যয়: মন হল ঐতিহাসিক বিকাশের একটি ফল এবং মনের আধেয়ের মধ্যে বহিস্থ, বিষয়গত জগৎ প্রতিফলিত।

সামাজিক প্রগতির বিষয়বস্তুতে থাকে একটি উৎপাদনের ধরন দ্বারা, একটি সমাজব্যবস্থা দ্বারা অন্যগুলি প্রতিস্থাপন।

আপন উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাকে সর্বক্ষণ ও বর্ধমান মাত্রায় বদলায়। তারা আপন স্বার্থপূরণের লক্ষ্যে প্রতিবেশকে বদলায়, প্রকৃতিভোগের প্রণালী উন্নত করে, নিজের বৈষয়িক সংস্কৃতির উন্নতি ঘটায়।

প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার এবং শ্রমের হাতিয়ার ও উৎপাদনের উপায়গুলির উৎকর্ষসাধনের সময় মানুষ নিজেকে বদলায় ও আপন শক্তিবৃদ্ধি ঘটায়। নিজ সংস্কৃতির উন্নতি ও নিজেদের অনেকগুলি চাহিদাপূরণের মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য চাহিদার উদ্ভবের জন্য, এবং ফলত নতুন সাংস্কৃতিক মূল্য আত্তীকরণের জন্য, বৈষয়িক ও মননমূলক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। ফল দাঁড়ায় মানুষের চাহিদার একটি অভঙ্গ শৃংখলের বিকাশসাধন, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক প্রগতি হল প্রকৃতিকে পোষ-মানানোর একটি পদ্ধতি।

স্বভাবতই সামাজিক প্রগতি বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক

পরিমণ্ডলেই সীমিত নয়। প্রগতির অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ হল জটিলতর, দ্রুততর বিকাশমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয়, উচ্চতর ও অধিকতর সারগর্ভ ঐতিহাসিক ধরনের সামাজিক চেতনায়, ও একটি গোটা মননমূলক সংস্কৃতিতে, মানুষের আরোহণ। 'সভ্যতা' নামের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করে বলা যায় যে সামাজিক প্রগতি হল সভ্যতার উচ্চতর একটি রূপে মানবজাতির আরোহণ। আর এতে সে যত উপরে ওঠে ততই বৈষয়িক ও মননশীল কার্যকলাপের বিষয় হিসাবে মানুষের সৃজনশীল মর্মবস্তু ও সর্বজনীন প্রকৃতির পূর্ণতর প্রকাশ ঘটে।

আদিম পাথুরে হাতিয়ার থেকে কম্পিউটার ও নভযান, পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কিত উপকথা থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার তুঙ্গ, জীবিকার জন্য সংগ্রামে রক্তসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ভিত্তিক প্রাচীন সংসর্গের ধরন থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, অন্তঃসমবায়িক ও আন্তঃসমবায়িক, শ্রেণীগত, জাতিগত ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আদিম মানব — মানবজীবনের নিয়ন্তা বস্তুসমুদ্রের একটি ধূলিকণা থেকে সর্বশক্তিমান বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা মানুষ আজ মনুষ্যপ্রগতিতে বহু যোজন দূরে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সামাজিক প্রগতিকে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ হিসাবে সনাক্ত করে। বিজ্ঞান বিকাশের স্তরগুলিকে পর্যায়িক গঠনরূপ দ্বারা বিচার করে থাকে। বিশ্ব-ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করার এগুলিই একমাত্র মান।

প্রগতি ইতিহাসের একটা বেগবতী নদী, তার উদ্ভব বিভিন্ন যুগের বাসিন্দা কোটি কোটি মানুষ ও বহু প্রজন্মের যাবতীয় উদ্যোগের মূর্তরূপ, অসংখ্য স্রোতস্বিনীর মিলনে। প্রগতির সাধারণ নিয়ম — ত্বরণ।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে কোন কোন সময়, এমনকি একটি গোটা যুগে সামাজিক প্রগতি খুবই মন্থর ছিল, কিংবা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই সাময়িক বিপ্রগতি মানবজাতির সাধারণ ঐতিহাসিক গতি, তার সঙ্গতিপূর্ণ প্রগতিকে উলটাতে পারে না। আদিম কৌম সমাজে, দাসপ্রথাধীন সমাজে ও কিছু পরিমাণে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রগতির গতিবেগ মন্থর ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ শক্তির অভিন্ন ধরনের উৎস (পশুশক্তি, বাত্যাশক্তি) নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে। একটিমাত্র উল্লেখ্য উদ্ভাবন বা উন্নয়ন ছাড়াই শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। পুঁজিতন্ত্র উন্নয়নের হারে, সর্বাগ্রে শিল্পোন্নয়নে বিপুল গতিবেগ সঞ্চার করেছিল এবং অন্যান্যের সঙ্গে শহুরে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির মধ্যে তা সবিশেষ প্রকটিত হয়েছিল।

বর্তমানে প্রগতি খুবই বেগবান। অল্পকালের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তিবিপ্লব উল্লেখ্য সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মাত্র এক প্রজন্মের জীবৎকালে বিশ্ব যথার্থই বদলে গেছে: বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন ঘটেছে, বহু দেশ ও জাতি স্বাধীন উন্নয়নের পথ বেছে নিয়েছে।

## প্রগতির বিষয়গত নির্ণায়ক

সামাজিক প্রগতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য: মননশীলতার বিকাশ, উন্নততর নৈতিকতা, প্রযুক্তিগত প্রগতি, বর্ধিত জনকল্যাণ, শিল্পকলার উচ্ছ্রয়, সাংস্কৃতিক চেতনাবৃদ্ধি, ইত্যাদি। নিশ্চয়ই এইসব উপাদানের প্রত্যেকটি সমাজ-জীবনের নির্দিষ্ট একেকটি পরিমণ্ডলের অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে। কিন্তু এগুলির কোনটি সমাজবিকাশের বিষয়গত, চূড়ান্ত সূচক (নির্ণায়ক)?

বৈষয়িক উৎপাদন সমাজ-জীবনের মূল ও চূড়ান্ত ক্ষেত্র বিধায় অর্থনৈতিক উন্নয়নই সামাজিক প্রগতির সূচক। তাই মার্কস ঘোষণা করেছিলেন — তৈরী সামগ্রী নয়, কীভাবে ওই সামগ্রী তৈরি হয় সেটাই বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগনির্ণয়ে আমাদের সহায়।* লেনিন উৎপাদনী শক্তির বিকাশকে সামাজিক বিকাশের পরশপাথর হিসাবে চিহ্নিত করেন।** যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্ন হয়েছে সেখানকার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কর্মসূচিগুলি উৎপাদনী শক্তির বিকাশের মৌলিক ভূমিকার এই তত্ত্বীয় সিদ্ধান্তটিকে হিসাবে রাখে।

---

* Karl Marx, *Capital,* Vol. I, p. 175.

** দ্রষ্টব্য: V. I. Lenin, 'Eighteenth Congress of the R.C.P.(B), March 8-16, 1921. Summing-up Speech on the Tax in Kind, March 15', *Collected Works, Vol. 32, 1973, p. 235.*

সামাজিক প্রগতির সাধারণ নির্ণায়ক নিরূপণের সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে উৎপাদনী শক্তি সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে বিকশিত হয়, যেসব সম্পর্ক হল মানুষের বৈষয়িক কার্যকলাপের প্রয়োজনীয় রূপ ও যাবতীয় অন্যান্য সম্পর্কের ভিত্তি। এটাও লক্ষণীয় যে, উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলি একটি যুগের প্রধান উৎপাদনী শক্তি — মানুষ সহ উৎপাদনী শক্তিগুলির অবস্থা ও লক্ষ্যকে প্রকটিত করে। আমরা জানি যে উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তি ব্যবহারের ধরনের, অর্থাৎ শ্রমবিনিয়োগে কে লাভবান হয় ও এই বিনিয়োগের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক কী, তা নির্ধারণ করে। সেজন্যই উৎপাদন সম্পর্কের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপগুলিও একটি বিষয়গত নির্ণায়ক, যার সাহায্যে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের উন্নতির মান নির্ধারণ করা যায়।* তাই কোন সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কের চারিত্র্য ও অবস্থা হল ঐতিহাসিক প্রগতির পূর্ণাঙ্গ বিষয়গত নির্ণায়কের একটি মুখ্য উপাদান।

উৎপাদনী শক্তির অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের চারিত্র্য (ধরন) মানুষের স্বাধীনতার অগ্রগতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এর দিকগুলি: অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সৃষ্টির স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, ইত্যাদি।

---

* দ্রষ্টব্য: V. I. Lenin, 'What the 'Friends of the People' Are and How They Fight the Social-Democrats', *Collected Works,* Vol. I, p. 140.

প্রসারিত সামাজিক স্বাধীনতা সামাজিক প্রগতির একটি উল্লেখ্য সূচক। এতে প্রকটিত হয় প্রকৃতি ও সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিগুলির আধিপত্য থেকে, যাবতীয় সামাজিক নির্যাতন থেকে মানবমুক্তির দিকে সমাজের বিকাশ।

সামাজিক প্রগতির নির্ণায়ক যে জটিল বৈশিষ্ট্যধর অতঃপর তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর নির্ধারক উপাদান হল উৎপাদনী শক্তিগুলির অবস্থা ও সেগুলি বিকাশের সামাজিক অভিমুখিনতা। এই নির্ধারকের অন্যান্য উপাদান: মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির আদিম শক্তিগুলিকে বশীভূত করার ও নিজের সৃজনশীল সামর্থ্য বিকাশের মাত্রা, যেগুলি প্রতিফলিত হয় শ্রমের বর্ধমান উৎপাদনশীলতায় ও শ্রমের বিষয়ী হিসাবে মানুষের আত্মবিকাশে, স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক শক্তিগুলির আধিপত্য থেকে, সামাজিক-রাজনৈতিক অসাম্য ও মননমূলক অনগ্রসরতা থেকে তার মুক্তিলাভের মাত্রায়। উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ও উৎপাদনী দক্ষতা উন্নয়নের, যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের অগ্রগতির, ব্যষ্টির অবাধ বিকাশের, মেহনতিদের সৃজনশীল প্রচেষ্টার অবাধ বিকাশের এবং তাদের বৈষয়িক ও মননমূলক চাহিদা পূরণে আপন সামর্থ্য প্রয়োগের সম্ভাবনা যত বেশি থাকে সমাজকেও ততই বেশি প্রগতিশীল বলা যায়।

তাই কোন সমাজ কতটা প্রগতিশীল তা নির্ধারণের জন্য সেই সমাজের কেবল অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরই নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক তথা মননমূলক বিকাশের

সাফল্যগুলিও বিবেচ্য। আজ প্রগতির সামাজিক দিকগুলি ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এগুলি: শ্রমের সামাজিক অভিমুখিনতা, উৎপাদনের সম্ভাবনা ও গোটা সংস্কৃতির বিকাশের মাত্রা এবং ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থে সেগুলির সদ্ব্যবহারের পরিমাণ, ব্যাপক জনগণের জীবনযাত্রার মান ও সমাজে তাদের অবস্থান।

ঐতিহাসিক প্রগতির সাধারণ নির্ণায়ক সনাক্তকরণ বিবিধ সমাজব্যবস্থার বা সমাজ-জীবনের বিবিধ পরিমণ্ডলের অগ্রগতির নির্ণায়ক ব্যবহার বাতিল করে না। সমাজতন্ত্রের, তার ঐতিহাসিক পর্বগুলির নির্ণায়কের প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক বৈকি। মননমূলক সংস্কৃতির গোটা পরিমণ্ডল ও তার বিবিধ ক্ষেত্রের — নৈতিকতা, শিল্প ও বিজ্ঞানের — বিকাশের নির্ণায়কের শুদ্ধ উপলব্ধির তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক তাৎপর্য অপরিসীম।

## সামাজিক প্রগতির ঐতিহাসিক ধরনসমূহ

প্রগতিকে বিমূর্তভাবে দেখা উচিত নয়। এক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচ্য। তদনুযায়ী সামাজিক প্রগতির ধরন তিনটি: আদিম কৌম সমাজের সম্পর্কভিত্তিক বিকাশ, বৈরগর্ভ শ্রেণীসমূহ নিয়ে গঠিত সমাজের প্রগতি ও সমাজতান্ত্রিক (কমিউনিস্ট) প্রগতি।

বিভিন্ন সামাজিক গঠনরূপধর সমাজগুলিতে প্রগতি

তার শ্রেণীগত অভিমুখিনতা এবং গভীরতা, কাঠাম ও প্রবণতায় বিভিন্ন হয়ে থাকে। বৈরগর্ভ সমাজগুলিতে প্রগতি শোষিত মেহনতিদের মূল্যে শোষক শ্রেণীগুলির স্বার্থানুকূল্যে আপন পথে এগোয়। অসমতা এর একটি চারিত্র্য, কেননা কোন কোন দেশে অন্যান্য দেশের স্বার্থের বিনিময়ে প্রগতি অর্জিত হওয়াই নিয়ম আর সমাজের বিকাশ ঘটে শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে। এখানে বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত রূপই নমুনাসই।

এইসব স্বাতন্ত্র্য শোষণমূলক গঠনরূপে প্রগতির মূল বৈশিষ্ট্য — দ্বন্দ্বমূলক বৈরগর্ভ চরিত্র্যকে — প্রকটিত করে। এতে প্রতিফলিত হয় উত্থান ও পতনের কাল, কোন কোন সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের নাটকীয় প্রস্থান ও অন্যদের উত্থান, দ্রুত অগ্রগতি ও অটল বদ্ধাবস্থার কাল। একেবারে শুরু থেকেই সভ্যতার অগ্রগতি একটি বিরোধের প্রক্রিয়া — মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে, ও শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিরোধের প্রক্রিয়া — হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। আরেকটি অসঙ্গতিও ছিল — প্রগতির ফসল, জনগণের শ্রমফল আত্মসাৎ করছিল শোষকরা। এটা ছিল সমাজের ইতিহাসে, জাতিসমূহের বিকাশে প্রকট অসঙ্গতির মূলে। উৎপাদনী শক্তির বিকাশ খুবই অসম এবং তা বিশেষভাবে দেখা যায় বিভিন্ন সমাজে মেহনতির সঙ্গে কর্মক্ষমতার (শক্তি) অনুপাতে। আজ বিশ্বের জনসংখ্যার মোটামুটি ৭০ শতাংশ শত শত বছর, এমনকি হাজার হাজার বছর আগের পূর্বপুরুষদের

মতোই — শিকার, বুনো ফল সংগ্রহ বা প্রধানত কৃষির সাহায্যে — জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মানবজাতির মাত্র এক-চতুর্থাংশ শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশের বাসিন্দা।

সমাজবিকাশের অসমতা, একপার্শ্বিকতা ও অসঙ্গতি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলাফলে, বৈশ্বিক সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধিতে, বাস্তুসংস্থানিক সংকটের আশঙ্কায় ও পরিশেষে পৃথিবীতে খোদ প্রাণের অস্তিত্বের প্রতি সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট বিপদের মধ্যে সর্বাধিক প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

আজ মানবজাতি একটি মাত্র নির্বাচনের মুখোমুখি: হওয়া বা না-হওয়া, সংস্কৃতির একটি নতুন উচ্চতায় আরোহণ কিংবা পারমাণবিক অগ্নিদাহে নির্বিশেষ ধ্বংস। এতেই প্রগতির দ্বন্দ্বগর্ভ প্রকৃতি নির্ধারিত। এই দ্বন্দ্বগর্ভ প্রকৃতি রাজনীতিক বা বিজ্ঞানীদের বিদ্বেষপরায়ণতা থেকে উদ্ভূত নয়। সমাজতন্ত্র থেকেও এর উদ্ভব ঘটে নি, যার উপর যাবতীয় মারাত্মক পাপের বোঝা চাপাতে প্রতিক্রিয়াশীলরা সর্বদা তৎপর। মানবজাতির জন্য এই অশুভ বিপদ এসেছে শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে, ইতিহাসের গতিরোধে — এমন কি প্রয়োজনবোধে সমগ্র সভ্যতা ধ্বংসের বিনিময়েও — ইচ্ছুক সাম্রাজ্যবাদ থেকে। সারা দুনিয়ার প্রগতিশীলরা মানবজাতিকে বাঁচানোর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে দৃঢ় আস্থাশীল। ইতিহাস ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ অবক্ষয়, সীমিত প্রগতি বা

শূণ্যে-বিকাশ নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ নিহিত সমাজতন্ত্রে, তার সবগুলি দিকের অবিরাম ত্বরিত অগ্রগতিতে।

তত্ত্ব ও প্রয়োগ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে সমাজতন্ত্র ইতিহাসের প্রাগ্রসরতম ব্যবস্থা। সে মানবজাতির বৈষয়িক ও মননমূলক শক্তিগুলির অটল ও অবিরাম ত্বরিত বিকাশের শর্ত সৃষ্টি করে। আর কোন কোন সমাজ বা গঠনরূপ সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলির মতো বৈষয়িক ও মননমূলক সংস্কৃতির এতটা বৃদ্ধিহারের সংস্থানে বা অর্জনে সমর্থ হয় নি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কৃতি: সামাজিক নির্যাতন ও মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ বিলোপ, বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা প্রতিষ্ঠা, ব্যাপক জনসাধারণের অবাধ সৃজনশীল কার্যকলাপের ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সমন্বিত বিকাশের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ এমন একটি ব্যবস্থা যা সর্বকালের তুলনায় সর্বাধিক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিকশিত হচ্ছে, কার্যকলাপ পরিচালনা করছে। সমাজতন্ত্রের সামনে প্রগতির সম্ভাবনা অন্তহীন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উন্নয়নের বিদ্যমান অসুবিধাগুলি আসলে বিকাশের আনুষঙ্গিক অসুবিধা, পতনের লক্ষণ নয়। এগুলি মূলত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ভিত্তির প্রাথমিক দুর্বলতাজনিত, কেননা বহু দেশে বিপ্লবের জয় লাভের আগে উৎপাদনী শক্তি ও সংস্কৃতি ছিল খুবই নিম্নস্তরে। একেবারে গোড়া থেকে ওইসব দেশে বিপ্লবকে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক

আধিপত্যের কুফলস্বরূপ অনগ্রসরতার অনেকগুলি সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

এসব সত্ত্বেও আর কোন ঐতিহাসিক কালপর্ব সমাজ-জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বর্তমান এই সময়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ইতিহাসের ধারা দেখিয়েছে যে বিশ শতক সমাজতান্ত্রিক প্রগতির উচ্ছ্রয়ের যুগ। কেবল ইতিহাসের গতিবেগই নতুন সমাজের ত্বরক নয়। সমাজতান্ত্রিক প্রগতি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠছে। এই সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমন্বিত বিকাশ ক্রমেই অধিকতর সহজলক্ষ্য হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ কার্যত অসঙ্গতি বা অসমতার কোন কোন উপাদানের উদ্ভব নাকচ করে না। বিষয়গত অসঙ্গতি উত্তরণ, পুরনোর সঙ্গে নতুনের সংগ্রাম তো ইতিহাসেরই বিষয়গত নিয়ম। এটা নাকচ বা বাতিল করা চলে না। তা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক প্রগতির অসঙ্গতি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে দৃষ্ট অসঙ্গতি থেকে গুণগতভাবে পৃথক। সমাজতন্ত্রে সামাজিক বৈরিতার বা সামাজিক সংঘাতের শ্রেণীগত ভিত্তি বিলুপ্ত হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর উন্নতি এবং সমাজের বৈষয়িক ও মননমূলক সম্ভাবনার আরও বিকাশ ঘটিয়ে এখানে জায়মান অবৈরগর্ভ অসঙ্গতিগুলির মীমাংসা করা হয়।

## একালের সামাজিক প্রগতি: বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের অভিমত

সাম্প্রতিক কালের প্রগতি সংক্রান্ত মার্কসবাদী বীক্ষণ স্পষ্টতই বুর্জোয়া ভবিষ্যৎবিদদের মতামতের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত মতামতের রকমারি সম্ভারে প্রগতি সম্পর্কে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সনাক্ত করা যায়। কিছু সংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ শর্ত-সাপেক্ষে তা স্বীকার করেন, কিন্তু প্রগতির মূল নির্ণায়কের বিকৃতি ঘটান। তাঁদের মতে সামাজিক বিকাশের মূল সূচক হল প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, যা তাঁদের ধারণায় যাবতীয় সামাজিক সমস্যা ও শ্রেণীগত অসঙ্গতি সামাধানে সমর্থ। মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ ব্রজেজিনস্কি মনে করেন যে একালের প্রযুক্তি, বিশেষত ইলেকট্রনিকস অনেক কিছু সহ 'সামাজিক কাঠাম, মূল্যবোধ, সমাজের বিশ্ববীক্ষা বদলে দিয়ে ক্রমেই সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান নির্ধারক হয়ে উঠছে।'* তাঁর মতে মানুষের উপর, সমাজের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবই সামাজিক পরিবর্তনের মূল উৎস। ভাবীকালের প্রাচুর্যের সমাজের মডেল বর্ণনায় এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা একে 'উত্তর-শিল্পোন্নত', 'টেকনিট্রনিক', 'পরাশিল্পোন্নত', সভ্যতা ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ আলভিন টফলার মনে করেন যে সমাজকে বাঁচানোর

* Z. Brzezinski, *Between Two Ages,* The Viking Press, New York, 1970, p. XIV.

জন্য প্রয়োজন রুগণ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ থেকে একটি পরাশিল্পোন্নত সভ্যতায় উত্তরণ।

ভাবী 'প্রাচুর্যের' সমাজ সম্পর্কে সকল মতের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য: বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে আধুনিকীকরণের নিশ্চিত সম্ভাবনা তত্ত্বীয়ভাবে প্রমাণের ইচ্ছা। বিশেষভাবে জোর দেয়া হয় শ্রম ও পুঁজির অসঙ্গতি উত্তরণ বা অন্তত পরিমিতকরণের নিশ্চিত সম্ভাবনার উপর। ব্রজেজিনস্কি বলেন যে আজ শিল্পোদ্যোগী ও মেহনতিদের মধ্যেকার সম্পর্কের মুখ্য বিষয় হল সেকেলে পেশা, নিয়োগের নিশ্চয়তা, ছুটিব্যবস্থা, অবসর সংগঠন, পারস্পরিক মুনাফা বাটোয়ারা, মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ, ইত্যাদি। টফলারের দৃষ্টিতে আজকের পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণের যাবতীয় দুঃখদুর্দশা শিল্পপ্রধান সমাজের সংকট থেকে উদ্ভূত। তাই তাঁর মতে তথাকথিত উত্তর-শিল্পোন্নত সভ্যতা দ্বারা পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপন অত্যাবশ্যক।

এই মতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য — প্রযুক্তিগত প্রগতিকে পুঁজিতন্ত্রের ত্রাতা-শক্তি হিসাবে দেখা* — হল সমাজতন্ত্রকে পুঁজিতান্ত্রিক পথ অনুসরণে সৃষ্ট একটি শিল্পোন্নত সমাজ হিসাবে বর্ণনার প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আধুনিক প্রগতির অগ্রদূত হিসাবে চিত্রিত হচ্ছে।

---

* মার্কসবাদী সাহিত্যে এই মতগুলিকে প্রযুক্তিবিদ্যার রম্যরচনা বলা হয়।

এই মতগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা যাক। প্রথমত এগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের তাৎপর্য অস্বীকারক্রমে প্রযুক্তির ভূমিকাকে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিতে দেখে। দ্বিতীয়ত, এগুলি হল পুঁজিতন্ত্রের ডাহা সমর্থন এবং তাতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে পুঁজিতন্ত্রের মূলগত প্রতিপ্রমাণ অনুচ্চারিত।

আমরা দেখেছি যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের উপর অপরিসীম গুরুত্ব দেয়। এটা এও প্রমাণ করে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কারণ এককভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। এজন্যই সমাজগুলির পার্থক্য রয়েছে। এককভাবে প্রযুক্তিগত স্তর থেকে একে বিচার করলে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চারিত্র্যের পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করার সম্ভাবনা লোপ পায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে কঙ্গো ও জাইরে — এই দেশদুটিকে উৎপাদনের বিশুদ্ধ প্রযুক্তিগত স্তর থেকে বিচার করলে তাদের পৃথক করা অসম্ভব হবে। তাদের প্রযুক্তিগত বিকাশের স্তর অভিন্নপ্রায়। এই দুই সমাজের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য নিহিত ওই দুই দেশে বিদ্যমান সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কে: কঙ্গো সমাজতন্ত্রের অভিমুখী আর জাইরে পুঁজিতন্ত্রের পথযাত্রী।

'প্রযুক্তিবিদ্যার রম্যরচনার' প্রবক্তারা আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে সামাজিক-শ্রেণীগত ও অন্যান্য বৈরিতা উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে, সর্বাগ্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, লোপ পেয়েছে কিংবা লুপ্ত হতে

চলেছে। তা মোটেই সত্য নয়। সে দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে, বর্ণগত সমস্যা ক্রমাগত বাড়ছে, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সার্বিক সমস্যা গভীরতর হচ্ছে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের চারিত্র্যের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের চারিত্র্যের তুলনার কোন সঙ্গত কারণ নেই। দুটি বিশ্বব্যবস্থা আধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী। কিন্তু তা আত্মীয়তার কোন লক্ষণ নয়। এককভাবে প্রযুক্তিগত ভিত্তি শ্রেণীগত বা জাতীয় সম্পর্ক, কর্মনীতি ও ভাবাদর্শ, নৈতিক মূল্যবোধ ও শিল্পকলার কোনটাই নির্ধারণ করে না। **অর্থনৈতিক ভিত্তি,** অর্থাৎ উল্লেখ্য সমাজে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্ক প্রণালী হল সামাজিক সম্পর্ক, কর্মনীতি ও মননমূলক মূল্যবোধের বিষয়গত বুনিয়াদ। এটা প্রযুক্তির সামাজিক কার্যকলাপের নির্ধারক: কার স্বার্থে বিদ্যমান প্রযুক্তিগত ভিত্তি ব্যবহৃত, কীভাবে তা মেহনতিদের শ্রম ও জীবনযাত্রার পরিস্থিতি প্রভাবিত করে। বেতার ও টিভি সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় এগুলির প্রযুক্তিগত মানের জন্য নয়, ওগুলি একচেটিয়াদের মালিকানাধীন বলেই।

সামাজিক প্রগতির প্রযুক্তিগত ধারণার যারা প্রচারক তাদের সংখ্যা এখন নিম্নমুখী। মিথ্যা আশাবাদ ততটা হৃদয়গ্রাহী নয়, পুঁজিতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের গভীর নেতিবাচক ফলাফল ততোধিক সহজলক্ষ্য।

বিশ্বে পরিলক্ষিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে নৈরাশ্য, প্রাচুর্যের সমাজ (উত্তর-

শিল্পোন্নত টেকনিট্রনিক, পরাশিল্পোন্নত, ইত্যাদি) সম্পর্কে আশাভঙ্গের ফলেই সামাজিক-ঐতিহাসিক নৈরাশ্যবাদের পুনরুত্থান এবং তা নব্য-সংরক্ষণশীলতায় মূর্ত। এটা হল সংরক্ষণশীলতার নতুন ভাষ্য, সামাজিক প্রগতি প্রত্যাখ্যান এবং সাবেকী ও অপ্রচলিতকে সংরক্ষণের পক্ষে ওকালতি। সত্তরের দশকে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রযুক্তিগত আশাবাদ থেকে নব্য-সংরক্ষণশীলতায় ব্যাপক মোড়বদল দেখা দিয়েছিল। এই ভাবাদর্শগত প্রবণতার প্রতিক্রিয়াশীল মর্মবস্তু আজকের সমাজে সমাজবিদ্যা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির ইতিবাচক ভূমিকার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতির মধ্যেই প্রকটিত রয়েছে। নব্য-সংরক্ষণশীলদের কাছে সামাজিক বিজ্ঞান ইউটোপিয়ারই একটি রকমফের, বা সমাজবিকাশের অকার্যকর ঘটনা ও পথের এক উদ্ভট কল্পনাবিশেষ। নব্য-সংরক্ষণশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি হল খেয়ালিপনার (জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এক অর্থহীন প্রক্রিয়া) অভিব্যক্তি। সামাজিক বিজ্ঞান নাকি সমাজের পক্ষে গভীর ও অপূরণীয় ধ্বংসাত্মক ফলাফলের মূল্যে উন্নতির আদলটিই কেবল দেখায়, আর সভ্যতা নাকি বন্ধ্যা হয়ে পড়ছে। কীভাবে এগুলি এড়ান সম্ভব? নব্য-রক্ষণশীলদের জবাব: প্রগতির সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক ফল হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞান ও ইউটোপিয়ার বিলোপ ঘটিয়ে। তাঁদের মতে আমাদের কালের সত্যিকার প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যাস — প্রগতির প্রত্যয় — বর্জন

এবং যুক্তির কণ্ঠস্বর পরিত্যাগ প্রয়োজন। বুদ্ধিবাদ (যুক্তিপ্রণালী) ও যৌক্তিকতার (বিজ্ঞান-নির্ভরতা) ফলশ্রুতি — প্রকৃতির সর্বাত্মক লুণ্ঠন ও বাস্তুসংস্থানিক সংকট। অনুরূপভাবে এটাই হল দ্রুত পৌরীকরণ ও আনুষঙ্গিক নেতিবাচক ফলাফলের হেতু।

নব্য-রক্ষণশীল সহ সামাজিক-ঐতিহাসিক নৈরাশ্যবাদের প্রবক্তাদের একটি প্রিয় কৌশল — বাস্তুসংস্থানিক সংকটের বিপদ নিয়ে হট্টগোল। নব্য-রক্ষণশীলতার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: আধুনিক প্রগতি পাশ্চাত্য সভ্যতার, তথা গোটা সভ্যতার খোদ অস্তিত্বের পক্ষেই বিপজ্জনক।

বিজ্ঞান, বুদ্ধিবাদ ও প্রগতির বিরুদ্ধে নব্য-রক্ষণশীলদের উচ্চারিত সমালোচনার লক্ষ্য মার্কসবাদ ও কমিউনিজম — তাঁদের মতে যা প্রগতির প্রত্যয়ের সারসংক্ষেপ। তাই তাঁদের একমাত্র প্রয়োজনীয় কর্মনীতি — মার্কসবাদ-বিরোধিতা, কমিউনিজম-বিরোধিতা।

সামাজিক প্রগতির ত্রুটিসন্ধান ও তা অবরোধে প্রগতিবিরোধীরা যত প্রণান্ত চেষ্টাই করুন, ইতিহাসের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। প্রতিক্রিয়াশীলরা মানবজাতিকে পারমাণবিক ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে। সারা দুনিয়ার সকল সৎ মানুষই উন্মাদদের হঠকারিতার উপর যুক্তির অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী। যুক্তির নীতি ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মাবলীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিশীল। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি এবং মুক্তি ও শান্তির জন্য জনগণের সংগ্রামের মধ্যে তা সহজলক্ষ্য।

## পরিভাষা

**অপ্রত্যাশিত ঘটনা, ঐতিহাসিক** — অস্থায়ী ঘটনার ফলে কোন সমাজে সংঘটিত প্রক্রিয়া বা ব্যাপার, যা উক্ত সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ বাহ্যিক কারণে যা ঘটে থাকে।

**আইন** — সকলের জন্য অবশ্যপালনীয় আচরণবিধির (মান) সমষ্টি, রাষ্ট্রের সরকার যেগুলি প্রতিষ্ঠা বা অনুমোদন করে।

**আইনগত চেতনা** — আইনী ও বেআইনী ব্যাপার সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি।

**আন্তর্জাতিকতাবাদ** — অভিন্ন লক্ষ্যে সংগ্রামরত সকল দেশের মেহনতি ও কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংহতি এবং প্রতিটি জাতির সমতা ও স্বাধীনতার নীতির কঠোর মান্যতাভিত্তিক, জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামরত জনগণের সঙ্গে তাদের সংহতি।

**ইতিহাসের বিকাশের চালিকা শক্তি** — ইতিহাস উপস্থাপিত কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ সামাজিক শক্তিসমূহ (ব্যাপক জনসাধারণ, শ্রেণীসমূহ, পার্টিগুলি), তাতে থাকে এইসব শক্তিকে সক্রিয় করার মতো উদ্দীপক হেতুগুলি, প্রথমত ও প্রধানত সামাজিক চাহিদা, স্বার্থ, লক্ষ্য ও ধ্যানধারণা।

**ইতিহাসের বিষয়ীগত হেতু (কারণ)** — পুরোপুরি মানুষের ইচ্ছা ও চেতনা থেকে উদ্ভূত সমগ্র মানুষী কর্মকাণ্ড ও ঘটনাবলী: বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলী এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার বিবিধ ধরনের সংজ্ঞান সংগঠন ও পরিচালনার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

**উৎপাদন-সম্পর্ক** — সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদকের কাছ থেকে খদ্দেরের কাছে সামাজিক উৎপাদ হস্তান্তরে মানুষের মধ্যে গড়ে-ওঠা গোটা বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

**উৎপাদনী শক্তি** — প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক প্রকাশক গোটা বিষয়ীগত (মানুষ) ও বস্তুগত (উৎপাদনের উপায়) উপাদান।

**উপরিকাঠাম** — ভাবাদর্শগত সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গির (রাজনৈতিক, আইনগত, ইত্যাদি) একটি প্রণালী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ (রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, ইত্যাদি)।

**কর্তব্য, ঐতিহাসিক** — সমাজ, শ্রেণী ও পার্টিসমূহের ভবিষ্যতে করণীয় সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড।

**কার্যকলাপ** (মানুষ, শ্রেণী বা সমাজের) — দুনিয়াকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বদলানো।

**কৌম, উপজাতি** — কৌম — একই পূর্বপুরুষ উদ্ভূত রক্তসম্পর্কে আত্মীয় মানুষের একটি গোষ্ঠী, অভিন্ন উপাধিধারী; উপজাতি — আত্মীয়সূত্রে সম্পর্কিত কৌমসমূহের একটি সমষ্টি।

**চাহিদা, সামাজিক** — সমাজের সদস্য হিসাবে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, যাতে ক্রিয়াকর্মের কোন পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন প্রতিফলিত।

**জনসংখ্যাতত্ত্ব** — জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিকভাবে শর্তাধীন নিয়মাবলী নিরীক্ষা।

**জাতি** — অভিন্ন এলাকা, অর্থনৈতিক জীবন, পুঁথিগত ভাষা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা সহ গড়ে ওঠা ও জাতীয় চারিত্র্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠী; পুঁজিতন্ত্রের যুগে স্থায়ী অর্থনৈতিক সংযোগ দৃঢ়মূল হওয়ার নিরিখে তা জাতিসত্তা থেকে পৃথকীকৃত।

**জাতিসত্তা** (অধিজাতি) — অভিন্ন ভাষা, এলাকা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ঐতিহাসিকভাবে গঠিত জনগোষ্ঠী; এটা কৌম থেকে উদ্ভূত ও জাতির পূর্বসূরী।

**তত্ত্ব** — কোন জ্ঞান-অনুষদের অন্তর্গত সাধারণীকৃত ধ্যানধারণার একটি প্রণালী।

**দর্শন** — এক ধরনের সামাজিক চেতনা, যার লক্ষ্য — ধ্যানধারণার একটি প্রণালী, একটি বিশ্ববীক্ষা ও জগতে মানুষের অবস্থান ব্যাখ্যা।

**দর্শনের মৌলিক প্রশ্ন** — সত্তার সঙ্গে চিন্তার, চেতনার সঙ্গে জড়ের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক।

**দায়িত্ব, ঐতিহাসিক** — ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয়গতভাবে শর্তাধীন সম্ভাবনা অব্যবহারে নিহিত, নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে ব্যক্তি, শ্রেণী ও পার্টিগুলির অবগতি।

**দ্বন্দ্ব** (বৈরিতা) — এক ধরনের অসঙ্গতি, যাতে থাকে বিরোধী শক্তি বা প্রবণতাসমূহের তীব্র ও আপসহীন সংঘাতের বৈশিষ্ট্য।

**দ্বান্দ্বিকতা** — বিকাশ ও স্ব-বিচলনের মধ্যে ঘটনাবলী নিরীক্ষার তত্ত্ব ও পদ্ধতি; প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনের বিকাশ নিয়ন্তা ব্যাপকতর সাধারণ নিয়মাবলীর বিজ্ঞান।

**ধর্ম** — একটি সুনির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক চেতনা, যাতে থাকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর অস্বাভাবিক, কল্পনাপ্রসূত প্রতিফলন, যথা এমন বিশ্বাস যে উক্ত ঘটনাগুলি অতিপ্রাকৃত শক্তির সৃষ্টি।

**নন্দনতত্ত্ব** — শিল্পকলা বিশ্লেষণ ও সৃষ্টির পদ্ধতি, শিল্পকলার বর্গ ও রূপসমূহ।

**নান্দনিক চেতনা** — একটি সমাজে প্রচলিত শিল্প-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি।

**নীতিশাস্ত্র** — নৈতিকতা বিষয়ক দর্শনশাস্ত্রীয় তত্ত্ব।

**নৈতিক চেতনা** — আচরণের মান, নীতি ও নিয়ম, যা পরস্পরের সঙ্গে ও সমাজের সঙ্গে মানুষের দায়িত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে।

**নৈতিকতা** — একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক চেতনা, সমাজে মানুষের আচরণ নিয়ন্তা সামাজিক সম্পর্কের ধরন।

**পুঁজিবাদী একচেটিয়া** — একচেটিয়া মুনাফা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদ কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষাকারী ধনিকগোষ্ঠী।

**প্রকৃতি** — ব্যাপকতর অর্থে, বিবিধভাবে অভিব্যক্ত জগৎ, যাবতীয় বস্তুর সমষ্টি; সংকীর্ণতর অর্থে, মানবসমাজের অস্তিত্বের গোটা জৈবপরিস্থিতি।

**প্রগতি, সামাজিক** — নিম্নতর অবস্থা থেকে সমাজ-জীবনের উচ্চতর পর্যায় ও ধরনে, সেকেলে থেকে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের নিয়মশাসিত অগ্রগামী অভিযাত্রা।

**প্রয়োজনীয়তা, ঐতিহাসিক** — সমাজের মৌল বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম দ্বারা, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ কারণ দ্বারা শর্তাবদ্ধ প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলী।

**প্রলেতারিয়েত** — পুঁজিতন্ত্রের অধীনে উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণী।

**প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ** — প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির সর্বাধিক অভিজ্ঞ ও সমর্থ সদস্যরা; তাঁরা ওইসব শ্রেণীর স্বার্থে শুরু হওয়া আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং ওই শ্রেণীগুলির ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনে পর্যাপ্ত অবদান রাখেন।

**বস্তুবাদ** — একটি দার্শনিক চিন্তাধারা, যাতে বলা হয় যে জগৎ বস্তুগত ও বিষয়গত এবং মানুষের চেতনার বাইরে ও নিরপেক্ষভাবে অবস্থিত; বস্তু হল মৌলিক, অসৃষ্ট ও চিরন্তন এবং চেতনা ও চিন্তা হল বস্তুর ধর্ম, এবং জগৎ ও তার নিয়মগুলি বোধগম্য।

**বস্তুবাদ (অর্থনৈতিক)** — ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার একপেশে, আদিম উপলব্ধি; এই মতবাদ অনুসারে অর্থনীতিই একমাত্র গতিশীল হেতু এবং সমাজে বিদ্যমান অন্যান্য সকল ঘটনা ও প্রক্রিয়া উৎপাদনী শক্তি ও আনুষঙ্গিক উৎপাদন-সম্পর্কের কার্যকলাপের ফলশ্রুতি; এতে বিষয়ীগত হেতুর সক্রিয় ভূমিকা ও সামাজিক সত্তার উপর প্রযুক্ত মননমূলক ব্যাপারগুলির বিপরীত প্রভাব অস্বীকৃত।

**বাস্তব্যবিদ্যা** (বাস্তুসংস্থানবিদ্যা)—যে-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় একদিকে উদ্ভিদ ও প্রাণী সহ সকল জীবিতের মধ্যেকার, তাদের বিভিন্ন বর্গের মধ্যেকার এবং অন্যদিকে তাদের ও পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্ক।

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব** — বিজ্ঞান সরাসর উৎপাদনী

শক্তি হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে উৎপাদনী শক্তির মৌলিক, গুণগত পরিবর্তন।

**বিষয়গত ঐতিহাসিক শর্তাবলী** — সমাজ-জীবন ও ঐতিহাসিক বিকাশের সেইসব শর্ত যা ব্যক্তি, শ্রেণী বা পার্টির ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। বৈষয়িক অর্থনৈতিক সম্পর্ক — উৎপাদনী শক্তির স্তর ও চারিত্র্য এবং আনুষঙ্গিক উৎপাদন সম্পর্ক — হল প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়গত ঐতিহাসিক শর্ত।

**বিষয়ীবাদিতা** — পারিপার্শ্বিক জগতের বিষয়গত নিয়মাবলী অস্বীকার করে জ্ঞান ও প্রয়োগের দিকে দৃষ্টিপাত; সমাজ-জীবনে বিষয়ী ও বিষয়ীগত ক্রিয়াকলাপের ভূমিকার চরম স্বীকৃতিই এর মর্মবস্তু; রাজনীতিতে বিষয়ীবাদিতা ইচ্ছাসর্বস্বতায় প্রকটিত (বিষয়গত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত বিষয়ীর ইচ্ছা)।

**বুর্জোয়া** — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শাসকশ্রেণী, উৎপাদন-উপায়ের মালিক, ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষক।

**বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া, বিশ্ব** — সারা দুনিয়ায় পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জায়মান প্রক্রিয়া; অসংখ্য বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত; প্রথমত ও প্রধানত তা হল যেসব দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে সেখানে সমাজতন্ত্র নির্মাণ, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট ও মেহনতিদের আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লব।

**ব্যক্তিচেতনা** — ব্যক্তিবিশেষের মননশীল বৈশিষ্ট্য।

**ব্যক্তিত্ব** — একটি সামাজিক সত্তা, জ্ঞান ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুনিয়া বদলানোর কর্তা।

**ব্যাপক জনসাধারণ** — সমাজে তাদের বিষয়গত অবস্থানের কল্যাণে সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রগতিশীল পরিবর্তন সংঘটনে সমর্থ মেহনতি ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী।

**ভবিষ্যতত্ত্ব** — ভবিষ্যতে মানবজাতির উন্নতি সম্পর্কিত গোটা ধ্যানধারণা; মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদে ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ধারণা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম তত্ত্বের একটি অংশ; বুর্জোয়া সমাজবিদ্যায় একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান — 'ভবিষ্যতের দর্শন' বা 'ভবিষ্যৎ নিরীক্ষা' — ভাববাদী বিশ্ববীক্ষা ও ইউটোপীয় ধারণা থেকে উদ্ভূত।

**ভাববাদ** — আত্মা, চেতনা, মানসিক কার্যকলাপ হল মৌলিক এবং বস্তু, প্রকৃতি, ভৌত কর্মকান্ড হল গৌণ ও উৎপন্ন — এই ধারণার অনুসারী দার্শনিক মতবাদের সাধারণ আখ্যা।

**ভাবাদর্শ** — কোন শ্রেণী বা সামাজিক গোষ্ঠীর ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রণালী।

**ভিত্তি** (বনিয়াদ) — ঐতিহাসিক উৎপাদনী সম্পর্ক, একটি সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমষ্টি।

**মানুষ** — প্রানিবিবর্তনের উচ্চতর পর্যায়ে উদ্ভূত জীব; সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতির কর্তা।

**যুগ** (কালপর্ব) — প্রকৃতি, সমাজ, বিজ্ঞান, ইত্যাদির বিকাশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুচিহ্নিত একটি কালপর্ব।

**যুদ্ধ** — রাষ্ট্রসমূহের (রাষ্ট্রপুঞ্জের), শ্রেণীসমূহের, জাতিসমূহের (জনসত্তা) মধ্যে সংগঠিত সশস্ত্র লড়াই, সহিংস উপায়ে পরিচালিত শ্রেণী-নীতি।

**রাজনীতি** — শ্রেণী, জাতি ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকারর সম্পর্কের ক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ, যা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, ধরে রাখা বা ব্যবহার, রাষ্ট্রের সরকারে শরিকানা এবং সরকারের ধরন, কর্তব্য ও আধেয়ের নির্ধারক।

**রাজনৈতিক চেতনা** — শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের কার্যকলাপে প্রকটিত ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ, লক্ষ্য ও কর্তব্যের একটি প্রণালী।

**রাজনৈতিক ব্যবস্থা** — নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কার্যকলাপের শরিক সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি প্রণালী। এতে রয়েছে রাষ্ট্র, পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যানুসারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

**রাষ্ট্র** — শ্রেণী-সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মুখ্য সংস্থা, সমাজের প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত; বৈরগর্ভ শ্রেণী-সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণীই রাষ্ট্র চালায়

এবং তার সামাজিক বিরোধীদের অবদমনে তা ব্যবহার করে।

**শিল্পকলা** — বাস্তবতার শিল্পিত অভিব্যক্তি।

**শোষণ** — একজনের, ঘনিষ্ঠতম উৎপাদকদের উৎপন্ন সামগ্রী অন্যদের দ্বারা আত্মসাৎ, সকল বৈরগর্ভ শ্রেণী-সমাজের মজ্জাগত চারিত্র্য।

**শ্রম** — আপন চাহিদা পূরণের সামগ্রী সৃষ্টির জন্য শ্রমের হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়া।

**শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ** — বুর্জোয়ার সঙ্গে আপস, শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়ার স্বার্থপূরণের অনুবর্তী করার তত্ত্ব ও প্রয়োগ।

**শ্রেণী** — 'ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক উৎপাদন প্রণালীতে তাদের অবস্থান দ্বারা, উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে নির্ধারিত) দ্বারা, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা দ্বারা এবং ফলত সামাজিক সম্পদে তাদের যে পরিমাণ অংশভাগ আছে তার বিলিবন্দেজ ও অর্জনের ধরন দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক বৃহৎ জনবর্গ।' (ভ. ই. লেনিন)।

**শ্রেণী-সংগ্রাম** — বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম, যাদের স্বার্থ পরস্পরের পরিপন্থী বা বিরোধী; এটা বৈরগর্ভ শ্রেণী-সমাজ বিকাশের মূল আধেয় ও চালিকা শক্তি।

**সংস্কৃতি** — সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে মানুষের সৃষ্ট গোটা বৈষয়িক ও মননমূলক মূল্য।

**সচেতনতা, ঐতিহাসিক** — মানুষের সমবায়, শ্রেণী, পার্টি ও গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি।

**সভ্যতা** — একটি সমাজের বিকাশের, তার বৈষয়িক ও মননমূলক সংস্কৃতির পর্যায় বা স্তর।

**সমাজ** — প্রকৃতি থেকে পৃথক সত্তা হিসাবে মানুষের অস্তিত্বের ঐতিহাসিকভাবে বিকাশমান ধরন।

**সামাজিক প্রগতির ধরন** — একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রগতির আনুষঙ্গিক মৌল বৈশিষ্ট্যসমষ্টি।

**সমাজ বিপ্লব** — সেকেলে অবস্থা থেকে নতুন ও প্রগতিশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় উত্তরণের একটি বিষয়গত নিয়ম; সামাজিক সম্পর্কের প্রণালীতে একটি মৌলিক পরিবর্তন; এটা জরুরি সামাজিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অসঙ্গতিগুলি সমাধান করে।

**সমাজতন্ত্র, তাত্ত্বিক** — কমিউনিস্ট গঠনরূপের প্রথম পর্যায় হিসাবে সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব।

**সমাজতন্ত্র, বিদ্যমান** — পুঁজিতন্ত্র উৎখাতকারী সমাজব্যবস্থা, কমিউনিজমের অধস্তন পর্যায়; জনগণতান্ত্রিক বা প্রলেতারীয় বিপ্লবের ফলে ইউরোপ,

এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে প্রতিষ্ঠিত; উৎপাদন-উপায়ের সামাজিক মালিকানা ও অর্থনীতির ধারাবাহিক, ব্যাপক বিকাশ ভিত্তিক; যৌথবাদের ভিত্তিতে অর্জনীয় সকল সামাজিক সম্পর্ক পুনর্গঠন, সামাজিক সম্পদের অটল বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিশ্চায়ক।

**সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব** — সর্বোচ্চ ধরনের সমাজ বিপ্লব, সমাজতন্ত্রে সমাজের নিয়মশাসিত উত্তরণ; মজ্জাগত বিষয়গত চারিত্র্য — একদিকে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতিদের অন্যান্য স্তর এবং অন্যদিকে বুর্জোয়ার — মধ্যেকার শ্রেণীগত বৈরিতা।

**সমাজবিদ্যা** — যে-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়: অখণ্ড প্রণালী হিসাবে সমাজ, এবং একক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া ও সামাজিক গোষ্ঠী।

**সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ** — সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়; সমাজের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ধরন।

**সামাজিক চেতনা** — ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মননশীল দিক; ঐতিহাসিকভাবে মূলীভূত বিভিন্ন ধরনে সামাজিক সত্তার একটি প্রতিফলন।

**সামাজিক নিয়মাবলী** — সমাজ-জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যেকার বিষয়গত, আবর্তনশীল ও মৌলিক সংযোগ, যা সমাজের সচলতার বৈশিষ্ট্য।

**সামাজিক মনস্তত্ত্ব** — জনগণের মনে সরাসর প্রতিফলিত মতামত ও চিন্তাভাবনায় তার জীবন ও কর্মের পরিস্থিতি।

**সামাজিক সত্তা** — মানবসমাজের উদ্ভবের ফলে উৎপন্ন মানুষের মধ্যেকার এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার বস্তুগত পারস্পরিক সম্পর্ক।

**সামাজিক সুবিধাদি উৎপাদনের ধরন** — বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে শর্তাবদ্ধ ধরন, তাতে প্রতিফলিত উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট ঐক্য।

**সমাজের মনোজীবন** — ভাবাদর্শগত প্রতিষ্ঠানসমূহ সহ সব ধরনের মননশীল কর্মকাণ্ডের সমষ্টি।

**স্বতঃস্ফূর্ততা, ঐতিহাসিক** — মানুষের নিয়ন্ত্রণাতীত প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলী।

**স্বাধীনতা** (সামাজিক) — সামাজিক বিকাশের বিষয়গত নিয়মাবলী ও ক্রিয়ার জ্ঞানভিত্তিক মানুষী কর্মকাণ্ড।

**স্বার্থ** — জনগণের চাহিদার অভিব্যক্তি ও অবগতির একটি রূপ, যা ওইসব চাহিদা পূরণে তাদের আচরণ ও কার্যকলাপে অভিব্যক্ত।

## 'প্রগতি' প্রকাশন

## প্রকাশিতব্য

**ইয়েমাকোভা আ., রাতানিকভ ভ।** **শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম** (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)

এই বইতে জনবোধ্য আকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নানা শ্রেণীর উৎপত্তি, আধুনিক সমাজের শ্রেণীজনিত কাঠামোর বৈশিষ্ট্য — সুউন্নত পুঁজিবাদী দেশে, উন্নয়নশীল দেশে ও সমাজতান্ত্রিক দেশে।

শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রাম কী? শ্রেণী-সংগ্রামের লক্ষ্য কী? সামাজিক বিপ্লব কী? এই সব প্রশ্নের উত্তর পাঠক বইটিতে খুঁজে পাবেন।

এক বিশেষ অংশে আলোচিত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কথা।

বইটি রচিত হয়েছে ব্যাপক পাঠকবৃন্দের জন্য।

## ‘প্রগতি’ প্রকাশন

## প্রকাশিতব্য

**কিরিলেঙ্কো গ., করশ্নোভা ল.। দর্শন কী (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)**

দর্শন কী? এর উৎস কোথায় এবং এর বিষয়বস্তু কী? প্রকৃতি ও সমাজ বিকাশের নিয়মকানুনই-বা কী? পারিপার্শ্বিক জগত সম্বন্ধে মানুষ কীভাবে জ্ঞান লাভ করে? দর্শন কি জ্ঞান অথবা দৃঢ় বিশ্বাস? এই বইয়ের লেখকদ্বয় এইসব এবং দর্শন জগতের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

জনবোধ্য আকারে লিখিত এই বইয়ে স্থানলাভ করেছে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নানা নিয়ম ও বর্গের বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান চালিয়েছে জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিশাস্ত্র বিকাশের, এবং খুলে ধরেছে বিজ্ঞান রূপে দর্শনের শ্রেণী চরিত্র।

বইটি রচিত হয়েছে দর্শনের নানা প্রশ্নে আগ্রহী সবার জন্য।

## ‘প্রগতি’ প্রকাশন

### প্রকাশিতব্য

**সেলেজনেভ ল., ফেতিসভ ভ.। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম** (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)

জটিল সংজ্ঞা ব্যবহার এড়িয়ে লেখকদ্বয় বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বকে পাঠক দরবারে হাজির করেছেন, উল্লেখ করেছেন আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য ও জটিলতার কথা এবং পেশ করেছেন এর সাধারণ রূপরেখা আর তা রপ্তের নানা পথ ও পদ্ধতি।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী অনুধাবনে যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম চর্চার প্রয়োজন আছে, এই বইয়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যেকার সংগ্রামের পটভূমিকায় আধুনিক সামাজিক বিকাশের বিশ্ব সমস্যাবলীর অনুসন্ধান চালিয়েছে।

বইটি রচিত হয়েছে সাধারণ পাঠকবৃন্দের কথা মনে রেখে।

## পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

19 August 1997

<9

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

- সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন
- মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
- অর্থশাস্ত্র কী
- দর্শন কী
- বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম
- দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী
- ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?
- পুঁজিতন্ত্র কী
- সমাজতন্ত্র কী বোঝায়
- কমিউনিজম কী
- শ্রম কী
- উদ্বৃত্ত-মূল্য কী
- সম্পত্তি-মালিকানা কী
- শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম কী
- পার্টি কী
- রাষ্ট্র কী
- বিপ্লব কী
- উত্তরণ পর্ব কী
- মেহনতি মানুষের ক্ষমতা কী
- বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী

ISBN 5-01-000811-4